সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

শ্রীভাষ্য

সানুবাদ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

[illegible]

রাজা শ্রীযুক্ত রাও [illegible]নারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৮—অগ্রহায়ণ

আভাস

অবৈদিক বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতে যখন এক বিষম ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আপাত-মধুর বৌদ্ধমতের প্রবল আক্রমণে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপর্য্যস্ত এবং কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়োন্মুখ হইতেছিল, তখন বেদাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও জ্ঞানগুরু স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথ প্রকটিত করিয়া সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হৃদয়-ধন, ভাবুকের কণ্ঠমণি, বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল; তখনও সম্প্রদায়-শুদ্ধ বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নাই; তখনও সন্তপ্ত মানব-হৃদয়ে ভক্তির শান্তি-বারির শীতল ধারা প্রবাহিত হয় নাই। জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই ভক্তিরস বিতরণ উদ্দেশে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাবুক-চূড়ামণি, দার্শনিক শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, জীবগণ ভগবদংশ হইলেও ভগবানের চির সেবক, ভগবানই তাহাদের একমাত্র সেব্য এবং ভক্তিই তাহার প্রধান সাধন। জীবগণ যতই সমুন্নত হউক না কেন, ভক্তি ব্যতীত কেহই কখনও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, সেই সিদ্ধান্তটী ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে অতি নিপুণতার সহিত যুক্তি, তর্ক, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির সাহায্যে প্রতিপাদন ও সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভক্তসম্প্রদায় মূলতঃ তাঁহারই সেই সকল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

যাহারা ভক্তিমার্গের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে 'শ্রীভাষ্য' অবশ্য-পাঠ্যই বটে; ইহার সাহায্যে তাহারা স্বীয় সাধনতত্ত্বের অনেক গূঢ় মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর যাহারা জ্ঞান-গুরু শঙ্করের শিষ্য, তাহাদের পক্ষেও একবার 'শ্রীভাষ্য' পাঠ করা আবশ্যক; কারণ, বিস্তৃত সমালোচনার সহিত বিবিধ যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের সাহায্যে অতি গম্ভীরভাবে শঙ্কর-মত খণ্ডনের চেষ্টা এই 'শ্রীভাষ্যে' যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে তাহারা স্বমতের বলাবল পরীক্ষা করিবার এবং উভয়মতের সামঞ্জস্য ও দোষ গুণ তুলনা করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা বা সাহায্য পাইবেন।

ভগবৎকৃপায় অদ্য সেই মহানুভব শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রণীত সানুবাদ শ্রীভাষ্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের 'চতুঃসূত্রী' মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এই চতুঃসূত্রীই রামানুজ-মতের সার-সর্ব্বস্ব; তাঁহার অভিপ্রেত 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে'র অনুকূলে ও প্রতিকূলে যতপ্রকার যুক্তি তর্ক সম্ভাবিত হইতে পারে; তিনি এই চতুঃসূত্রীতেই সে সমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, কেবল এই 'চতুঃসূত্রী' মাত্র পাঠ করিলেই রামানুজাচার্য্যের অভিমত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' পদার্থটী যে কি এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তিতর্ক ও সার সিদ্ধান্তই বা কিরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়।

অনুবাদ সরল, সুখবোধ্য ও ভাষ্যানুযায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনুবাদের সাহায্যে যাহাতে ভাষ্যের ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্যও যতদূর সম্ভব, চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। এই কারণে; অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই।

বিশেষতঃ 'ব্রহ্মসূত্র'—বেদান্তদর্শন অতিদুরূহ গ্রন্থ; তদুপরি শ্রীভাষ্যের ভাষা, বাক্যবিন্যাস ও তর্ক-পদ্ধতি বড়ই গম্ভীর, সহজে ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার বঙ্গভাষায় শব্দসম্পৎ ও তর্কোপকরণের এতই অভাব যে, তাহা দ্বারা ঐরূপ দুরূহ ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে সর্ব্বত্র অনুবাদের অবিকলত্ব ঠিক রক্ষা পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

গ্রন্থখানি পাঠকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য প্রথমতঃ সূত্রের নীচে 'পদচ্ছেদে' সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহার নীচে স্বরচিত একটী সরল, সংক্ষিপ্ত টীকায় ও তাহার অনুবাদে ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যের জটিল অংশগুলি অনায়াস-বোধ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নামক প্রাচীন টীকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা দ্বারা ভাষ্যার্থ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে সকল বচনপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; সেই সকল প্রমাণ যে সকল গ্রন্থের যে যে অংশে এবং যত সংখ্যায় আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা দ্বারা পাঠকগণ অনায়াসেই সেই মূলগ্রন্থ দেখিয়া উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সর্ব্বত্রই বোধোপযোগী. কমা, সেমিকোলোন প্রভৃতি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, এবং দুর্ব্বোধতা-বর্দ্ধক সন্ধিগুলিরও আবশ্যকমত বিশ্লেষণ (বিসন্ধি নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে; ভাষ্যের অনুবাদের মধ্যে আবশ্যকবোধে যে সকল অতিরিক্ত কথা সংযোজিত করা হইয়াছে; পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত সেই সকল অংশ [ ] এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানের পাঁচখানি মূল গ্রন্থ মিলাইয়া সুসঙ্গত পাঠগুলি মূলে গ্রহণ করিয়া অপর পাঠগুলি নীচে দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনকার্য্যে পদে পদে আমার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। ' সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে তাহা গ্রন্থশেষে সংশোধন করিয়া দিব। ইহাই শ্রীভাষ্যের প্রথম অনুবাদ, অতএব বলিতে হয়—

যদন্যৈর্বর্ত্ম ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

ভাগবত-চতুষ্পাঠী
ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী

চতুঃসূত্রীর সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় সাঙ্কেতিক শব্দ :—

নামাংশ	পূর্ণনাম।	নামাংশ।	পূর্ণনাম।
১। ছান্দো০	—ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৯। আথর্ব্বণ০	—আথর্ব্বণশিখোপনিষৎ
২। বৃহদা০	—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ	১০। আথর্ব্বণ শি০	—আথর্ব্বণ শিরা উপনিষৎ
৩। ঐত০	—ঐতরেয়োপনিষৎ	১১। কৌষী০	—কৌষীতক্যুপনিষৎ
৪। তৈত্তি০	—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ([illegible]০—শিক্ষাবল্লী। আনন্দ০—ব্রহ্মানন্দবল্লী ভৃগু০—ভৃগুবল্লী)।	১২। সুবালো০	—সুবালোপনিষৎ
৫। শ্বেতাশ্ব০	—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	১৩। ব্রহ্মসূ০	—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন)
৬। মহানারা০	—মহানারায়ণোপনিষৎ	১৪। বিষ্ণু পু০	—বিষ্ণু পুরাণ
৭। নৃ. পূ০	—নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী	১৫। বিষ্ণুধ০	—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর
৮। নৃ-উত্ত০	—নৃসিংহোত্তরতাপনী	১৬। গীতা০	—ভগবদ্গীতা
		১৭। মহাভা০	—মহাভারত
		১৮। ভাগব০	—শ্রীমদ্ভাগবত

নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ব্রহ্মসূত্রম্ ।

শ্রীভাষ্য-সমেতম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভাষ্যম্ । (*)

অখিল-ভুবন-জন্ম-স্থেম-ভঙ্গাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রক্ষৈকদীক্ষে ।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥ ক ॥

(ক) ভাষ্য-সরলার্থঃ;—অখিল-ভুবনানাং সকললোকানাং জন্ম—উৎপত্তিঃ, স্থেমা—স্থিতিঃ, ভঙ্গঃ—লয়ঃ, (আদি-পদেন অন্তঃপ্রবেশ-সংযমনাদিপরিগ্রহঃ) তে এব লীলা (অনুরূপাধ্যং কর্ম্ম) যস্য তস্মিন্। তথা, বিনতাঃ শরণাগতাঃ ভূতাঃ প্রাণিনঃ, তেষাং তত্ সমূহস্য রক্ষা পালনমেব একা মুখ্যা দীক্ষা—ব্রতং যস্য, তস্মিন্। তথা, শ্রুতিশিরসি উপনিষদি বিদীপ্তে বিশেষতঃ প্রতিপাদিতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে (পরব্রহ্মস্বরূপে বাসুদেবে) মম ভক্তিরূপা শেমুষী মতিঃ ভবতু ।

অনুবাদ ।

(ক) ॥ সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় [অন্তঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক সর্ব্ব বস্তুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা প্রভৃতি] যাঁহার লীলা শরণাগত সর্ব্ববিধ প্রাণিগণের রক্ষা করা যাঁহার একমাত্র ব্রত, এবং যিনি উপনিষৎ শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত, সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস—বাসুদেবে আমার ভক্তিময়ী মতি (উৎপন্ন) হউক ॥

মঙ্গলাচরণ ।

(*) "সূত্রস্থ ... পদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।"
অর্থাৎ যাহাতে ... গুলির ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাস্থলে ... বলিয়া জানেন।

পারাশর্য্য-বচঃসুধামুপনিষদ্-দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্,
সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণাত্ম-সঞ্জীবনীম্।
পূর্ব্বাচার্য্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরস্থিতাম্,
আনীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সুমনসো ভৌমাঃ পিবন্ত্বন্বহম্ ॥ খ ॥

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং (*) বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥১॥

(খ)। ভাষ্য-সরলার্থঃ;—ভৌমাঃ ভূমিগতাঃ সুমনসঃ সুধিয়ঃ (সদসদ্বিচার-কুশলাঃ), পক্ষে, দেবাঃ, উপনিষদ্-দুগ্ধাব্ধিমধ্যাৎ দুগ্ধসমুদ্রস্বরূপোপনিষৎ-শাস্ত্রমধ্যাৎ উদ্ধৃতাং (তৎসারভূতাং), [অত্র 'দুগ্ধ'শব্দেন সকলেষ্টফলপ্রদ কর্ম্মভাগাপেক্ষয়া প্রশস্ততরত্বমস্য সূচিতম্]। সংসারাগ্নেঃ বিদীপনেন সর্ব্বতঃ প্রজ্বলনেন (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-পরীত-সাংসারিক-দুঃখ-জ্বালয়া) বি—বিশেষেণ অপগতঃ (অবিজ্ঞাতঃ) প্রাণাত্মা পরমাত্মা যেষাং, তেষাং (পরমাত্ম-বোধ-বিরহিতানাং) সঞ্জীবনীং (সংসারমোচনকরীং); তথা পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ বোধায়নাদিভিঃ সুরক্ষিতাং (উপদেশেন বৃত্তিপ্রভৃতি রচনয়া চ) প্রকাশিতরহস্যাং; [তথাপি] বহূনাং (বাদিনাং) মতিভিঃ ব্যাঘাতেন (বিরুদ্ধানেকপ্রকারবুদ্ধিভিঃ সমীচীনার্থ-গ্রহণস্য বাধেন) দূরস্থিতাং ব্যবহিতাং (ঋজুমতিভিঃ দুরধিগমাং, বিপরীতগ্রহাং চ); [আচার্য্যেণ] তু—পুনঃ নিজাক্ষরৈঃ ভাষ্যরূপৈঃ, আনীতাং জিজ্ঞাসূনাং শ্রোত্রপথং প্রাপিতাং পারাশর্য্য-বচঃসুধাং শ্রীমদ্বেদব্যাসস্য বচনামৃতং অন্বহং প্রতিদিনং পিবন্তু স্বাদয়ন্তু। সুধাপক্ষেঽপি বিশেষণানি যথাযোগং যোজনীয়ানি ॥

(খ)॥ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত (সংগৃহীত), সংসারবহ্নির তীব্র তাপে প্রাণাত্মহীন অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান-বিরহিত জীবগণের সঞ্জীবনী (নিস্তারোপায়) এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক (ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা) সুরক্ষিত, [তথাপি] বহু মতভেদের দ্বারা [প্রকৃতার্থ গ্রহণে] ব্যাঘাত ঘটায় দূরস্থিত, অর্থাৎ সাধারণের দুর্বোধতাপন্ন; পুনশ্চ [আচার্য্য কর্ত্তৃক] ভাষ্য-ব্যাখ্যা-দ্বারা [শ্রোতৃবৃন্দের সমীপে] সমুপনীত পরাশরসুত বেদব্যাসের (ব্রহ্মসূত্ররূপ) বচন-সুধা ভূলোকবাসী সুধীগণ প্রতিদিন আস্বাদন করুন ॥

(১)॥ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের (†) যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা

(*) বৌধায়ন ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† [illegible] সূত্রাণ্তে যথাযথং নিরূপ্যন্তে যেন, তৎ ব্রহ্মসূত্রে- [illegible] এইরূপ উক্ত আছে,
[illegible] পাধিনিশ্চয়ং জ্ঞানং কৃতযুগে [illegible] [illegible] ছিল।
দেবা ব্রহ্মসূত্রপুরঃসরা [illegible] পর

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

পদচ্ছেদ :—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিতে [ইচ্ছা] [করা কর্ত্তব্য]।

ইতি, অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে,

---

[সূত্রস্য সরলার্থঃ—"অথ" অনন্তরং, আদৌ বেদাধ্যয়নেন কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং অনিত্যং, অল্পং, তারতম্যযুক্তং চ জ্ঞাত্বা ইত্যাশয়ঃ। [যতঃ কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং এবংবিধং, ব্রহ্মজ্ঞান-ফলং তু তদ্বিপরীতং—নিত্যং, অনন্তং, নিরতিশয়ং—তারতম্যরহিতং চ, "অতঃ" অস্মাদ্ হেতোঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা [কর্ত্তব্যা], বিচারেণ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল ধ্বংসশীল, সাতিশয় (ন্যূনাধিক-ভাবাপন্ন) ও পরিচ্ছিন্ন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত ও নিরতিশয়। অতএব, বিচার দ্বারা [ব্রহ্ম]কে জানা আবশ্যক ॥ ১॥]

[ক]রিয়া যান, [দ্রমিড় প্রভৃতি] আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন; আমি তন্মতানুসারে [এ]-সূত্রের অক্ষর (*) সমূহ (শব্দ) ব্যাখ্যা (†) করিতেছি ॥

(২) ॥ এই সূত্রে 'অথ' শব্দের (‡) অর্থ—আনন্তর্য্য; এবং 'অতঃ' শব্দের অর্থ—পূর্ব্বা-

---

তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চতুর্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ। শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা।
কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থ-বিত্তয়ে। চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা ॥
নির্বিশেষিত-সূত্রত্বং ব্রহ্মসূত্রস্য চাপ্যতঃ। সবিশেষাণি সূত্রাণি হ্যপরাণি বিদো বিদুঃ।
অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ 'সূত্রং' সূত্রবিদো বিদুঃ।"

(*) এখানে "সূত্রাক্ষর" বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ অনুসারে যে সূত্রের [য]েরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত, এই ভাষ্যে সেই সূত্রের সেইরূপই অর্থ করা হইয়াছে,—স্বকপোল-কল্পিত কোন অর্থ [ম]তবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কষ্টকল্পনায় সূত্রগুলির কদর্থ বা বিকৃতার্থ করা হয় নাই।

(†) "ব্যাখ্যা" শব্দটী পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার লক্ষণ এইরূপ,
"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা। আক্ষেপস্তু সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।"
অর্থাৎ (১) পদচ্ছেদ,—ব্যাখ্যাতব্য বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ মিলিতভাবে আছে, সে গুলির পৃথক্ করিয়া [নি]র্দ্দেশ করা। [২] পদার্থোক্তি,—যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা। [৩] বিগ্রহ,—সেই বাক্যে [কো]ন সমাস থাকিলে, তাহার বাক্য রচনা করা। [৪] বাক্যযোজনা,—অর্থাৎ অন্বয়-মুখে একটী বাক্য রচনা করা। (৫) আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার পরিহার বা মীমাংসা করা।

(‡) "অথ স্যাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেঽনন্তরে। অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু ক্বচিৎ।"
অর্থাৎ—'অথ' শব্দের অর্থ—মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা ও অন্বাদেশ বা [পু]নরাদিকথন। তন্মধ্যে, আনন্তর্য্য [illegible]ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। [illegible]

অধীতসাঙ্গ-সশিরস্ক-বেদস্য অধিগতাল্পাস্থিরফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সঞ্জাত-মোক্ষাভিলাষস্যানন্ত-স্থিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ। যদ্যপি সম্বন্ধসামান্য-পরিগ্রহেঽপি জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষত্বেন কর্ম্মার্থত্বসিদ্ধিঃ, তথাপি আক্ষেপতঃ প্রাপ্তাদাভিধানিকস্যৈবগ্রাহ্যত্বাৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী গৃহ্যতে। ন চ "প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ "কৃদ্‌যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" ইতি প্রতিপ্রসবসদ্ভাবাৎ ॥৩॥

বসত স্থিরের হেতুত্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকাণ্ড অবগত কর্ম্মফল অনিত্য, অস্থির ইত্যা...

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কাল-বিচার।' জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু। কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদাঙ্গ (*) ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানরহিত) ক... ফল অল্প, অস্থির বা ধ্বংসশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয়। নিশ্চয়ই ত... হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার অবশ্যম্ভাবিনী ॥

(৩)॥ 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থ—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা। 'কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' এই বি... 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার অর্থ। বিধান অনুসারে 'ব্রহ্মণঃ' এই স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ... 'জিজ্ঞাসা' মাত্রই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অতএব ... সামান্য সম্বন্ধরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও, ফলে-ফলে [ব্রহ্মের] ... লব্ধ হইতে পারে সত্য; তথাপি আক্ষেপ-লব্ধ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত অর্থ অ... আভিধানিক অর্থাৎ শব্দ-লব্ধ অর্থ গ্রহণ করাই সমুচিত, তজ্জন্য, এখানে কর্ম্মে বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে,—সামান্য সম্বন্ধার্থে নহে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রতিপদ অর্থাৎ কর্ম্ম-বিহিত ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সমাস হ... যখন নিষেধ আছে, তখন এস্থলেও কর্ম্মে ষষ্ঠী হইলে তাহার সহিত আর সমাস হই... পারে না? [সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' এই বাক্যে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' পদটী নিষ্পন্ন হইতে...

(*) বেদাঙ্গ ছয় প্রকার,—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥" অর্থাৎ শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদোপদিষ্ট জ্ঞানলাভে সাহায্য করে বলিয়া এই সকলকে 'বেদাঙ্গ' বলে।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—কর্ম্মকারকে এবং সামান্য সম্বন্ধমাত্রেও ষষ্ঠী বিভক্তি হইবার বিধান আছে, এখন প্রশ্ন এই যে, 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা), এই স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের পর যে, ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, উহা কর্ম্মে? কিংবা সামান্য সম্বন্ধার্থে? গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, যখন, একটী জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং, সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ, স চ সর্ব্বেশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ। তস্মাদন্যত্র তদ্‌গুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ, অনেকার্থ-কল্পনাযোগাৎ, ভগবচ্ছব্দবৎ। তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্যঃ। অতঃ সর্ব্বেশ্বরো জিজ্ঞাসা-কর্ম্মভূতং ব্রহ্ম। জ্ঞাতুমিচ্ছা—জিজ্ঞাসা, ইচ্ছায়া ইষ্যমাণ-প্রধানত্বাদ্ ইষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে ॥৪॥

পারে না]। না,—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, "কৃদ্যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়-যোগে বিহিত ষষ্ঠীর সহিত সমাস হইবার পক্ষে পুনর্ব্বার বিশেষ বিধান বিহিত হইয়াছে।

(৪)॥ 'ব্রহ্ম-'শব্দ স্বভাবতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্ত কল্যাণময়-গুণগণ-সমন্বিত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) (*) বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দ সর্ব্বত্রই 'বৃহত্ত্ব'-গুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে [প্রযুক্ত হয়]। যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় 'বৃহত্ত্ব' বর্ত্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। সর্ব্বেশ্বরই (ভগবান্‌ই)

কর্ম্ম না থাকিলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, বিশেষতঃ, সম্বন্ধ-সামান্যও যখন কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদিরূপ বিশেষার্থেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তখন সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইলেও ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ব্যাহত হইবে না। অতএব 'ব্রহ্মণঃ' এইস্থলে সম্বন্ধেই ষষ্ঠী,—কর্ম্মে নহে। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, এরূপ পরোক্ষভাবে কর্ম্মত্ব স্বীকার অপেক্ষা সহজতঃ কর্ম্মেই ষষ্ঠী করা সঙ্গত। অতএব 'ব্রহ্মণঃ' এস্থলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী বিভক্তি বলিতে হইবে—সম্বন্ধে নহে।

(*) এ কথার তাৎপর্য্য এইযে,—ব্রহ্ম শব্দটী 'বৃহ' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। পর্ব্বতাদির ও আপেক্ষিক মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু নিরতিশয় মহত্ত্ব পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও নাই—আর কেহই তাঁহা অপেক্ষা মহৎ নাই, এই কারণে 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবান্ বাসুদেবকেই বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বা স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব থাকে, তাহাতে কোন দোষ-সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, কোনরূপ দোষ থাকিলেও তাহাতে নিরবধি মহত্ত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না। এই উভয় কারণেই 'ব্রহ্ম'-শব্দ-বাচ্য বাসুদেবে নির্দ্দোষত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে।

"পুরুষেষু উত্তমঃ—(পুরুষোত্তমঃ)" এইরূপ যৌগিকার্থ-বলে 'পুরুষোত্তম' শব্দটী পরমেশ্বরে নিরূঢ়। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" অর্থাৎ যে হেতু আমি ক্ষর—ভূত বর্গ এবং অক্ষর—কূটস্থ ঈশ্বরেরও অতীত; এই কারণে, আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার পর, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।" এখানে স্পষ্টাক্ষরেই "পুরুষোত্তমকে" পরমাত্মা ও ঈশ্বর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাদুপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ,—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা" ইতি। বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং,—"সংহিতমেতৎ (*) শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ" ইতি। অতঃ (†) প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োর্ভেদঃ ॥৫॥

এবংবিধ-গুণসম্পন্ন; অতএব তিনিই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ। উক্ত গুণগণের আংশিক সম্বন্ধ বশতঃ অন্যত্রও যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা ভগবৎশব্দের ন্যায় ঔপচারিক; অর্থাৎ গৌণার্থপ্রকাশক। (‡) নচেৎ, [এক শব্দের] অনেকার্থ কল্পনা করিতে হয়। ত্রিতাপে তাপিত জনগণের পক্ষে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের নিমিত্ত তিনিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। অতএব, সর্ব্বেশ্বরই জিজ্ঞাসার কর্ম্মস্বরূপ—ব্রহ্ম [অন্য নহে]। জিজ্ঞাসা অর্থ—জানিবার ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইষ্যমাণ অর্থাৎ অভীপ্সিত বিষয়টীই প্রধান, এই কারণে এখানে (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাস্থলে) অভীপ্সিত জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে]।

(৫)। [একথার অভিপ্রায় এই যে,—] মীমাংসার পূর্ব্বভাগে (পূর্ব্ব-মীমাংসায়) (§) কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই ব্রহ্ম-মীমাংসায়) ব্রহ্ম-জ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। বৃত্তিকারও 'পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,' এই কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, 'এই শারীরক (‖) সূত্র (ব্রহ্ম-মীমাংসা) জৈমিনি-

আনন্তর্য্য-বিচার।

(*) সংহিতমিতি নিরন্তরপৌর্ব্বাপর্য্যৈকবাক্যব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যানরূপতয়া সংগতমিতি ভাবঃ।

(†) 'অতঃ'—বৃত্তিকারোক্তাদেকব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যান-রূপসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। ষট্কভেদঃ পূর্ব্ব-মীমাংসায়ামেব, অধ্যায়ভেদস্তু তত্র, উত্তর-মীমাংসায়াং চ; নিদর্শনার্থমুভয়মুক্তম্। অর্থভেদাভাবে হ্যেকং ষট্কমেকোঽধ্যায়ো বা স্যাদিতি।

(‡) ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-পরমেশ্বরকে ভগবৎ-শব্দে অভিহিত করা হয়, এবং সেই ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভগবদ্গুণ-গণের যৎকিঞ্চিৎ অংশভাগী ইন্দ্রাদি দেবতাকেও ভগবান্ বলা যায়। তন্মধ্যে, 'ভগবৎ'-শব্দ পরমেশ্বরেই মুখ্য, অন্য—ইন্দ্রাদি দেবতায় গৌণ বা অপ্রধান। একই শব্দের বহু অর্থ স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে।

(§) মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত,—জৈমিনিকৃত এবং বেদব্যাসকৃত। তন্মধ্যে, জৈমিনি-কৃত মীমাংসাকে পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা বলে, আর বেদব্যাস-কৃত মীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র বলে।

(‖) জগচ্ছরীরঃ পরমাত্মা—শারীরঃ, যস্য শরীরে তৎ শারীরঃ, স্বার্থে কঃ, তদ্বিষয়কং শাস্ত্রং শারীরকমিত্যুচ্যতে। অর্থাৎ জগৎ যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে 'শারীর,' এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র—ব্রহ্মমীমাংসাকে 'শারীরক' বলে।

মীমাংসাশাস্ত্রং—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যারভ্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ (*) বিশিষ্টক্রমম্। তথাহি, প্রথমং তাবৎ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাখ্যাক্ষররাশের্গ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

ক্ত কর্ম্ম-মীমাংসার সহিত সংহিত (†) বা সম্মিলিত হইয়া 'ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণ।' অতএব, উভয়ই (কর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) এক শাস্ত্র। যেরূপ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে; এই পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেই রূপ॥

কর্ম্ম ও ব্রহ্ম-মীমাংসার একশাস্ত্র ব্যবস্থাপন।

(৬)॥ পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্র-সমষ্টি একই মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ- ক্রমযুক্ত মাত্র। (‡) তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" অর্থাৎ 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা 'স্বাধ্যায়'-শব্দোক্ত অক্ষর-সমূহাত্মক বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে।

(*) অত্রামী সঙ্গতিবিশেষা অভিপ্রেতাঃ,—পাঠক্রমঃ, চেতনানাং ত্রিবর্গে প্রথমপ্রাবল্য-সংভবরূপোঽর্থক্রমঃ; ঔপনিষদেষ্বঙ্গাঙ্গিভাব-প্রতিপাদক-বাক্যেষু যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ পদার্থত্বেন সম্বন্ধঃ, কাস্বচিদ্বিদ্যাস্ব যজ্ঞ-তদুপকরণাদীনাং দৃষ্টিবিশেষাঽঽশ্রিতা। কর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োর্দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবেন বিদ্যাকর্ম্মণোরুৎপাদ্যোৎপাদকভাবাৎ তচ্ছেষভূত-বিচারয়োঃ [পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োঃ] তু তৎক্রমভাবস্যোপপত্তিঃ, ব্যাখ্যানভূত-মীমাংসায়াশ্চ উত্তরভাগস্য পূর্ব্ব-ভাগোক্ত-ন্যায়সাপেক্ষত্বং চেতি। এবং পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ামক-সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমং ক্রমবিশেষবদিত্যর্থঃ।

(†) সাধারণতঃ বেদের দুইটী ভাগ, পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড, তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্ব্বমীমাংসা, আর, মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। উভয় মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র মূলতঃ এক, পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা তাহারই দুইটী ভাগ বা অংশমাত্র—পৃথক্ শাস্ত্র নহে। জৈমিনিকৃত মীমাংসাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাও চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে; সুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসা শাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই হেতুই বৃত্তিগ্রন্থে "ষোড়শ লক্ষণেন" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, পূর্ব্বমীমাংসায় প্রকৃতি বিচারপূর্ণ ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম 'ষট্‌ক' ও বিকৃতি-বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় 'ষট্‌ক' বিরচিত হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসায় ওরূপ ষট্‌ক ভেদ নাই; কেবল অধ্যায় ভেদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধননিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল নিরূপণ; এইরূপে চারিটী অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু; উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মবিচারও স্থান পাইয়াছে। এই কারণেও মনে হয় যে, উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই বিষয়ভেদে দুইটী পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(‡) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসা শাস্ত্র বস্তুতঃ এক হইলেও উভয় ভাগের (কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসার) মধ্যে যে, পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রম রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—

তস্যাধ্যয়নং কিংরূপং? কথং চ কর্ত্তব্যং? ইত্যপেক্ষায়াং "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েদিত্যনেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্॥" [মনু ৪।৯৫]

ইত্যাদি (*) ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে॥ ৭॥

---

(৭)। সেই অধ্যয়ন কি? এবং কি প্রকারে কর্ত্তব্য? এই আকাঙ্ক্ষায় 'অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে।' 'ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ম্ম, (†) করিয়া সার্দ্ধ পঞ্চ মাস কাল স্থিরচিত্তে (নিযুক্তভাবে) বেদ অধ্যয়ন করিবে' ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের (‡) উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে

(ক) উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ; বেদের মধ্যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। তদনুসারে বেদার্থপ্রকাশক মীমাংসাশাস্ত্রেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্ম্মে ও ধর্ম্মসাধন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাত্মক কর্ম্মমীমাংসা প্রথম ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাবে সমুল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু, সে সকল কর্ম্মের কিছুমাত্র বিবরণ বা কর্ত্তব্য-প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আর যজ্ঞাদির বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাদ্বারাও কর্ম্মমীমাংসার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও ঔপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্ত্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণভাব নিহিত আছে,—নিষ্কামভাবে পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান কার্য্য বা উৎপাদ্য, এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব, কর্ম্ম-প্রতিপাদক কর্ম্মমীমাংসা পূর্ব্ববর্ত্তী ও জ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্ত্তী, এ কথা বলা যাইতে পারে।

(ঙ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা রহিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কর্ম্মমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কর্ম্মমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ-কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসাশাস্ত্র কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রমানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 'পূর্ব্বমীমাংসা' ও 'উত্তরমীমাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(*) অত্র 'আদি' শব্দেন,—"অত ঊর্দ্ধং তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ। বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সংপঠেৎ।" [মনু ৪।৯৮] ইত্যাদি বচনোক্তো বেদাঙ্গাধ্যয়নকালো দর্শিতঃ।

(†) উপাকর্ম্ম,—বেদাধ্যায়ীর অবশ্যকর্ত্তব্য একপ্রকার কর্ম্ম। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা দিনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। [illegible]

(‡) 'ব্রত'—উপাকর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াপদ্ধতি। 'নিয়ম'—নিয়মিতরূপে বেদ অধ্যয়ন ও অনধ্যা-

এবং সংসন্তানপ্রসূত-সদাচার-নিষ্ঠাত্মগুণোপেত-বেদবিদাচার্য্যোপনীতস্য ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তস্যাচার্য্যোচ্চারণানূচ্চারণমক্ষররাশি-গ্রহণ-ফলমধ্যয়নমিত্যবগম্যতে। অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়-সংস্কারঃ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্ম্মত্বাবগমাৎ। সংস্কারো হি নাম কার্য্যান্তর-যোগ্যতাকরণম্। সংস্কার্য্যত্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তং, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-তৎসাধনাববোধিত্বাৎ, জপাদিনা (১) স্বরূপেণাপি (*) তৎসাধনত্বাচ্চ। (২) এবমধ্যয়নবিধির্নিয়মবৎ নিয়মবদক্ষর-রাশি-গ্রহণমাত্রে পর্য্যবস্যতি। অধ্যয়ন-গৃহীতস্য স্বাধ্যায়স্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাব-বোধিত্বদর্শনাৎ। (†)

অপেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে।

(৮)। এই প্রকারে জানা যায় যে, সদ্বংশসম্ভূত, সদাচারপূত, [অক্রোধাদি-] আত্ম গুণ-সম্পন্ন, বেদজ্ঞ আচার্য্য ‡ কর্ত্তৃক উপনীত এবং [পূর্ব্বোক্ত প্রকার] বিশেষ-বিশেষ ব্রত ও নিয়মসম্পন্ন [ব্রহ্মচারী] শিক্ষার উদ্দেশে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে, অক্ষর-সমূহের (শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বাক্যে জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্ম; সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটীকে বেদের এক প্রকার 'সংস্কার' [বলিতে হয়]। 'সংস্কার' অর্থ কার্য্য-বিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা। যেহেতু, বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ ও তদুপায়-প্রতিপাদক, এবং জপাদি (অধ্যাপনাদি) দ্বারা নিজেও চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থসাধক, অতএব, উহার 'সংস্কার্য্যত্ব' বা সংস্কার

কারী বা শূদ্র প্রভৃতির নিকট উচ্চারণ না করা, এবং গর্হিত বেশ, কাজ ও দ্রব্যের গ্রহণ, [illegible] ও অমেধ্য দ্রব্যের ত্যাগ প্রভৃতি।

(*) 'স্বরূপেণাপি'—অনুষ্ঠানোপযোগি-বোধজনকত্বাদিত্যর্থঃ। [illegible] —"জপাদিনেতি।" "স্বরূপেণাপি"—অর্থজ্ঞানানুষ্ঠানাভ্যাং বিনা জপ্যমানেনাপি [illegible]। অর্থজ্ঞানং হি অনুষ্ঠানানুকূলং, জপাদি চ অধ্যয়ন-সংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েনৈব সম্পদ্যতে [illegible]। আদি-পদ ২ অধ্যাপন-সংগ্রহঃ।

(†) অর্থাঃ—যজ্ঞোপাসনাদয়ঃ, তে চ স্বর্গ-মোক্ষাদি-প্রয়োজনবন্তঃ, তদ্বোধকত্বাদিত্যর্থঃ। এতেন কাক-দন্ত-পরীক্ষাবৎ নিষ্ফলত্ব-শঙ্কা-নিরাসঃ।

(‡) "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যে হেতু, আচার্য্য, শাস্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, অপরকে সদাচারে স্থাপিত করেন এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, সেই হেতু, তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে।

(১) 'জপ-তপ আদিনা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) তৎসাধনত্বাচ্চ ইতি [illegible] পাঠঃ।

গৃহীতাং স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ (১) স্বপ্রয়োজনবতোঽর্থান্ আপাততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ-(*) নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচাররূপ-মীমাংসা-শ্রবণেঽধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।

তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বং (২) দৃষ্ট্বাধ্যয়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফলাপাত-প্রতীতেস্তন্নির্ণয়ফল- (৩) বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমাংসায়ামধিকরোতি ॥ ৮ ॥

হওয়াই উচিত। (+) উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটীও মন্ত্রের ন্যায় কেবল অক্ষর-সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কারণ, অধ্যয়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজনীয় (যজ্ঞ ও উপাসনাদি) অর্থ প্রকাশ করা স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বেদবিৎ পুরুষ, অধীত বেদ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ (বিচার না করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দ্ধারণের উদ্দেশে বেদবাক্য-বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া [যখন] জানিতে পারে যে, কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য, [তখন] সে অধীত বেদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অক্ষয় মোক্ষ-ফলের কথা সাধারণভাবে জানা থাকায় তৎ-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয় ॥

(*) স্বরূপ বিশেষাঃ—অঙ্গিনঃ। প্রকার-বিশেষাঃ—অঙ্গানি। অর্থাৎ স্বরূপ-বিশেষ অর্থে অঙ্গী বা প্রধান এবং প্রকার বিশেষ অর্থে অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য্য সকল বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্য্যটী প্রধান, আর কোন্ কার্য্যটী অপ্রধান, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য—।

(+) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধারণতঃ কর্ম্মকারক চতুর্ব্বিধ, (১) উৎপাদ্য, (২) বিকার্য্য, (৩) প্রাপ্য (৪) সংস্কার্য্য। 'কুম্ভকারো ঘটং করোতি', এস্থলে ঘট উৎপাদ্য কর্ম্ম। কারণ, কুম্ভকার স্বীয় চেষ্টা দ্বারা ঘটের উৎপাদন করে, তৎপূর্ব্বে 'ঘট' অনুৎপন্ন ছিল। 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি,' এ স্থলে পূর্ব্বসিদ্ধ সুবর্ণের কুণ্ডলাকারে বিকার হইয়াছে; সুতরাং কুণ্ডলটী 'বিকার্য্য' কর্ম্ম। 'পর্ব্বতং গচ্ছতি', এ স্থলে অপ্রাপ্ত পর্ব্বতকে গমন দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়, এ জন্য পর্ব্বত 'প্রাপ্য' কর্ম্ম।

যেরূপ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' স্থলে জল-প্রক্ষেপ দ্বারা ব্রীহির (ধান্যের) সংস্কার—যজ্ঞের উপযুক্ততা সম্পাদন করিতে হয়, এই কারণে ব্রীহিকে 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা যায়। এই প্রকার, আচার্য্যের উচ্চারণের পর উচ্চারণরূপ অধ্যয়ন দ্বারা অক্ষর-সমূহাত্মক বেদেরও এক প্রকার সংস্কার বা কার্য্যোপযোগিনী শক্তি সম্পাদন করিয়া লওয়া হয়; এই কারণেই বেদকে অধ্যয়নের 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

অভিপ্রায় এই যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন করিলে গুরুর সাহায্য ব্যতীতও বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের যথাযথ উচ্চারণ-প্রণালী স্থির করিয়া লইতে পারেন সত্য, কিন্তু, তাদৃশ উচ্চারণ, শাস্ত্রোক্ত 'অধ্যয়ন' বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কারণ, যথোক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর উচ্চারণের অনন্তর যে, উচ্চারণ, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন, এবং ঐরূপ অধ্যয়ন দ্বারাই বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যাহার প্রভাবে তাহারা অনুষ্ঠাতৃ-গণের অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ হয়। স্বেচ্ছাধীন উচ্চারণে বেদ সেই শক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে, সুতরাং তদবস্থায় প্রযুক্ত বেদ বা বৈদিক মন্ত্র যথাক্রত ফল প্রদানে সমর্থ হয় না।

(১) প্রয়োজনবতঃ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) অল্পাস্থিরফলত্বমিতি (গ) পাঠঃ। (৩) তন্নির্ণায়ক ইতি (ক) পাঠঃ।

তথাচ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য চাক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—

"তদ্ যথেহ কর্ম্ম-জিতো (১) লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"। (*) [ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬]। "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০]। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ।" [কঠোপনিষৎ, ২।১০]। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭]। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-জিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (†) "তস্মৈ

(১) ॥ দেখ, বেদান্ত-বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফল মোক্ষের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে,—

'ইহ লোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক (শস্যাদি ভোগ্য বস্তু) যেমন, [ভোগ দ্বারা] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঠিক্ সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য-কর্ম্মলব্ধ লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (‡) 'ইহার (জ্ঞান-রহিত কর্ম্মীর) তাহা (কর্ম্ম-ফল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' 'কর্ম্মীরা অধ্রুব বা অনিত্য কর্ম্মরাশি দ্বারা 'ধ্রুব' (মোক্ষ ফল) প্রাপ্ত হয় না।' 'এই সকল যজ্ঞ [সংসার-সাগর পারের পক্ষে] দৃঢ়তর ভেলা নহে।' 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃত অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা অকৃত (নিত্য) মোক্ষ লব্ধ হয় না, এইরূপে কর্ম্ম-লব্ধ [স্বর্গাদি] ফল সকল পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হন।' 'সে (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ (§) গুরুর সমীপে উপস্থিত

(*) লোক্যতে—অনুভূয়তে যঃ, স লোকঃ—কর্ম্মফলম্। ইহ জগতি কর্ম্মণা—কৃষ্যাদিনা জিতঃ—অর্জ্জিতঃ সঞ্চিত ইত্যর্থঃ, লোকঃ শস্যাদিঃ যথা (ভোগেন) ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র—পরলোকে পুণ্যেন—যজ্ঞাদিনা জিতো লোকঃ—স্বর্গাদিঃ ক্ষীয়তে নশ্যতীত্যর্থঃ। যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ।

(†) "সমিৎপাণি"রিতি গুরূপসদন-প্রকারো দর্শিতঃ, "রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরু"মিত্যুক্তেঃ। "শ্রোত্রিয়ং"—শ্রুতবেদান্তং। যথা—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা ষট্কর্ম্ম-নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদ্" ইতি মনূক্তলক্ষণম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তং। শ্রুতবেদান্তোঽপি যদি রুচিভেদাদ্ অব্রহ্মনিষ্ঠঃ স্যাৎ, তদা স নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ।

(‡) কর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গাদি ফল যে, বিনাশশীল, তাহা ভগবদ্গীতায়ও উক্ত আছে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯।২১) ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তিরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(§) শ্রোত্রিয় অর্থ—বেদান্তবিৎ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' অর্থ—যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন। এই উভয় বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াও রুচিদোষে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ না হইতে পারে; তাদৃশ শুষ্ক পণ্ডিত গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আশায় উপস্থিত হইবে না।

(১) কর্ম্মচিতঃ, পুণ্যচিত ইতি চ বহুত্র প্রামাণিকঃ পাঠঃ। (২) 'নাস্ত্যকৃতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়, (*) যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২—১৩]। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্ম্ত্যবে।" (†) [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১]। তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, [ছান্দো০ ৭।২৬।২]। "স স্বরাড় (‡) ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। [নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১৬]। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে২য়নায়।" [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮]। "পৃথগাত্মানং (§) প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতা০ ১।৬] ইত্যাদীনি ॥৯॥

নন্ চ, সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং; স্বর্গাদীনাং চ ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্মোপাসনস্যামৃতত্বফলত্বং চ জ্ঞায়তএব। অনন্তরং মুমুক্ষুর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ত্ততাং, কিমর্থা (১) ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা?

হইবে। তিনি (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) দয়া-পূর্ব্বক, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় সেই উপস্থিত (শিষ্যকে) সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা অক্ষর (স্বরূপতঃ একরূপ) ও সত্য (গুণতঃ নির্ব্বিকার) পুরুষকে অবগত হওয়া যায়।' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।' 'সেই এক বস্তু (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, ব্রহ্মদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না।' 'তিনি স্বরাজ হন (কর্ম্মাধীন হন না) তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহ লোকে অমৃতত্ব লাভ করে।' 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে; [মোক্ষ প্রাপ্তির] আর পথ নাই।' 'প্রেরক (সর্ব্বনিয়ন্তা) আত্মাকে পৃথক্ ভাবে মনন করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হয় এবং তাহা দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি।

(১০)॥ [শঙ্কারের] প্রশ্ন হইতেছে যে,—বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন হইতেই [যখন নিশ্চয় জানা যায় যে, কর্ম্ম সমূহের ফল—স্বর্গাদি; স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল। [তখন মুমুক্ষু ব্যক্তি ইহার পর, সেই এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ই প্রবৃত্ত হউক?—তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার

(*) 'প্রশান্তচিত্তায়' ইত্যনেন অন্তঃকরণ-সংযমস্যোক্তত্বাৎ শমোঽত্র বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো বেদিতব্যঃ। 'যেন' ইতি নপুংসকত্বং বিজ্ঞানাভিপ্রায়েণ লিঙ্গব্যত্যয়েন বা ব্রহ্মবিদ্যয়া সংবধ্যতে, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং, প্রোবাচ—প্রক্রূয়াদিত্যর্থঃ। 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' ইতি লিট্।

(†) অত্র 'মৃত্যু'-শব্দেন প্রমাদো মোহো বা বেদিতব্যঃ। "মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং, প্রমাদং বা মৃত্যুমহং ব্রবীমি" ইত্যুপদেশাৎ।

(‡) স্বরাট্—কর্ম্ম-বশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বরাট্ স্বতন্ত্রো বিজ্ঞেয় ইতি নৈঘণ্টুঃ।

(§) পুরুষোত্তমোপাসনং চ মোক্ষোপায়ঃ, তচ্চ নাদ্বৈকত্ব-জ্ঞানাত্মকং—অপিতু পৃথক্ত্ব-বিষয়কমিত্যাহ পৃথগাত্মানমিতি। "ততঃ"—পৃথক্ত্ব-জ্ঞানাদিত্যর্থঃ। (১) "ধর্ম্মাধর্ম্ম" ইতি (ঘ) পাঠঃ।

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ত্ততাং ? সাঙ্গবেদাধ্যয়নাদেব কৃৎস্নস্য জ্ঞাতত্বাৎ। সত্যং ; আপাততঃ প্রতীতিবিদ্যত এব ; তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যস্যার্থনিশ্চায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোঽপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ নাতিবর্ত্ততে। অতস্তন্নির্ণয়ায় বেদান্তবাক্য-বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতিচেৎ ? তথৈব ধর্ম্মবিচারোঽপিকর্ত্তব্য ইতি পশ্যতু ভবান্ ॥১০॥

নমু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব (*) পূর্ব্ববৃত্তং কিঞ্চিদ্ বক্তব্যম্, (১) ন ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীত-বেদান্তস্যানধিগতকর্ম্মণোঽপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ। কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যত্রৈব চিন্ত্যন্তে; তদনধিগতকর্ম্মণো ন শক্যং কর্ত্তুমিতি চেৎ ? অনভিজ্ঞো হি ভবান্ শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানস্য।

আর প্রয়োজন কি ? [রামানুজের উত্তর—] এরূপ হইলে, [মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন] বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নেই সমস্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, [তখন,] এই শারীরক মীমাংসায়ও তাহার প্রবৃত্তি না হউক ? [শঙ্করের উক্তি—] হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার সাধারণ জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু, ন্যায়ানুমোদিত (যুক্তিযুক্ত) বাক্যই যখন অর্থ নিশ্চয়ের প্রতি কারণ; তখন কোন অর্থ (বিষয়) আপাততঃ বা অবিচারিতভাবে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহা সংশয় ও বিপর্য্যয়কে (ভ্রম) অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত (বেদান্ত) বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। [রামানুজের উত্তর,—তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও যে,] ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম-বিচার করা আবশ্যক, আপনিই (বাদী) ইহা বিচার করিয়া দেখুন ॥ (†)

(১১) ॥ [শঙ্করের] পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যাহাকে একান্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার অভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না, সেইরূপই কোন একটী পূর্ব্ববৃত্ত বলিতে হইবে, কিন্তু, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার কোনই অপেক্ষা নাই ? কারণ, বেদান্তবিৎ ব্যক্তি কর্ম্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচার করিতে পারেন।

যদি বল যে, উহাতে কর্ম্মাঙ্গ-সাপেক্ষ উদ্গীথাদি (‡) উপাসনাও উল্লিখিত হইয়াছে,

---

(*) নিয়মেনাপেক্ষিতস্য বিবক্ষিতেতরগামিত্ব-নিরাসায় প্রথম 'এব' শব্দঃ, দ্বিতীয়স্তু নিয়মেনানপেক্ষিতস্য পূর্ব্ববৃত্তত্ব-নিরাসার্থঃ। (১) কিঞ্চিদিতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—অবিচারিত জ্ঞানে যদি ভ্রম ও সংশয় থাকা সম্ভবপরই হয়; তবে অবিচারিত বা আপাতজ্ঞাত বেদান্ত-বাক্যার্থ নিশ্চয়ের নিমিত্ত যেমন ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের প্রয়োজন, তেমনি, আপাতজ্ঞাত ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও ধর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) জানা একান্ত আবশ্যক।

(‡) কর্ম্ম—যজ্ঞাদি, যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দেবতা প্রভৃতি তাহার অঙ্গ। "উদ্গীথ" একজাতীয় উপাসনা প্রণালী, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।২ প্রপাঠক এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৩।১ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

অস্মিন্ শাস্ত্রেঽনাদ্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদদর্শন-তন্নিমিত্ত-জন্ম-জরা-মরণাদি-সাংসারিক-দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্য নিখিলদুঃখ-মূলভূত-মিথ্যাজ্ঞান-(*) নিবর্হণায়াত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপিপাদয়িষিতম্; অস্য হি ভেদাবলম্বি-কর্ম্মবিজ্ঞানং ক্বোপযুজ্যতে? প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব। উদ্গীথাদিবিচারস্তু কর্ম্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপত্বাবিশেষাদিহৈব ক্রিয়তে, স তু ন সাক্ষাৎ সঙ্গতঃ। (†) অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং কিমপি বক্তব্যম্ ॥১১॥

বাঢ়ং, (‡) তদপেক্ষিতং চ কর্ম্মজ্ঞানমেব, কর্ম্মসমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানাদপবর্গ-

---

কর্ম্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞ লোকের ত উহা অনুষ্ঠান করিবার শক্তি নাই? আপনি (রামানুজ) শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রের (এই বেদান্তের) অর্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। [কারণ] এই শাস্ত্রে অনাদি অবিদ্যা হইতে যে নানাবিধ ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই ভেদ-জ্ঞান-জনিত জন্ম জরা ও মরণাদিময় সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির দুঃখরাশির মূল-কারণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের (ভ্রান্তির) নিবারণ উদ্দেশে আত্মৈকত্ব জ্ঞানপ্রতিপাদিত হইয়াছে; ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম জ্ঞান ইহার কোথায় উপযোগী হইবে?—বরং বিরোধীই হইতে পারে। (§)

উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও জ্ঞানস্বরূপ, এই কারণে এখানে (উত্তর মীমাংসায়) উহার বিচার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, উহা এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত বা আবশ্যক নহে, অর্থাৎ প্রধান বিষয়—আত্মৈকত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে। [সুতরাং, তদপেক্ষিত কর্ম্ম-বিচার এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।] অতএব, শাস্ত্রের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, তদপেক্ষিত কোন একটী বিষয়কেই এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥

(*) 'মিথ্যাজ্ঞানং'—ভ্রান্তিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ইতি ন্যায়সূত্রোক্তেঃ। যথা, মিথ্যাভূতম্ অজ্ঞানং—মিথ্যাজ্ঞানং। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-জ্ঞাপনায় 'মিথ্যা'-শব্দ-প্রয়োগঃ।

(†) ননু উপনিষৎসু পঠিতত্বাদ্ অস্যাং ব্রহ্মমীমাংসায়ামপি বিচারিতত্বাদ্ উদ্গীথাদ্যুপাসনং ব্রহ্মবিদ্যাপেক্ষিতমেবেতি তদ্বিচারোঽত্র সাক্ষাৎ সঙ্গত এব? এতৎ শঙ্কায়া নিরাসার্থং 'তু'-শব্দদ্বয়ং,-বিচারঃ 'তু' ইতি, স 'তু' ইতি চ। প্রধানার্থোপযোগিত্বেন সঙ্গতিঃ—সাক্ষাৎসঙ্গতিঃ, যেন কেনাপি রূপেণ সাম্যাৎ বুদ্ধিস্থত্বং 'প্রসঙ্গাৎ সঙ্গতিঃ'। তস্মাৎ প্রাসঙ্গিকোদ্গীথাদ্যুপাসনা-বিচারাপেক্ষিতস্য প্রধানার্থ-বিরুদ্ধস্য কর্ম্মবিচারস্য পূর্ব্ববৃত্ততা ন যুক্তা; অতঃ প্রধান প্রতিপাদ্যাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানস্য অপেক্ষিতমেব কিমপি পূর্ব্ববৃত্তং বক্তুমুচিতমিতিভাবঃ।

(‡) ভাষ্যকারীয়মতমেতৎ। বাঢ়মিত্যর্দ্ধাঙ্গীকারে। যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তমিত্যংশে অঙ্গীকারঃ; নতু যদনপেক্ষিতমযুক্তং, তদংশেঽপি; তত্তু অপেক্ষিতমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

(§) অভিপ্রায় এই যে,—ভেদ-বুদ্ধির নিবৃত্তি না হইলে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান হয় না, অথচ, 'আমি কর্ত্তা' 'ইহা কর্ম্ম' 'এ সকল কর্ম্ম-সাধন,' এবং 'আমি ইহার ফল-ভোক্তা' ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান না থাকিলেও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মজ্ঞান আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের উপযোগী না হইয়া বরং বিরোধীই হইতে পারে।

শ্রুতেঃ। বক্ষ্যতি চ "সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্"ইতি। [ব্রহ্ম-সূত্রম্, ৩।৪।২৬]। অপেক্ষিতে চ কর্ম্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ, কেন ন, ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুম্; অতস্তদেব পূর্ব্ববৃত্তম্॥১২॥

নৈতদ্যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তেঃ। অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষ-সাধ্য-সাধনেতি-কর্তব্যতাদ্যনন্তবিকল্পাস্পদং কর্ম্ম সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ ? (*)

---

(১২)। [রামানুজের উক্তি—] বেশ কথা, কর্ম্ম-বিজ্ঞানইত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষিত; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, কর্ম্ম-সহকৃত জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়; এবং [সূত্রকারও] বলিবেন যে, 'বিদ্যা-লাভে সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, শ্রুতিতেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষণীয়ত্ব উক্ত আছে। তথাপি যোগ্যতা দেখিয়া বিচার করিতে হয়,—যেমন অশ্ব বহন-যোগ্য হইলেও তাহা দ্বারা হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করান হয় না, কিন্তু শকট বহন মাত্র করান হয়। ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য অনুকূল কর্ম্ম সমূহই গ্রহণ করিতে হয়; আর তৎপ্রতিকূল কর্ম্ম সমূহ বর্জ্জন করিতে হয়।' জ্ঞানাপেক্ষিত সেই কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, কাহার সহিত সমুচ্চয় আছে বা কাহার সহিত নাই, এই বিভাগ জানা শক্তি-সাধ্য নহে। অতএব, সেই কর্ম্ম-বিজ্ঞানই পূর্ব্ববৃত্ত॥

(১৩)। [শঙ্কর মত—] একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, সর্ব্ববিধ [সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত] ভেদ-রহিত (†) শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সেই অবিদ্যা-নিবৃত্তিই (যথার্থ) মোক্ষ। [অতএব] বর্ণ ও আশ্রমগত ভেদ বা পার্থক্য এবং সাধ্য (যাহা করা হয়), সাধন (ক্রিয়ার উপায়) ও ইতিকর্ত্তব্যতা (কর্ম্মের প্রণালী) প্রভৃতি অনন্ত ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম সমূহ কিরূপে সর্ব্বপ্রকারভেদ-বুদ্ধিনিবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-নিবৃত্তির সাধন বা কারণ হইতে পারে ?

(*) অবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব মোক্ষোঽস্তু, ততঃ কিং কর্ম্মনৈরপেক্ষ্যস্যেত্যতআহ "বর্ণাশ্রমেতি"। অনেন পদেন পূর্ব্বোক্তং কর্ম্মণো ভেদাবলম্বিত্বং বিবৃতং ভবতি। 'আদি' শব্দেন নিষিদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তানি, কর্ম্মাণি চ বিবক্ষ্যন্তে। 'অনন্ত'-শব্দেন চ বর্ণাদীনাং বাহুল্যং সূচিতম্। বিকল্পো ভেদঃ। "সকল-ভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তি"-রিতি, মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ ফলং হি ভেদদর্শন-নিবৃত্তিঃ, অতো ভেদদর্শননিবৃত্তিরজ্ঞান-নিবৃত্ত্যন্তর্গতেত্যর্থঃ। কথমিব সাধনং ?—ন কথমপীতি ভাবঃ।

(†) তাৎপর্য্য;—সাধারণতঃ ভেদ তিন প্রকার পরিদৃষ্ট হয়;—(১) স্বগত, (২) সজাতীয়, (৩) বিজাতীয়। বিদ্যারণ্য-স্বামী অতিবিশদভাবে একথাটী ব্যক্ত করিয়াছেন,—"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ।" (পঞ্চদশী,—২।১৫)। অর্থাৎ একটী বৃক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল, পল্লব প্রভৃতি বহুতর অংশ থাকে; সেগুলি পরস্পর ভিন্ন; এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি লইয়াই

শ্রুতয়শ্চ কর্ম্মণামনিত্যফলত্বেন মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানস্যৈব মোক্ষ-সাধনত্বং চ দর্শয়ন্তি,—"অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি," [বৃহৎ০, ৩।৮।১০]। "তদ্যথেহ কর্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" [ছান্দো০ ৮।১।৬]। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", [তৈত্তি০ ২।১।১]। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", [মুণ্ডক০ ৩।২।৯]। "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি," [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১৩ ॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যেতি; তদ্ বস্তু-বিরোধাৎ-শ্রুত্যক্ষর-পর্য্যালোচনয়া চান্তঃকরণ-নৈর্ম্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তাবুপ-যুজ্যতে, ন ফলোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তীতিশ্রবণাৎ। বিবিদিষায়াং জাতায়াং

'ইহার (অব্রহ্মজ্ঞের) সেই কর্ম্ম (কর্ম্মফল) নিশ্চয়ই সান্ত বা ক্ষয়শীল হয়। ইহ লোকে [কৃষ্যাদি] কর্ম্ম-লব্ধ [ধান্যাদি] লোক যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য লব্ধ স্বর্গাদি লোকও ঠিক সেইরূপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।' ইত্যাদি শ্রুতি সকলও অনিত্য ফল উৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং এক-মাত্র জ্ঞানেরই মোক্ষ-সাধনত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন ॥

(১৪) [আরও এক কথা] বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ', একথার অনুকূল যে শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও বস্তু-বিরোধী, (*) তন্নিবন্ধন এবং শ্রুতির "বিবিদিষা"

বৃক্ষের অস্তিত্ব, তদ্ভিন্ন আর তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। বৃক্ষের যে, এই পত্র পুষ্পাদি দ্বারা ভেদ, তাহাই তাহার (১) স্বগত ভেদ। অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহা (২) সজাতীয় ভেদ, এবং পাষাণাদি হইতে যে ভেদ, তাহা (৩) বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মে এবংবিধ কোন ভেদই বিদ্যমান নাই,—তিনি এক—অখণ্ড—চিন্ময়। এই অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে জীবের "আমি, আমার," ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এই অবিদ্যা-তিরোধানেরই নাম—মুক্তি।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা উক্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সকল জাতির ও সকল আশ্রমীর ত সকল কর্ম্মেই অধিকার নাই, সুতরাং কর্ম্মারম্ভের সময়, কর্ত্তার ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার উপায় বা সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রণালী প্রভৃতি ভেদ চিন্তা অনিবার্য্য; ভেদ জ্ঞান মাত্রই অবিদ্যা-প্রসূত, এবং কর্ম্মমাত্রই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, অবিদ্যা সম্ভূত ভেদ-জ্ঞান যাহার মূল, সেই কর্ম্ম দ্বারা-ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-নাশ কস্মিন্ কালেও হইতে পারে না।

(*) 'বস্তুবিরোধ' অর্থ—বস্তুর স্বাভাবিক বিরোধ। অভিপ্রায় এই যে,—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ—অবিদ্যামূলক, আর, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ভেদবুদ্ধি-বিরহিত, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত বিদ্যার যে বিরোধ, তাহা বাস্তবিক—স্বভাবসিদ্ধ। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই আত্মজ্ঞানের অপেক্ষণীয় বা সাধন হইতে পারে না।

আর 'শ্রুত্যক্ষর' কথাটীর ভাব এই যে, বিদ্যালাভে কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা জ্ঞাপনার্থ যে সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে 'বিবিদিষন্তি' কথাটী আছে, 'বিবিদিষন্তি' কথার অর্থ—জানিতে ইচ্ছা করিবে, ইহাতে এই

জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবান্তরঙ্গোপায়তাং শ্রুতিরেবাহ, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" [বৃহদা° ৪।৪।২৩] ইতি ॥ ১৪॥

তদেবং জন্মান্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম্ম-মৃদিত-কষায়স্য বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্," [ছান্দো° ৬।২।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি° ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", [শ্বেতা°৬।১৯]। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," [বৃহদা° ২।৫।১৯]। "তত্ত্বমসি," [ছান্দো° ৬।৯।৪] ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ত্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাত্মৈক্য-বিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্য্যাদ্ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্।

পদের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও [বুঝা যায় যে,] অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা-সম্পাদন দ্বারা 'বিবিদিষা'—জানিবার ইচ্ছা-উৎপাদনেই তাহার উপযোগিতা,—ফলীভূত জ্ঞানোৎপাদনে নহে। কারণ, [সেই স্থলে] "বিবিদিষন্তি" এই কথা মাত্র শ্রুত হইয়াছে। [বিশেষতঃ] শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযমী), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয়-সংযমী), উপরত (বৈরাগ্য বা সংন্যাস-সম্পন্ন), তিতিক্ষু (শীত-গ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতি বিবিদিষা-সমুৎপত্তির পর শমাদি সাধনকেই জ্ঞানোৎ-পত্তির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ—নিকটবর্ত্তী) উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥

(১৫) অতএব, এইরূপে শতশত জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহার বাসনা সকল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারই বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তর, 'হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'ব্রহ্ম অনন্ত, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম, নিষ্কল অর্থাৎ অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, এবং মালিন্য-রহিত।' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম।' 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য-জনিত জ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়।

[উক্ত শ্রুতিগুলির তাৎপর্য্য জানিতে হইলে] 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনে'র উপযোগ বা আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে,—'বেদান্ত-বাক্য সকল আত্মৈকত্ব-জ্ঞান-প্রতিপাদক,' এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থ-গ্রহণের নাম 'শ্রবণ'।

অর্থই বুঝা যায় যে,—কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত হয় মাত্র, আত্মজ্ঞান হয় না; আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন—শম-দমাদি গুণ। সেই কারণেই—স্বয়ং শ্রুতি শমাদি গুণের উল্লেখ করিয়া "আপনাতে আপনাকে দর্শন করিবে" বলিয়া শমাদি গুণকেই সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবমাচার্য্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মন্যেবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং—মননম্। এতদ্বিরোধ্যনাদি-ভেদ-বাসনা-নিরসনায়াস্যার্থস্যানবরত-ভাবনা—নিদিধ্যাসনম্।

এবং শ্রবণ-মননাদিভির্নিরস্ত-সমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পদ্, ইহামুত্র চ ফল-ভোগ-বিরাগঃ,(*) মুমুক্ষুত্বং চেত্যেতৎ সাধন-চতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ। অর্থ-স্বভাবাদেবেদমেব পূর্ব্ববৃত্তমিতি জ্ঞায়তে ॥১৫॥

এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যা-মূলমপারমার্থিকং ভেদ-দর্শনমেব বন্ধমূলম্। বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ, স চ সমূলোঽপারমার্থিকত্বাদেব

আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়টী 'এরূপই' (এবমেব), অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত, বিচার দ্বারা আত্মাতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'মনন'। এই একত্ব জ্ঞানের প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদ-বুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত একই বিষয়ের ভাবনার নাম 'নিদিধ্যাসন'। এইরূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদ-বাসনা অপনীত হইয়াছে; [তৎত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্য-জনিত জ্ঞান তাহারই অবিদ্যার নিবৃত্তি করে। অতএব, উক্ত প্রকার 'শ্রবণে' যাহা অবশ্যাপেক্ষিত, এরূপ বিষয়কেই পূর্ব্ব-বৃত্ত বলিতে হইবে। তাহা কি? না,—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধ; (+) শম, দমাদি সাধন, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য (অস্পৃহা), ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধন। কারণ? এই সাধন চতুষ্টয় ব্যতীত জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। অতএব, বস্তুর স্বভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণাপেক্ষিত পূর্ব্ববৃত্ত ॥

(১৬) যে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত অর্থাৎ লোকবুদ্ধির অগম্য হইয়া আছে; সেই অবিদ্যা-প্রসূত, অসত্য ('আমি অমুক' ইত্যাদি) ভেদ দর্শনই [জীবগণের] বন্ধের কারণ। বন্ধও পারমার্থিক বা সত্য নহে; সত্য নয় বলিয়াই উহা সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং "তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জনিত জ্ঞানই উহার নিবারক। সেই

(*) ফলোপভোগবিরাগ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক,—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য,—মিথ্যা, এইরূপে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা। শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম, উপরতি,—বিহিত কর্ম্মের যথাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সংন্যাস গ্রহণ। তিতিক্ষা—শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। এই ছয়টীকে 'শমাদি ষট্ সম্পত্তি' বলে।

জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে। নিবর্ত্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যম্। তস্যৈতস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য স্বরূপে, তদুৎপত্তৌ, কার্য্যে বা কর্ম্মণো নোপযোগঃ, বিবিদিষায়ামেব তূপযোগঃ। সা চ পাপমূল-রজস্তমোনিবর্হণদ্বারেণ* সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতীমমুপযোগমভিপ্রেত্য "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী" ত্যুক্তমিতি। অতঃ কর্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধন-চতুষ্টয়ং পূর্ব্ববৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে। অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্? উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবন্মাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যনুপলব্ধেশ্চ।

নচ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা-নিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন

এই বাক্য-জনিত জ্ঞানে, কিংবা তাহার উৎপত্তি বা কার্য্যে কোন কর্ম্মেরই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা নাই, পরন্তু কেবল বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছাতেই তাহার উপযোগিতা। পাপের হেতুভূত রজঃ ও তমোগুণের নিবারণ ও সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি হইলে সেই বিবিদিষা উৎপন্ন হয়। "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" এই শ্রুতিও কেবল উক্ত উপযোগিতা অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। [অতএব] পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়কেই পূর্ব্ববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিতে হইবে। [এই পর্য্যন্ত শঙ্করের মত]॥

(১৭) [রামানুজ মতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ—] এ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই হয়, [শঙ্কর মতে] এই যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেছি, [কিন্তু] বেদান্ত বাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। [সেই জ্ঞান] কি বাক্য-জন্য বাক্যার্থ-জ্ঞান মাত্র?—(†) অথবা, সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক উপাসনা? [এখানে] বাক্য-জন্য (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না, কারণ, [জ্ঞানের] বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই, উহা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে [তৎত্বমসি প্রভৃতি] বাক্য-

---

* নির্হরণেতি (গ) পাঠঃ।

(†) গুরুর নিকট বা শাস্ত্রে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে যে, পরোক্ষভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব বোধ হয়, তাহাই এই বাক্যার্থ জ্ঞান। ঐরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া 'তত্ত্ব' সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে, তদ্বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান, তাহাই এখানে উপাসনাত্মক জ্ঞান।

জনয়তি, (*) জাতেঽপি সর্ব্বস্থ সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ, সত্যামপি বিপরীত-বাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেঽনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্ততইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্ত্যৈব নিবৃত্তত্বাৎ। জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ॥১৭॥

নিচয় অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। যেমন, চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞান সত্বেও দ্বিচন্দ্র জ্ঞান অর্থাৎ 'চন্দ্র দুইটী' এইরূপ ভ্রম জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, (†) তেমন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদ জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিদ্যা ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ায় ভেদ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না। [একথা বলিতে পার না]। কারণ, সমস্ত কারণ বিদ্যমান সত্বেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ [বিরুদ্ধ ধারণার] বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

আর, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি-বাসনাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভেদ-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়; ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, ভেদ-জ্ঞান যখন মিথ্যা, [তখন] জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রেই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। [বিশেষতঃ] তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও [যদি] মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয়, [তবে] জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক-উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না॥

(*) জ্ঞানেচাতেঽপি ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সত্য জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম জ্ঞানও দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্য জ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়। 'আমি, অমুক, আমার' ইত্যাদি প্রকার ভেদ জ্ঞান বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এইকারণে, যতদিন আত্মৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে, ততদিন ঐ ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইবে না। 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা যতদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে যত ক্ষণ সেই দিকটী নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন,—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে।" (সাংখ্য দর্শন ১।৫১ সূত্র।) দিঙ্মোহের ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত যুক্তি দ্বারা ও আত্ম-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বাধিত হয় না।

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্ততইতি বালিশ-ভাষিতম্। * দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধক-সন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-হেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তি-রবিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ত্ততে। †

অপিচ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিত-ত্বেনাপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্ত-বাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

(১৮) ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদ-জ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (রোগ বিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না, কারণ, উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে; সুতরাংই [সে স্থানে] মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু, [সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি] প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আরও এককথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন; [তাহাদের মতে] কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ভেদ-বাসনা অনন্ত-কাল-সঞ্চিত, সুতরাং অপরিমিত; আর, তাহার বিপক্ষ জ্ঞান-বাসনা [অল্প কালের বলিয়াই] অল্প, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারে না। অতএব, নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত, অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে॥

(*) ছিন্নমূলমিতি, বাসনাখ্যং মূলমস্য ছিন্নমিত্যর্থঃ। বালিশেতি, এতাবতা অকারণ-কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ।

(†) ননু সত্যপি বাধকজ্ঞানে কথং চন্দ্র-দ্বিত্বানিবৃত্তিরিত্যত আহ দ্বিচন্দ্রেতি। 'তু'শব্দঃ প্রকৃতার্থ-বৈষম্য-দ্যোতকঃ; বাধক-সত্ত্বেঽপি নয়নাদিগত-তিমিরাদি-দোষস্য পারমার্থিকত্বাৎ ন জ্ঞানমাত্রেণ বাধঃ। অস্য পারমার্থিকত্বং চ ব্যাবহারিকতয়া জ্ঞেয়ং। অতএব, আপ্তোপদেশাৎ রজ্জু-সর্প ব্যবহারো নিবর্ত্ততে, নতু দোষো মিথ্যেতি বচনমাত্রেণ চন্দ্র-দ্বিত্বাদিব্যবহারো নিবর্ত্ততে। এতেন, বাধক-সন্নিধৌ বাধ্য-সত্তাবোঽকারণককার্য্যোৎপত্তিশ্চেতি দূষণদ্বয়ং দৃষ্টান্তে পরিহৃতং ভবতি। পরমতে তু তৎ দূষণদ্বয়মস্ত্যেবেতি ভাবঃ।

তথাচ শ্রুতয়ঃ—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত। [বৃহদা০ ৪।৪।২১]। অনুবিদ্য বিজানাতি। [ছান্দো০ ৮।৭।১]। ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্। [মুণ্ড০ ২।২।৬]। নিচায্য তন্ মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে। [কঠ০ ৩।১৫]। আত্মানমেব লোকমুপাসীত। [বৃহদা০ ১।৪।১৫]। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। [বৃহদা০ ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬]। সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" [ছান্দো০ ৮।৭১] ইত্যেবমাদ্যাঃ।

অত্র 'নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ 'অনুবিদ্য বিজানাতি,' "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতে'ত্যেবমাদিভির্বাক্যার্থজ্ঞানস্য ধ্যানোপকারকত্বাৎ ত'দনুবিদ্য' 'বিজ্ঞায়ে'ত্যনূদ্য 'প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত বিজানাতী'তি ধ্যানং বিধীয়তে। 'শ্রোতব্য'-ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্যার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ত্ততে, ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ। শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্য 'মন্তব্য' ইতি চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

---

(১৯) এতদর্থে শ্রুতিসমূহ [উদাহৃত হইতেছে]: '[ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে] উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (ধ্যান) করিবে।' 'অনুবেদন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করিয়া জানিবে, অর্থাৎ চিন্তা করিবে'। '[তুমি] আত্মাকে ওঁকার-রূপেই ধ্যান কর।' 'জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ (সংসার) হইতে মুক্তিলাভ করে।' 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে।' 'অরে (মৈত্রেয়ি!) আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।' তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবে', ইত্যাদি।

এসকল স্থলে, নিদিধ্যাসনের সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, [এবং] বাক্যার্থজ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে [বুঝিতে হইবে যে,] "অনুবিদ্য বিজানাতি" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'অনুবেদন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) ও 'বিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া * "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "বিজানাতি" কথায় ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। আর, "শ্রোতব্য" কথাটীও পূর্ব্ববৎ অনুবাদ। কারণ, 'স্বাধ্যায়'-শব্দের অর্থ—শব্দার্থবোধ; সুতরাং, যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি [বেদে] প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত হইয়া তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত স্বয়ংই শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, অতএব, শ্রবণ ত প্রাপ্তই আছে। শ্রুতার্থকে স্থিরতর করাই মননের প্রয়োজন, সুতরাং মননও শ্রবণেরই অধীন বা অপেক্ষিত। অতএব, 'মন্তব্যঃ' (মনন করিবে), এ কথাটীও অনুবাদ, ফলে-ফলে [এখানে একমাত্র] ধ্যানই বিহিত বা প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, [বুঝিতে হইবে]॥

(*) আচার্য্যেরা অনুবাদ কথার অর্থ বলিয়াছেন যে, "অনুবাদোহবধারিতে"। অর্থাৎ যে বিষয়টী কোন প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহারই পুনরুল্লেখ করার নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদের প্রাধান্য নাই।

বক্ষ্যতি চ,"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশা'দিতি। [ব্রহ্মসূত্রং ৪।১।১]। তদিদমপবর্গোপায়ত্বেন বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপাস্ত্যোর্ব্যতিকরেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' [ছান্দো॰ ৩।১৮।১] ইত্যত্র, "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ"। [ছান্দো॰ ৩।১৮।৩] "ন স বেদ, অকৃৎস্নোহ্যেষঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত"। [বৃহদা॰ ১।৪।৭] যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত" [ছান্দো॰ ৪।১। ৪—৬] ইত্যত্র "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্স ইতি [ছান্দো॰, ৪।২।২]।

(২০) [সূত্রকারও] "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"-সূত্রে ধ্যানেরই পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিবেন। মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত এই 'বেদন' ও উপাসনা যে, একই অর্থ, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কারণ, [উপনিষদে] বিদ্যা ও উপাসনা শব্দের ব্যতিকর, অর্থাৎ অদল-বদলভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। [উপক্রম—] 'মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে'; এই স্থলে [উপসংহার—] 'যে এরূপ জানে (বেদ), সে কীর্ত্তি—পরাক্রম-জনিত প্রতিষ্ঠা, যশঃ—দান-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিভাত হয়, এবং সকলকে অভিভূত করে'। [উপক্রম—] ['যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির মধ্যে প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি এক একটী অংশ মাত্রকে সম্পূর্ণ 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করে,] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] জানে (বেদ) না; যেহেতু, এই প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে,—আত্মার একদেশ মাত্র। [উপসংহার—] '[তাহাকে] 'আত্মা' অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই উপাসনা করিবে।' [উপক্রম—] 'যে (রৈক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), এবং সে (রৈক) যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), (*) সেই (বেদিতা রৈক) ও এই (বেদ্য

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদে রৈকসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা লিখিত আছে,—জানশ্রুতিনামক এক রাজা রাত্রি-কালে প্রাসাদের উপরিভাগে শয়ান আছে, এমন সময় কতিপয় ঋষি হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ পথে যাইতেছিলেন। যখন অগ্রগামী হংস জানশ্রুতিকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন হংস তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, অহে ভল্লাক্ষ! অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি কোন পীড়া হইয়াছে? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, জানশ্রুতির তেজঃপুঞ্জ গগণ মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার উপরে গেলেই তুমি ভস্মসাৎ হইবে। তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন যে, তুমি অবোধ! একি রৈক্বের তেজ? যে, ইহার উপরে গেলেই ভস্ম হইব? অর্থাৎ রৈক্বের তেজই অলঙ্ঘনীয়, ইহার তেজ নহে। তখন, পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস, রৈক কে? এবং তাহার বিশেষ বিজ্ঞানই বা কিরূপ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে অগ্রগামী হংস, রৈক্বের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে জানশ্রুতি ও রৈক্বের কথার সূচনা করিলেন 'অমুকে' ইত্যাদি।

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। "স্মৃত্যু-পলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ" ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্ব-শ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে", [মুণ্ড০,

---

ব্রহ্ম), উভয়ই আমি বলিলাম।' এস্থলে [উপসংহার—] 'হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।' (*)

[ধ্যান কি ?] তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তমান স্মৃতি-প্রবাহময় 'ধ্রুবা স্মৃতি'র নাম 'ধ্যান'। (†) কারণ, 'স্মৃতি-লাভ হইলে সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়-গত কাম-রাগাদি-দোষ নিচয় বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।' এস্থলে 'ধ্রুবা স্মৃতি'ই অপবর্গের উপায়রূপে শ্রুত হইয়াছে। যেহেতু; 'সেই পরাবর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে [সাধকের] হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয়-রাশি ছিন্ন হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (‡) এই

(*) মন্তব্য,—উপাসনার বিধেয়ত্ব প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটী শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, 'উপাসীত' শব্দ; উপসংহারে আছে, "বেদ" শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, 'উপাসীত' শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে, দুইবার 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, উপাসনার্থক 'উপাস্মে' শব্দ। এবিষয়ে একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, উপক্রমে যে বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা অত্যন্ত দোষাবহ। উক্ত নিয়মানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক 'উপাসীত' ও 'উপাস্মে' শব্দ, এবং জ্ঞানার্থক 'বেদ'-শব্দের অর্থ এখানে এক—উপাসনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অন্যান্য স্থলেও যে, জ্ঞানার্থক 'বিদ,জ্ঞা' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে।

(†) ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল-যোগসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (৩।২।) অর্থাৎ, কোন একটী মাত্র বিষয় অবলম্বনে যে, প্রত্যয়ের একতানতা বা একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকিবে না; এরূপভাবে যে, কোন একটী বিষয়ে অনবরত চিন্তা, তাহার নাম 'ধ্যান'। অন্য-জ্ঞানের দ্বারা ব্যবধান না হয়, এই অভিপ্রায় সূচনার নিমিত্ত ভাষ্যে, 'তৈলধারা' দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্যান ও তাহার উপায়-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, "তদ্রূপ-প্রত্যয়ৈকাগ্র্যসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ" ইতি। এখানেও অন্যস্পৃহারহিত অর্থাৎ অন্য জ্ঞান সম্পর্কশূন্য একাকার জ্ঞানপ্রবাহকেই ধ্যান বলিয়াছেন, এবং যোগোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম' প্রত্যাহার, ধারণা, এই ছয়টী সাধনকে ধ্যান-লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(‡) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত (১) পরাবর, (২) হৃদয়-গ্রন্থি, (৩) সর্ব্বসংশয়, (৪) সমস্ত কর্ম্ম (কর্ম্মাণি) এই শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ,- (১) 'পরাবর'—পরে-ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে—নিকৃষ্টা যস্মাৎ; অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হীন, সেই পুরুষোত্তম 'পরাবর' শব্দের অর্থ। (২) 'হৃদয় গ্রন্থি"—হৃদয়গত কাম রাগাদি ভাবগুলি জীবের সংসার-বন্ধের কারণ; এইজন্য ঐগুলিকে 'হৃদয়-গ্রন্থি' বলা হয়। (৩) সংশয়;—আত্মা কি দেহেন্দ্রিয়াত্মক; অথবা, তদতিরিক্ত; পুনঃ সেই আত্মা নিত্য, কি অনিত্য? ঈশ্বর আছেন? কি নাই? এবং থাকিলে কি [illegible] সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন কিনা; ইত্যাদি প্রকার সন্দেহ নিচয়। শ্রুতিতে প্রযুক্ত "কর্ম্মাণি" (সমুদয় কর্ম্ম), এই বহু বচনের তাৎপর্য্য এইরূপ, জীবের কর্ম্ম

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। এবং চ সতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্,—"বেদনমুপাসনং স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্ব্বাসূপনিষৎসু মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্। "সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাৎ, শব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-বদ্ইতি" পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা "সিদ্ধংতূপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। "উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত [হৃদয়গ্রন্থিনাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও একইরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব, পূর্ব্বোক্ত 'ধ্রুবা স্মৃতি' দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই সমান বা অনুরূপ [বুঝিতে হইবে]। এতদনুসারে, 'আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতিতে 'নিদিধ্যাসন'-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বলিতে হইবে]। ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে স্মরণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(২১)। বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—'বেদন'-শব্দে উপাসনা [বুঝিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিষয়ে 'বেদন' শব্দ শ্রুত হইয়াছে। মোক্ষের সাধন বা উপায়রূপে বিহিত 'বেদন' শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও উক্ত আছে,—'প্রযাজাদি যাগের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনও একবার করিবে, [তাহা দ্বারাইত] শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয়? (+) এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ

ত্রিবিধ, (১) প্রারব্ধ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে, যাহার ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে, এই দেহে যাহার ফল উপভুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ফল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই দেহের পতন হবে না, তাহার নাম (১) 'প্রারব্ধ কর্ম্ম'। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় আছে। সেই সকল কর্ম্ম (২) 'সঞ্চিত'। আর এই দেহে নূতন নূতন যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে সকল কর্ম্ম 'ক্রিয়মাণ' বা 'আগামী'। তন্মধ্যে, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর 'সঞ্চিত' কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম গুলি ভোগ শেষে ক্ষয় হয়।

(*) সিদ্ধং ত্বিতি। সিদ্ধংতু—সিদ্ধান্তস্তু ইত্যর্থঃ। যথা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। 'উপাসনশব্দাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ—'বেদনমসকৃদাবৃত্ত'মিতি। 'দর্শনাৎ'—লোকে দর্শনাৎ। নির্ব্বচনাৎ—শ্রুত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা। (১) ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি যাগ আছে, সে গুলি অন্য যাগের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। সেই প্রধান যাগটী করিবার সময় প্রযাজাদি যাগের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিতে হয়। "সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্ম একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিশাস্ত্রের অভিপ্রায় রক্ষিত হয়, বারংবার করা আবশ্যক হয় না। এই নিয়মানুসারে বিহিত কর্ম্ম একবার ভিন্ন দুইবার করিতে নাই।

নির্ব্বচনাচ্চে'তি তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি,—"নায়মাত্মা

(দূষণীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'বেদন' যে মোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত বেদনকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে—এক]। 'লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক। এইরূপে বারংবার অনুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক 'বেদনকে'ই 'ধ্রুবানুস্মৃতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (‡)।

(২২)। সেই এই (ধ্রুবা) স্মৃতিটীকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; দর্শনরূপতা অর্থ প্রত্যক্ষত্ব-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ," এ স্থলেও সেই কথা,—শাস্ত্র বলিলেন যে 'আত্মাকে জানিবে' কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, সুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই।

(‡) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ", এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, 'বেদন বা জ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা। উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্মৃতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে অন্য কোন জ্ঞান না হয়, এরূপভাবে) ও স্থিররূপে উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিধারা—স্মরণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই অপবর্গের মুখ্য উপায়—জ্ঞান নহে। ভাষ্যকার এই নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, 'বেদন' অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও মোক্ষের উপায় বলিয়া যে 'বেদন' কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আর যদি শঙ্করের মতানুসারে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত 'দ্রষ্টব্যঃ' এই বিধির আজ্ঞা পালন করা হয়, পুনঃ-পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন কি? এইরূপে পূর্ব্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই মোক্ষের প্রসিদ্ধ কারণ, এস্থলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রৌত নির্ব্বচন (যোগার্থ) হইতেও বুঝা যায়। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্ব্বক 'আস্' ধাতু ও 'যোগ' শব্দ একই অর্থের অভিব্যঞ্জক। যোগ যে মোক্ষের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং উপাসনাকেও মোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই। অতএব, উপনিষদের মধ্যেও যে যে স্থানে মোক্ষসাধন বলিয়া 'বেদন' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের 'উপাসনা' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, শাঙ্কর মতে, মোক্ষের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই যেরূপ জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে; রামানুজমতে তদ্রূপ উপাসনারই কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এমতেও সমস্ত উপাসনাই মোক্ষের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ উপাসনাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্” ইতি, [কঠ০ ২।২৩।মুণ্ড০ ৩।২।৩] অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা “যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য” ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইতি,
[গীতা, ১০।১০]।

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” ইতি চ।
[গীতা, ৭।১৭]।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-প্রিয়া যস্য, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাবাপন্না স্মৃতিকে [শ্রুতি] বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—‘এই আত্মাকে [কেবল] প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের অনুপায় (উপায় নহে) নির্দ্দেশ করিয়া ‘এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩)। [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [সুতরাং] ইনি (পরমাত্মা) যাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইঁহার প্রিয়তম হ’ন। এই প্রিয়তম (ব্যক্তি) যেরূপে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্ই বলিয়াছেন,—“[যাহারা আমাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া] প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।’ এবং ‘আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয়।’ অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য। অতএব শ্রুতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" [শ্বেতা০ ৩।৮]। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি," [নৃসিংহ-পূ০ ১।৬।]। "নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে।" [শ্বেতা০ ৬।১৫।]।

"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ!
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" ইতি।

[গীতা ১১।৫৩।৫৪]

এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি, "যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্" [ব্রহ্ম-সূ০, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে, তথাপি তস্যৈব বেদনস্য ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি-

---

স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অনুরূপ স্মৃতি নিজেও যাহার প্রিয় [হয়]; সে-ই পরমাত্মার বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই উক্ত হইল ॥

(২৪)। ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ভক্তি শব্দটী উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই অভিহিত হইয়া থাকে যে,—'তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে।' 'তাঁহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয়।' 'গমনের (তাঁহাকে পাইবার) অন্য পথ বিদ্যমান নাই।' [এই পর্য্যন্ত শ্রুতি গেল, এখন স্মৃতির কথা আরব্ধ হইল,] '[হে অর্জ্জুন!] তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে, সমস্ত বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না।'

'হে পরন্তপ! অর্জ্জুন! এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্যবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং (আমায়) প্রবেশ করিতে শক্ত হয়। 'হে পার্থ! কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।'

উক্ত প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ 'যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ' এই সূত্রে কথিত হইবে ॥

(২৫)। যদিও "বিবিদিষন্তি"-শ্রুতিতে যজ্ঞাদি (কর্ম্মসমূহ) বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসা-

শয়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্ত্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সর্ব্বাণ্যাশ্রম-কর্ম্মাণি যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়ানি। বক্ষ্যতি চ, 'আপ্রয়াণাৎতত্রাপি হি দৃষ্টম্। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১২] "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ"। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১৬] "সহকারিত্বেন চ" [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু॥ ২৫॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতের্বিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ, "তল্লব্ধি-বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব্বচনাচ্চ।" বিবেকাদীনাং স্বরূপঞ্চাহ, "জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্টাদন্নাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ"ইতি। অত্র নির্ব্বচনং,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইতি। বিমোকঃ—কামানভিষ্বঙ্গ ইতি। "শান্ত উপাসীত" ইতি নির্ব্বচনম্। আরম্ভণ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি। নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ইতি॥ ২৬॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অনুষ্ঠীয়মান, অভ্যাস দ্বারা লব্ধোৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং মরণকাল পর্য্যন্ত অনুগত সেই ধ্যানরূপ বেদনই ব্রহ্মলাভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত সমস্ত কর্ম্মই যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরে, 'মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [শ্রুতি] দৃষ্ট হয়।' 'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই (বিদ্যোৎ-পত্তি-) কার্য্যের নিমিত্তই [অনুষ্ঠেয়], যেহেতু [শ্রুতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয়।' 'বিদ্যার সহকারিরূপে [কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়]।' ইত্যাদিস্থলে [সূত্রকারও] এই বিষয় বলিবেন॥

(২৬)। বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন,—'বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ (ন+উৎ+হর্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ।'

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন না করার নাম 'বিবেক।' 'আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,' এই শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম 'বিমোক।' 'শান্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,' এই শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। কোন

(*) 'জাতিদুষ্ট'—কলঞ্জাদি। বিষাক্ত বাণদ্বারা নিহত পশুপক্ষীর মাংস ও শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলে। প্রমাণ,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং কলঞ্জঃ স্যাৎ, শুষ্কমাংসমথাপি বা।" 'আশ্রয়দুষ্ট'—আশ্রয়ের দোষে দূষিত অন্নকে 'আশ্রয়দুষ্ট' বলে; যেমন পাপীর অন্ন। 'নিমিত্তদুষ্ট'—কোন আগন্তুক কারণে দূষিত অন্নকে 'নিমিত্তদুষ্ট' কহে; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন।

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি। নির্ব্বচনং—ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। [বৃহদা০ ৪।৪।২৩]। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানাশকেন" (*) ইতি চ। [বৃহদা০, ৪।৪।২২]। সত্যার্জ্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি। নির্ব্বচনং—"সত্যেন লভ্যস্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইত্যাদি। দেশ-কালবৈগুণ্যাৎ শোক-বস্তাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জন্যং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনবসাদ ইতি। নির্ব্বচনং—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইতি। তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনুদ্ধর্ষ ইতি। অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ। নির্ব্বচনমপি—"শান্তো দান্ত" ইতি ॥২৭॥

এবং নিয়মযুক্তস্যাশ্রমবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষার নাম 'অভ্যাস'। এ বিষয়ে ভাষ্যকার নিজেই 'সদা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন,' এই স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন।

(২৭)। ক্রিয়া কি?—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। নির্ব্বচন—'এই ক্রিয়াবান্ [ব্যক্তি] ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' 'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্যা—অনাশক (ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন।' "কল্যাণ"—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (নিষ্ফল চিন্তা)। নির্ব্বচন—'এই বিরজঃ (নির্দ্দোষ বা দুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন', ইত্যাদি। 'অনবসাদ'—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্তু অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-মরণাদি বিষয়ের স্মরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌর্ব্বল্য এবং তজ্জন্য যে অপ্রসন্নতা, তাহা অবসাদ, তাহার বিপরীতভাব—'অনবসাদ'। নির্ব্বচন—'[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধর্ষ, তদ্বিপরীতভাব 'অনুদ্ধর্ষ'। অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নহে—বিরোধী (†)। নির্ব্বচনও আছে—'শান্ত দান্ত' ইত্যাদি।

(২৮)। উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকর্ম্মের দ্বারাই বিদ্যা-নিষ্পত্তি

(*) কামানশনমনাশকং, যত্তু ভোজননিবৃত্তিঃ, ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়তে এব ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

(†) দেশ, কাল প্রভৃতি সহায় সকল অনুকূল, এবং প্রিয়জনের অভাব-জনিত কোন দুঃখও নাই, এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, বিষয়ে গাঢ় প্রেমের ন্যায় তাহার সে অতি আহ্লাদও চিত্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে।

ভবতি। তথাচ শ্রুত্যন্তরং—"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং, স হ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" [ঈশোপ০ ।১১]। ইতি। অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কর্ম্ম। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা মৃত্যুং জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কর্ম্ম তত্ত্বা—অপোহ্য, বিদ্যয়া জ্ঞানেনা-মৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাঽ-বিদ্যা—বিদ্যেতরদ্ বিহিতং কর্ম্মৈব। যথোক্তং—

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া ॥"

[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি॥ ২৮ ॥

জ্ঞানবিরোধি চ কর্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি-ত্বেনানিষ্টফলতয়া উভয়োরপি পাপ-শব্দাভিধেয়ত্বম্। অস্য চ জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিবৃদ্ধিদ্বারেণ। পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—"এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি" [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাবগম্যতে। রজ-স্তমসোর্যথার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতি-পাদিতং "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্," [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা। অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম্ম নিরসনীয়ম্। তন্নিরসনং চ অনভি-সংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্ম্মেণ।৮.

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—'যিনি প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।' এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্মই 'অবিদ্যা'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। 'অবিদ্যা'—কর্ম দ্বারা 'মৃত্যু'—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূর্ব্বতন কর্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম করিয়া, 'বিদ্যা'—জ্ঞান দ্বারা 'অমৃত'— ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়'। ইহা ঐ শ্রুতির অর্থ। মৃত্যু-ত্রাণের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত 'অবিদ্যা' অর্থ—বিদ্যা-ভিন্ন,—বিহিত কর্ম্ম-মাত্র। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে, যথা—'জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাক্তন কর্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন।'

(২৯)। পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—সুতরাং অনিষ্ট-(যাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) ফলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্রুতিঃ,—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি। তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনভূতং জ্ঞানং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাপেক্ষম্ (১)। অতোঽপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানং, কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং, ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ব্ববৃত্তা বক্তব্যা ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন সম্পৎস্যন্তে। স্থিরতর (৩) ফল সাধনেতিকর্ত্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্ ঋতে কর্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাস্থিরত্বাত্ম-নিত্যত্বাদীনাং দুরববোধত্বাৎ।

(পাপ ও পুণ্য) 'পাপ'-শব্দের প্রতিপাদ্য (*)। জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তশুদ্ধি; পাপ তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী। 'ইনিই (ভগবান্ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন।' এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে। রজঃ ও তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্ই, 'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে' ইত্যাদিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞানলাভের জন্য পাপকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-দ্বারা [হয়]। এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, 'ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়।'

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত আশ্রম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ।

অতএব, অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জ্ঞাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই (কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার 'পূর্ব্ববৃত্ত' বলিতে হইবে।

(৩০)। আরও [কারণ,] মীমাংসাশাস্ত্র শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি [কারণগুলি] সমুৎপন্ন হয় না; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্ত্তব্যতা (†) অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক; তাহা না হইলে কর্ম্মের স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্বে নিত্যত্ব ও অস্থিরত্বে অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইয়া পড়ে।

(*) অভিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ম্মে যে চিত্তশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই; পুণ্য কর্ম্মও ঠিক্ সেইরূপ গুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায়।

(†) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আপেক্ষিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি? কিরূপ লোক তাহার অধিকারী ইত্যাদি। (১) কর্ম্মাপেক্ষমিতি কচিৎ। (২) ফলকত্ব ভিবে (খ) পাঠঃ।

এষাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিভ্যঃ, স চ তার্তীয়ঃ।(*) উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কর্ম্ম-সমৃদ্ধ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তান্যপি কর্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদ্গুণ্যাপাদনান্যেতানি, সুতরামিহৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কর্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সর্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাহুঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সর্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্", [ছান্দো০, ৬।২।১]। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," [মুণ্ড০ ১।১।৫]। "যৎ তদদ্রেশ্য-

---

শমাদি গুণ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ 'এ সকল কিসের অঙ্গ'? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার 'শ্রুতি-লিঙ্গ' প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কর্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে]। উদ্গীথাদি উপাসনা সকল কর্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধক, [অতএব কর্ম্মাঙ্গ] হইলেও ফলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কর্ম্মসমুদয়ও ফলানুসন্ধান-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হয়, এবং এই উদ্গীথাদি উপাসনাও সেই সকল কর্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা সুসংবদ্ধ। সেই উদ্গীথাদি উপাসনার যে, কর্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সর্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যাহা জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (†) যেহেতু,

শঙ্কর মতের সমালোচনা।

(*) এতত্ত্, দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থং, কর্ম্মমীমাংসোক্ত সকলন্যায়-সাপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মবিচারস্য। কর্ম্মমীমাংসায়াং প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদঃ কর্ম্মভেদকারণং শব্দান্তরাভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থ-ভেদ-প্রদর্শনেন পুরুষার্থৈঃ ক্রত্বর্থানাং প্রয়োগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—ক্রত্বর্থ-পাঠ-প্রবৃত্তিমুখ্যকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামান্যাতিদেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দ্দেশঃ, একাদশে দ্বাদশে চ তন্ত্র-প্রসঙ্গৌ নিরূপিতৌ। উক্তঞ্চ,—'ধর্ম্মধীর্মিতভেদাঙ্গ-প্রযুক্তি-ক্রম-কর্ত্তৃভিঃ। সাতিদেশ-বিশেষোহ-বাধ-তন্ত্রপ্রসক্তিভিঃ' ইতি।

(†) পশ্চাৎ উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথার সমর্থন করা হইতেছে।

মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৬]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি০ ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৯]। "যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"। [কেন০, ২।৩]। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ।" [বৃহদা০, ৩।৪।২]। "আনন্দো ব্রহ্ম", [তৈত্তি০ ৩।৬।১]। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", [বৃহদা০ ৪।৫।৭]। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা০ ৪।৪।১-৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,

---

'হে সোম্য! এ জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় সংরূপে ছিল।' (*) 'অনন্তর, পরা [বিদ্যা] বর্ণিত হইতেছে], যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন।' 'যিনি সেই 'অদ্রেশ্য'—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, 'অগ্রাহ্য'—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'অগোত্র'—বংশ অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, 'অবর্ণ'—স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম বা শুক্লাদিগুণ বর্জ্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন, হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্ব্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয় (বিকার-শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ; ধীরগণ, তাঁহাকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন।' 'ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ।' '[ব্রহ্ম] নিষ্কল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ)।' 'যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, [বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন। আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন]।' (†) 'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে যত্ন করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না।' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।' 'এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ।' 'ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,'

(*) উদ্দালক মুনি, পুত্র—শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শান্তশীল, এই যে বিশাল জগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

(†) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত, মনীষিগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এজন্য, তাঁহারা মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে যখন জানা যায় না, তখন তিনি আমাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষয়ীভূত নহেন। আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন করে নাই; সে তাঁহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া 'ব্রহ্ম জানিয়াছি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।

তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা০ ৪।৫।১—৫]। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" [ছান্দো০, ৬।১।৪]। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" [তৈত্তি০, ২।৭।১]। "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১]। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৩]।
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্॥ [বিষ্ণু পু০, ১।২।৬]।
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃপতে!
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ॥

'যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শনকরে; কিন্তু, যে অবস্থায় সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? এবং কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে?'। 'বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য, কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' 'জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয়।' 'স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম্ম (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাব) হয় না, যেহেতু সর্ব্বত্র—[নির্ব্বিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়]।' '[স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু] কিন্তু, কেবলই মায়াময়; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না॥'

(৩২)। [নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] 'যাহা ভেদরহিত, কেবল সত্তাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত॥' 'বস্তুতঃ' নিতান্ত নির্ম্মল, 'জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—বিষয়াকারে অবস্থিত হন॥' 'হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অন্য কিছুই নাই। তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অযোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ [পৃথক্] দর্শন করিতেছে।' 'অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু এরূপ) মনে করায় মোহান্ধকারে ভ্রমণ করে॥'

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।৫।৩৮-৪১]
তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ ॥
বেণুরন্ধ্র-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ।
অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পু০,২।১৫।৩১-৩২]
যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিব-সত্তম !
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ [বিষ্ণু০, ২।১৩।৮৫]
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদ্-
আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)
ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যঃ,
তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।(ণ) [বিষ্ণু পু০, ২।১৬।২৩-২৪]
বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৯৪]
অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। [গীতা, ১০।২০]
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। গীতা, ১৩।২]
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্। [গীতা, ১০।৩৯]

ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপরৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যং, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

'হে পরমেশ্বর, কিন্তু, যাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাভিজ্ঞ, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন॥' 'যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু)। অতএব, দ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞ নহে॥' 'যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া 'ষড়্জ' প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয়; পরমাত্মায় এই (ভেদও) সেইরূপ॥'

(*) "একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ" ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্।

(+) "স চাপি জাতিস্মরণাপ্ত-বোধঃ, তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ" ইত্যুত্তরার্দ্ধম্।

মিথ্যাত্বং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্ব্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বম্। যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্। এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদং সর্ব্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা।

'হে পার্থিবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে; তাহা হইলে, 'এই আমি' এবং 'অমুক অন্য' এইরূপ বলিতেও পার।' 'সেই আমি' 'সেই তুমি' এবং 'সে', এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ। [অতএব] ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর॥' 'তৎকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন॥' 'ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসৎ বা অবিদ্যমান ভেদ সমুৎপাদন করিবে?॥'

'হে গুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন,) আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি)॥' 'হে ভারত, (অর্জ্জুন,) আমাকে সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে॥' 'আমি বিনা থাকিতে পারে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এরূপ কোন ভূত নাই॥'

বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গম্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায়। (§) যেমন,—রজ্জু-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয়। এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও স্থাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাত্বং নামেতি। অত্র দণ্ডাদি-নিবর্ত্ত্য-ঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'জ্ঞান'-পদং। তথাপি, ঈশ্বরাদীনাং সকলবস্তু-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় 'মাত্রার্থো বিবক্ষণীয়ঃ,। তথাচ, যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্ত্যত্বমিত্যর্থঃ। প্রবলতর-ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে সত্যরজতাদৌ ,অতিব্যাপ্তি-বারণায় 'যথাবস্থিত'-পদং। যথাবস্থিত জ্ঞান-পদয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব শঙ্কাপরিহারায় চ 'বস্তু' পদং, অন্যথা ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, যতস্তত্র, বিষয়স্যৈবাযথাবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব। জ্ঞানপ্রাগভাবে ব্যভিচার-বারণায় "প্রতীয়মানত্ব-পূর্ব্বক'-পদং। অত্র 'জ্ঞাননিবৃত্তত্ব' মিত্যনুক্ত্বা-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং ইত্যুক্ত্যা যোগ্যত্বং বিবক্ষিতং। ততশ্চ, কদাচিৎ যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জু-সর্পাদেঃ অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সত্ত্বাৎ নাব্যাপ্তিশঙ্কা। (†) বিবিধেতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(‡) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

(§) রজ্জু সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটী মিথ্যা; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই 'এটা সর্প নহে, রজ্জু' এই যথার্থ রজ্জু জ্ঞান হইবামাত্র বাধিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা।

"অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্।"
[ছান্দো০, ৮।৩।১-২]।

"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।"। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। [শ্বেতাশ্বং ৪।১০]। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" [গৌড়পাদঃ, ৩।২৫]। "মম মায়া দুরত্যয়া"। [গীতা ৭।১৪]। "অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা

(দোষ-কল্পিত বলিয়াই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা। (ব্রহ্মের) স্বরূপাবরক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সৎ ও অসৎ-রূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) 'দোষ'-পদ বাচ্য। (*)

'অনৃত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও মিথ্যা তাহার আবরণ।' (†) 'সে সময় (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপর্য্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিন্মাত্র ব্রহ্মে যে, এই 'জগৎ'-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক। সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অগ্রেই তাহার স্বরূপটী আবৃত করে, পশ্চাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে। তন্মধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে 'আবরণশক্তি' এবং সেই আবৃত বস্তুতে অন্য বস্তু প্রদর্শনের শক্তিকে 'বিক্ষেপশক্তি' বলে। "বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।" এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, 'বিক্ষেপশক্তি'-প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'সদসদনির্ব্বচনীয়'কথার ভাব এই যে,—অবিদ্যা যদি সৎ—যথার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সৎ—অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও উহার নিবৃত্তি বা অন্যথাভাব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। অতএব, অবিদ্যাকে 'সৎ' বলা যায় না; পরন্তু 'অসৎ'ও বলা যায় না। কারণ, অসৎ অর্থ—যাহা কিছুই নহে। অশ্ব-ডিম্ব ও আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কোন অসৎ পদার্থেরই কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অশ্বডিম্ব কখনও অশ্বশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুসুম কখনও গন্ধ বিতরণ করে না। অতএব, অবিদ্যা অসৎ হইলে সেও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসৎ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং, অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে,—অনির্ব্বাচ্য। সেই অবিদ্যা আবার 'অনাদি', অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি) নাই বা নিরূপণ করা যায় না। অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও দৃশ্যমান জগতেরই তুল্য, সুতরাং, তাহার পক্ষে "অবিদ্যা সর্ব্বকারণম্" একথা চলিতেই পারে না। পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়।

(†) ইহার অনুরূপ ভাব 'ঈশোপনিষদে' উক্ত আছে,—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" অর্থাৎ 'হিরণ্ময় বস্তু যেরূপ স্বীয় উজ্জ্বলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবুধ্যতে।" [গৌড়°, ১।১৬], ইত্যাদিভির্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যয়া সদসদনির্ব্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং পশ্যতীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্,—

"জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ অশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতানি ॥ (*)
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।
তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)
[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯]।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গূঢ় ছিল।' (‡) 'মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান কারণ) এবং মায়াবান্‌কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ইন্দ্র অর্থাৎ ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।' 'আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া'। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়া, অনাদি অবিদ্যা বা মায়ায় আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—'যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু (জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের স্ফুরণমাত্র জানিও॥' 'কিন্তু, যখন সর্ব্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত), নির্দ্দোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বিবর্জ্জিত জ্ঞান উদিত হয়, তখন, নিশ্চয়ই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর কোথাও প্রকাশ পায় না॥'

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচয় অসৎ হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসৎ বাহ্য বস্তুকে এখানে 'হিরণ্ময় পাত্র' বলা হইয়াছে। এবং 'সত্য' শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথচ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে যেরূপ লোক-লোচন-গোচর হয় না, সেইরূপ বাহ্য জগতের চাকচিক্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পতিত হন না।

(*) বিবিধং জ্ঞায়তে অনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞান'-শব্দেন 'অবিদ্যা' অভিধীয়তে। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) সৎ-সমস্তাৎ কল্প্যতে অনেনেতি সংকল্পঃ—অবিদ্যা।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যাহা অভিব্যক্ত—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সৎ, আর তদ্বিপরীত সমস্তই অসৎ। এই প্রাকৃত নিয়মানুসারে অভিব্যক্ত স্থূল কার্য্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য, সুতরাং সৎ; আর অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া 'অসৎ'। ফল কথা, 'সৎ' অর্থ কার্য্য, আর 'অসৎ' অর্থ কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কার্য্য ছিল না, সুতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটী পরস্পর সাপেক্ষ, কোন কার্য্য না থাকিলে 'কারণ' বলা যায় না, আবার কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে 'কার্য্য' বলা চলে না। এজন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ, অসৎ, উভয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে 'তমঃ' অর্থ অজ্ঞান। কারণ, অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ! বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তৈ র্বহুধাঽভ্যুপেতম্ ॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥"

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিদ্যায়া নির্বিবশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং বদন্তি,—

"ন পুনর্ম্মৃত্যবে, তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি। [ছান্দো°, ৭।২৬।২]। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।" [তৈত্তি°, ২।৭।১]। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য

'হে দ্বিজ, অতএব, বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কর্ম্ম-ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে॥' '(অতএব) বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সর্ব্ববিধ লোভাদিসম্বন্ধ-রহিত, 'সদাএক' (জন্ম-জরা ও (*) বৃদ্ধ্যাদি বর্জ্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাসুদেবই সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক্ আর কিছু নাই॥' 'জ্ঞানই সত্য, অন্য সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সৎ-তত্ত্ব আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। আর এইযে, জগদ্ব্যাপী সর্ব্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষয়েও তোমার (সেই নিয়মই) উক্ত হইল॥'

(৩৪)। (নিম্নোদ্ধৃত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। (শ্রুতি বাক্য যথা—,)

'পুনর্ব্বার 'মৃত্যু' বা অবিদ্যা-লাভের জন্য সেই একত্ব দর্শন করে না; (জীবও ব্রহ্মের) একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না।' 'এই জীব, যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিরুক্ত (নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয়।' 'সেই সর্ব্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রন্থি সকল ভাঙ্গিয়া যায়,

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিদ্যারহিত, বিমল অর্থ—অবিদ্যাকৃতভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পদে ভেদজ-শোক-লোভাদি বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" [মুণ্ড০, ২।২।৮]। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। [মুণ্ড০, ৩।২।৬]। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ," [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র 'মৃত্যু'-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে। যথা সনৎসুজাত-বচনম্;—

"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি" ইতি। (*) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০,২।১।১]। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি- শোধক- বাক্যাবসেয়- নির্ব্বিশেষস্বরূপ- ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। "আত্মেত্যেবোপাসীত", [বৃহদা০, ১।৪।৭]। "তৎ ত্বমসি", [ছান্দো০, ৬।২]। "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে!" "তদ্যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্" ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (†) 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন।' 'তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অন্য পথ নাই—।' ইত্যাদি।

এস্থলে যে 'মৃত্যুমেতি' কথা আছে, তাহার 'মৃত্যু'-শব্দে 'অবিদ্যা' অর্থ কথিত হইয়াছে। দেখ, 'সনৎসুজাতগ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে,—

'সর্ব্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি 'মৃত্যু' বলি; [আর] সর্ব্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] 'অমৃতত্ব' বলি।' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অনুভূতি) ও আনন্দস্বরূপ।' [ব্রহ্মে] বিশেষভাব-প্রতিষেধক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবর্ত্তক]। [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] 'অমুক (উপাস্য) অন্য,' এবং 'আমি অন্য,' এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চ্চনা করে, সে জানে না।' '[উপাস্যকে] 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে।' 'তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন ('অসি')।' 'হে ভগবতি দেবতে!

(*) 'প্রমাদং বৈ' ইত্যতঃ প্রাক্ "মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং", ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণস্য মোহস্য মৃত্যুত্বং পর-মতত্বেনোপন্যাস্য ইহ তু স্বমতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্। প্রমাদঃ—যথাবৎপ্রতিপত্তি-রন্যথাপ্রতিপত্তিশ্চ। তত্র চ আত্ম-বিষয়েঽনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহস্যাপি হেতুরিত্যতস্তন্মূলভূতাবিদ্যৈব 'প্রমাদ'-শব্দেন বিবক্ষিতা, সৈব মৃত্যুরিত্যাশয়ঃ।

(†) ২০ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে এই শ্রুতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সূ০, ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, 'আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ, সর্ব্বস্য তন্নিষ্পত্তে'রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য সকারণস্য বন্ধস্য নিবৃত্তির্যুক্তা ॥৩৪॥

ননু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজন্য-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা 'রজ্জুরেষা, ন সর্পঃ' ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োর্বিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োর্বিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্ব্বোত্তরয়োর্দুষ্টকারণ-জন্যত্ব-তদভাবাভ্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক।' 'অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।' ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান' সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং '[উপাসকগণ] 'আত্মা' বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।' এই ব্রহ্ম-সূত্রেও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—'আত্মা' এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে হেতু এ সমস্তই তাহাতে নিষ্পন্ন বা কল্পিত।' এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বন্ধন ও তৎকারণ (অবিদ্যা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত ॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপদেশমাত্রে তাহার নিবৃত্তি ত প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর],—'এটা রজ্জু,—সর্প নহে', এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-দ্বয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে বহুৎ বৈষম্য আছে]। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণদ্বয়ের বিরোধেইবা বাধ্য-বাধকভাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটী দুষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্ত্তী বাধক-জ্ঞানটী অদুষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হয়]। তাহা হইলে, অদ্বৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ বোধ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুই কেবল প্রতিকূল উপদেশমাত্রে বাধ হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু 'সৎ' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বলবান্ প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি ন কারণং, জ্বালা-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দ্দাযোগাৎ, তত্র হি জ্বালৈক্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে। এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে 'সৎ'—'মিথ্যা নহে' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; সুতরাং কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। যেহেতু, 'শব্দ'-অপেক্ষা 'প্রত্যক্ষ'প্রমাণ বলবান্। অতএব, 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব'-জ্ঞানে দ্বৈত-জ্ঞান কখনও বিধ্বস্ত হইতে পারে না। এ কথার উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা, যদি অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অনুচিত হয়, তবে, 'এটা সর্প নহে—রজ্জু'; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ; আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলীভূত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলিতেছে—'এই জগৎ সৎ', আর শাস্ত্র বলিতেছে—'না—জগৎ মিথ্যা'। সুতরাং, অদ্বৈতোপদেশে ভেদ-নিবৃত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিবৃত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

ভাল, 'রজ্জু-সর্প' স্থলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজ্জুজ্ঞানে পূর্ব্বতন সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার, চক্ষুঃ-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়ং-সময় প্রভৃতি কতক গুলি দোষ আছে, যাহাতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও বাধ্য; আর, পরবর্ত্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে উহা সত্য ও বাধক। জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না— এ কথাও বলা চলে না,—কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অদ্বৈতবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না, বরং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং 'রজ্জু-সর্প'-দৃষ্টান্ত অনুচিত হইতে পারে না॥

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতাদি [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার প্রভেদ-জ্ঞাপক অনুমান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ্ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ্ বাধকমিতি সর্ব্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য- নির্ব্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাবাব-বোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বন্ধ-নিবৃত্তির্যুক্তৈব। (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্যানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিদ্যাখ্যো দোষঃ ॥৩৬॥৮

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অন্যথা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য; আর, যাহা অনন্যথা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অন্যত্র যাহার বিষয় বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক। ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্ব্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকা সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিষ্ফলত্ব শঙ্কাও নাই।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিদ্যা-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে।

(*) সাবকাশত্বাদন্যথাসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং, 'অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশং' ইত্যনন্তরোক্তেঃ। অত্র চ, বিষয়ান্তরসত্ত্বেন অপ্রামাণিককোটি-প্রবেশো বা সাবকাশত্বম্। তেন চ, বোধ্যাপিতার্থবিষয়-প্রমাণান্তরেণাপি সম্ভাবিতোৎপত্তিকত্বম্ অন্যথাসিদ্ধত্বম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণবাধেনাপি সম্ভবদুৎপত্তিকত্বমিত্যাশয়ঃ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধত্বং নাম, তদর্থ-প্রমাণতাং বিনাঽনুৎপত্তিকত্বং—বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাধেনানুৎপত্তিকত্বমিতি যাবৎ, তদপি অনবকাশত্বাৎ। অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরালাভাৎ অপ্রমাণ-কোটি-নিবেশাভাবো বা। অতশ্চ, অপ্রমাণকোটি-নিবেশাভাব-বিষয়ান্তরালাভাবাভ্যাং বিরুদ্ধার্থোপস্থাপক-প্রমাণবাধেনানুৎপত্তিকত্বমিত্যাশয়ঃ। ইতি শ্রুত-প্রকাশিকা।

(‡) "তস্মাৎ" অন্যথাসিদ্ধত্বানন্যথাসিদ্ধত্বরূপেণ বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকত্বাদিত্যর্থঃ। অনাদীত্যাদি, অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ত্বাদনাদি-নিধনম্। তদুক্তং—"অনাদি-নিধনা হ্যেষা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।" ইতি। "অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং যদক্ষরম্।" ইতি চ। নিত্যেত্যাদি,—অত্র নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্। শুদ্ধত্বং—অবিদ্যাশূন্যত্বম্। তস্মাদেব, মুক্তত্বং—অবিদ্যা-নিবন্ধন-জন্মাদিরাহিত্যম্। বুদ্ধত্বং-বোদ্ধৃত্বম্। পুনশ্চ, 'স্বপ্রকাশত্বং'—অপরার্থ-স্বপ্রকাশত্বম্। চিন্মাত্রেতি 'মাত্র'পদং চিতঃ স্বেতরধর্ম-নিরাসার্থম্। উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ ঐক্য-বোধেনেত্যর্থঃ। বিকল্পঃ—বিবিধঃ জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদিভাবেন কল্পঃ—বোধঃ।

নমু, অনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দ্দোষস্যাপি শাস্ত্রস্ত "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-কামো যজেত," ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, "পূর্ব্বাপরাপচ্ছেদে পূর্ব্বশাস্ত্রবৎ" মোক্ষশাস্ত্রস্য নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব। বেদান্তবাক্যেষ্বপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যায়ঃ, নিগু´ণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ।

নমু চ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৬]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ," [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং ? নিগু´ণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্", [বৃহদা০, ৩।৮।৮]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি০, ২।১।১]। "নিগু´ণং নিরঞ্জনং", [শ্বেতা০,৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরস্তসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্যং প্রতিপাদয়ন্তি, ইতরাণি চ সগুণম্। উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

---

(৩৭)। ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দ্দোষ—'স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা দ্বৈত-সাপেক্ষ। [উত্তর,] পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীর মধ্যে 'অপচ্ছেদ' বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব্ব শাস্ত্র দুর্ব্বল হয়, তেমন নিরবকাশত্বপ্রযুক্ত মোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র] বাধিত হইবে। আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক, তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য ; কারণ, পরব্রহ্ম নিগু´ণ, [তাহার সম্বন্ধে গুণ-বিধান সত্য হইলে নিগু´ণ বাক্যগুলি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে]।

ভাল, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ববিৎ।' 'ইঁহার (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'তিনি সত্যাভিলাষ ও সত্যসঙ্কল্প (সংকল্প-সিদ্ধ)।' ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতি পাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বাধা হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগু´ণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে [বাধা হইবে]।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—'ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে'। 'ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', এবং 'নিগু´ণ ও নিরঞ্জন' ইত্যাদি বাক্যনিচয় সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ভাব-বিরহিত-নিত্য-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে। উভয় প্রকার (সগুণ-নিগু´ণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত 'অপচ্ছেদ'

ছনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নির্গুণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষত্বেন পরত্বাদ্ বলীয়স্ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

নমু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ প্রতীয়ন্তে ? নেত্যুচ্যতে, সামানাধিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতেঃ। (+)

ন্যায়ানুসারে নির্গুণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিষেধক ঐ সকল বাক্য গুণ-সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্ত্তী। অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না। (‡)

(৩৮)। ভাল, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতীত হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামানাধিকরণ্য বা পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে। (§)

(*) অত্র 'কূটস্থবং' নির্ব্বিকারবং, কূটবং নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে" ইতি পদব্যাখ্যেঃ।

"উভয়বিধ...অপহীনং"। অয়মাশয়ঃ,—সত্যেব নিষেধ্য-বিষয়ে নিষেধঃ প্রবর্ত্ততে, অসতি তু নৈব নিষেধঃ সংগচ্ছতে। ততশ্চ, প্রাক্ সগুণ-বাক্যেষু গুণোপদেশাভাবে, গুণ-প্রতিষেধপর-নির্গুণবাক্যানাং নির্ব্বিষয়ত্বং প্রসজ্যেত ; প্রাক্প্রসক্তস্যৈব নিষেধ্যত্বাৎ। অতো নিষেধ্য-গুণসাপেক্ষত্বেন নির্গুণবাক্যানাং পরত্বং, পরত্বাচ্চ বলীয়স্ত্বম্। সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্বাৎ অবৈয়র্থ্যং, অতঃ সুষ্ঠুক্তং "ন কিঞ্চিদপহীনমিতি।"

(+) 'নমু...প্রতীতেঃ।" অত্র 'চ'-কারঃ দোষ্যান্তরসমুচ্চয়ার্থকঃ। 'সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ' ইতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ; সত্যত্ব-জ্ঞানত্বাদয় ইত্যর্থঃ। "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে" ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্ব-পর-'দ্ব্যেক'শব্দবৎ, অন্যথা 'দ্ব্যেকেষু' ইতি স্যাৎ।

সামানাধিকরণ্যং হি "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্য"মিত্যুক্তলক্ষণম্। সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যস্য, তত্ত্বমিত্যাশয়ঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, 'অপচ্ছেদ' কথাটী পূর্ব্বমীমাংসায় পরিভাষিত। তাহার ভাব এই,—অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও যজমান, এই কয়জন যজ্ঞীয় পুরুষ পরপর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গমন করিবে। তন্মধ্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্ত, ক্রমে যদি একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, পরবর্ত্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নির্গুণ-বোধক বাক্যেও ঠিক সেই নিয়ম,—'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিতেছে, আর "সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ" এবং 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইত্যাদি বাক্যনিচয় তাঁহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে। যদি এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নির্গুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সকল পূর্ব্ববর্ত্তী, আর নির্গুণ-বাক্যসকল পরবর্ত্তী। নিষেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না ; প্রথমে সগুণ-বাক্যে ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নির্গুণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নির্গুণবাক্যের অবতারণাই অসঙ্গত হইত। পক্ষান্তরে, সগুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য থাকিলে নির্গুণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্ব্বিষয়, সুতরাং উল্লেখ-যোগ্যই হইত না। "পূর্ব্ব-পরয়োঃ পরবিধির্বলবান্", এই নিয়মানুসারেও সগুণ অপেক্ষা নির্গুণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

(§)। বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্ব্বত্র সামানাধিকরণ্য হয় না। কারণ, তিন শ্রেণীর শব্দ দৃষ্ট হয় :— (১) কতক গুলি শব্দ আছে, তাহারা বিশেষণই হউক, আর বিশেষ্যই হউক, কখনই বিভিন্ন অর্থ বুঝাইয়

অনেকগুণ-বিশিষ্টাভিধানেঽপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভিধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ। একার্থত্বং নাম—সর্ব্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্টপদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ, (*) ততশ্চৈকার্থত্বং ন সিধ্যতি। এবং তর্হি, সর্ব্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ, অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ। একার্থাভিধায়িত্বেঽপি অপর্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,] এই 'দেবানাংপ্রিয়' (†) অর্থাৎ মেষ বা পশু, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না। [কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদ গুলির অর্থৈক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থবোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, (‡) কাজেই 'একার্থত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না। [শঙ্কা—] এরূপ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতিপাদন

না। যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি। এ সকলের কখনও সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। (২) কতকগুলি শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই ভিন্নার্থবোধক হয় না। যেমন,—ঘট, কলস, কুম্ভ প্রভৃতি। ইহাদেরও সামানাধিকরণ্য হয় না। (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে ভিন্নার্থবোধক হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থই বুঝায়। যেমন, 'গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ,' এস্থলে 'গৌরবর্ণ' ও 'যুবা' এই বিশেষণ দুইটী পরস্পর ভিন্নার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-'পুরুষ'কেই বুঝাইতেছে। এজন্য, এস্থলে 'একার্থ-বৃত্তিত্ব'-রূপ সামানাধিকরণ্য হইল। 'সত্য জ্ঞানাদি' স্থলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও প্রধান-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হইতেছে; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত সামানাধিকরণ্যের বিষয় হওয়ায় একার্থ-প্রতিপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

(*) সর্ব্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যস্যেত্যর্থঃ। পৃথক্‌পৃথগর্থে পর্য্যবসায়িনাং পদানামেকপ্রধানার্থাভাবাৎ অর্থৈক্যং ব্যধিকরণবাক্য এব, সমানাধিকরণবাক্যে তু পদানামেবৈকার্থপর্য্যবসায়িত্বমুক্তং ভবতি। অত্র চ ব্যতিরেকেণ বিশেষ্যাভেদে বিশেষণাভেদশ্চ ভবতীত্যুক্তং ভবতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)

(†) "দেবানাং প্রিয়" কথাটি মূর্খত্ব-জ্ঞাপক ও বিদ্রূপাত্মক। ইহার অর্থ—মেষ বা পশু। কারণ, সাধারণতঃ যজ্ঞে মেষ ও অন্যান্য পশু দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পশু-বলি দ্বারা দেবগণের বহুবিধ তৃপ্তি হয়।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটী মাত্র পদ বিশেষ্য, অপর গুলি তাহার বিশেষণ হয়। যদিও সেই বিশেষণ গুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু, ফলতঃ তাহারা একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে। ইহাকেই 'একার্থত্ব' বলে। যেমন,—'শুক্লবর্ণ, সুগন্ধি ও সুরস ফল,' এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হউক, তথাপি, এ স্থলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র ফলকেই বুঝাইতেছে। এইরূপ, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম', ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু, আর অন্য অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ায় 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়াদেকস্যৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থ-বিরোধি-প্রত্যনীকপরত্বেন সর্ব্বপদানামর্থবত্ত্বমেকার্থত্বমপর্য্যায়তা চ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-বিরোধিরূপম্। তদ্বিরোধিরূপং সর্ব্বমনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদস্যতে।(*) তত্র 'সত্য'-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরং, 'জ্ঞান'-পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্, 'অনন্ত-'পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্য্যায়তা বা সমানার্থতা হউক ? [উত্তর,—] একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্য্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয় ; সেই নিশ্চয়-বলে সেই একটী অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়, তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্থ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্য্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাঁহার স্বরূপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাঁহা হইতে] পৃথক্ করিয়া দিতেছে। (†) তন্মধ্যে, 'সত্য' পদটী, বিকারশীল (সুতরাং) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।" অর্থাৎ আনন্দ, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যত্ব, এই তিনটী ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয়।

পক্ষান্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ 'সত্য' 'জ্ঞান' প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যদি ব্রহ্মের সহিত অন্বিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—'সত্য-ব্রহ্ম, জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম।' কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমন একটী বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নাকারে প্রতীত হয়। এই নিমিত্তই (কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(*) "লক্ষণতঃ" অত্র 'লক্ষণ'-পদেন স্বরূপ-লক্ষণমেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্। এতেন ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেন শক্তিতা যে ভেদ-পরা বোধাঃ, তদ্দোষ-পরিহারার্থং ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোঽস্য শোধক-পদত্রয়স্য ব্যাবৃত্তিপরত্বং সমুচিতমিত্যায়াতম্। সত্যাদি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরমেব, অত একার্থং, দ্যুতানত প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং "ফলত" ইতি।

অত্র যদ্যপি, সত্যাদীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃত্তির্ভবিতুমর্হতি, তথাপি ব্রহ্মণি শক্তিতস্তেতর-পদার্থগত-বিরোধিত্বৈকেন পদেন বারয়িতুমশক্যত্বাৎ পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্।

(†) ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ। নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি 'স্বরূপ-লক্ষণ,' যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। আর, যে লক্ষণ আগন্তুক—চিরস্থায়ী বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী নহে, তাহা "তটস্থলক্ষণ", যেমন,—জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি। এখানে 'লক্ষণ' অর্থে 'স্বরূপ-লক্ষণ' বুঝিতে হইবে,—'তটস্থ-লক্ষণ' নহে। কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, সুতরাং শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ-

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ব্যাবৃত্তপরম্। ন চ ব্যাবৃত্তি-র্ভাবরূপোঽভাবরূপো বা ধর্ম্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব। যথা (শৌক্ল্যাদেঃ কার্ষ্ণ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তত্তৎপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্ম্মান্তরম্।) এবমেকস্যৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থ-মপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নির্ধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং ভবতি। এবং (‡) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। 'জ্ঞান'-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্গ হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, এবং 'অনন্ত' পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে।

'ব্যাবৃত্তি' পদার্থটা [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম্ম নহে,—প্রত্যুত, অপর সর্ব্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ]। শুক্লত্বাদি গুণ দ্বারা কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃত্তি হয়, সেই ব্যাবৃত্তিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম্ম নহে। (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে [ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ব্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববিধ বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদ রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সান্ত পদার্থ সকলের 'ব্রহ্মত্ব' ব্যাবৃত্ত বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

(*) স্বমতে প্রভাকর-মতে চ ভাবরূপো ধর্ম্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ অভাবরূপো বেতি। পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবর্ত্ত্যনিরাকরণেন অনন্তাদি-পদানাং সপ্রয়োজনত্বমতি, তস্মাচ্চ পদানাং পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা নিরস্তা। অর্থবত্তরং ইতি 'তর'-প্রত্যয়েন শৌক্ল্যাদি-দৃষ্টান্তাদপ্যত্র প্রয়োজনাধিক্যং সূচিতং; পরোক্ষে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাধিক্যমিত্যাশয়ঃ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানুগৃহীতত্বাৎ অস্য বাক্যস্যেত্যাশয়ঃ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যৈকার্থত্বেন শোধক-বাক্যান্তরৈকার্থ্যেন চ হেতুদ্বয়েন স্বরূপমাত্রপরত্বমুপপাদ্যতে। "এবং,—" বাক্যস্য নির্ব্বিশেষ-পরত্বেন নির্ব্বাহে সত্যেব ইত্যর্থঃ।

(§) 'ব্যাবৃত্তি' অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, 'শুক্লপদ্ম' বলিলে 'নীলপদ্মের' নিবৃত্তি বা বারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রভাকর (মীমাংসক) ও নিজের মতে ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, 'এটা রজত নহে—শুক্তি,' এ স্থলে রজতের যে ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তি শুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মে যে অসত্যত্ব, অজ্ঞানত্ব ও সান্তত্বের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্," [ছান্দো০, ৬।২।১] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যং, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," [তৈত্তি০ ৩।১।১]। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," [ঐত০, ১।১।] ইত্যাদিভির্জগৎকারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি০, ২।১।১] ইতি।

তত্র (*) সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্ব্বেষু সজাতীয়-ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্। (†) অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা "নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন হইলেই, 'হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সৎই ছিল', ইত্যাদি বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের] সমানার্থত্ব রক্ষা পায়। [তাঁহার পর,] 'যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে, [তিনি ব্রহ্ম]।' 'হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সৎই ছিল।' 'এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা] নির্দ্দেশ করিয়া এখন, তাঁহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।'

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম হইলে) 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়' (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে। কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটী গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা সহ্য করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্য এবং তাঁহার গুণ অন্য, এইরূপেও ভেদ (দ্বৈত) স্বীকার করে না; নচেৎ '[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নির্গুণ', ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) 'তত্র'—কারণবাক্যৈকার্থ্যেঽপেক্ষিতে ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

(†) "সদেব" "একমেব" ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্ত্তকাবধারণ-সমভিব্যাহৃতত্বাৎ ইদং 'অদ্বিতীয়'-পদং গুণদ্বারাঽপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ইত্যভিসন্ধিঃ।

(‡) কোন এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন শাখান্তরীয় উপনিষদে উক্ত না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য করা হয়, তাহাকে 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়' বলে।

নিগু´ণম্’’ ইত্যাদিভিশ্চ বিরোধঃ। অতশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমখণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

নন্থু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তুস্বরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য্য-বৃত্তের্বলীয়স্ত্বাৎ। সামানাধিকরণ্যস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বসম্মতম্ ।

নন্থু চ, সর্ব্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা? সমভিব্যাহৃত-পদসমুদায়স্যৈতৎ তাৎপর্য্যমিতি নিশ্চিতে সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং (*) সর্ব্বেষাং বা তদবিরোধায়ৈকস্যেব লক্ষণা ন দোষায়।

হয়। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অখণ্ড, এক-রস অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপেই [ব্রহ্মকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] ‘লক্ষণা’ করা হয়? (†) না,— এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্য্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, সামানাধিকরণ্যের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য্য, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্য্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াত্মক বাক্যের যখন, ‘ইহাই তাৎপর্য্য’ এইরূপ [তাৎপর্য্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে।

(*) দ্বয়োরিত্যাদি। অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিস্বীকারে প্রযোজকৌ, নতু পদানামেকত্ব-দ্বিত্বাদিকমিত্যাশয়ঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধাবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’। যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্য্যের অবিরুদ্ধ অন্য একটী অর্থ যাহা দ্বারা বুঝায় হয়, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে। যেমন ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপল্লী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপল্লীর গঙ্গা-জলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা ‘গঙ্গা’ শব্দে তাহার সন্নিহিত তীর অর্থ বুঝিতে হয়। বলা আবশ্যক যে, মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা অতীব দোষাবহ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্ব্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব্ব-কার্য্য-এব 'লিঙাদের্মুখ্যবৃত্তত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে; কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিত এব মুখ্যোঽর্থ ইতি ক্রিয়া-কার্য্যান্বিত-প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব। অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্ব্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দ্দোষত্ব] স্বীকার করিয়া থাকেন,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিষ্পাদক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন। কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ্' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব্ব। সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায়। আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইয়া নিজ-নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব্ব-কার্য্য-সম্বদ্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অনুষ্ঠেয়-কার্য্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক। (§) অতএব, বাক্যের তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্য সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না। অতএব, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ॥

(*) বাক্যস্য প্রধান-প্রতিপাদ্যভূত কার্য্যার্থসমর্পক-পদস্য লাক্ষণিকত্বাৎ অন্বিতাভিধায়িনাং লক্ষণা স্যাদেব, ইত্যত আহ কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি।

(†) পদানামন্বিতাভিধায়িত্বেন কারক-পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিতাভিধায়িনাং তদন্বিত এব মুখ্যোঽর্থঃ, ইতি তদন্বয়-ত্যাগে লক্ষণৈব, ইত্যাহ কার্য্যান্বিতেত্যাদি।

(‡) 'অতঃ'—সর্ব্বপদ-লক্ষণায়া যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈশ্চাঙ্গীকৃতত্বাদিত্যর্থঃ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসকগণ বলেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।" অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ। সুতরাং, তাঁহাদের মতে বুঝিতে হইবে যে, "কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং," ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে ফলে-ফলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা পুনশ্চ বলিলেন,—'বিধিনা ত্বেক-বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।" অভিপ্রায় এইযে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই ; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই 'স্তাবক'রূপে সফল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

লক্ষণাঽপি ন দোষঃ। অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বমুক্তম্। সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্ব্বিশেষ-সম্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য।

নন্বু চ, ঘটোঽস্তি পটোঽস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব সম্মাত্র-গ্রাহীত্যুচ্যতে? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামেক-

---

(৪০) পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয়। বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না; কারণ, নির্ব্বিশেষ, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই]।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন তাহা যে, সৎ-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সৎভিন্ন আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, একথা বলিতেছ কিরূপে?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ। এই কারণেই ভাষ্যে, "কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ" বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্তবিধ ক্রিয়া-বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে 'লিঙ্' নামে অভিহিত হয়। কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই (অদৃষ্ট) লিঙ্-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্য্যমাত্র নহে। "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।" 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যাগ করিবে,' এই বাক্যে 'যজেত'-পদে 'যজ' ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—'ইত' প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—যাগ-জনিত অপূর্ব্ব, (যাহার বলে যজ্ঞাদি-কর্ত্তা মরণের পর স্বর্গফল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। 'স্বর্গ-কাম' প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান অর্থের সহিত সম্মিলিত বা সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে—স্বতন্ত্রভাবে নহে। ভাষ্যে-"কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং চেতরেষাং" কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, "অন্ন-কামঃ পচেত।" অর্থাৎ 'অন্নার্থী পাক করিবে,' এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক 'লিঙ্' প্রত্যয় থাকিলেও উহার অর্থ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র। অথচ, 'লিঙ্' প্রত্যয়ের-অপূর্ব্ব-ভিন্ন কোন অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল 'লিঙ্' প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের যাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে, মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, "লোকে 'লিঙ্' লাক্ষণিকী"। অর্থাৎ লৌকিক প্রয়োগে 'লিঙ্'-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্ব্বত্রই লাক্ষণিকার্থ। লৌকিক প্রয়োগে প্রধানাংশ 'লিঙ্' প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ করিবে; ইহাতে আর সংশয় কি? এই কারণেই লৌকিক-বাক্যে একাধিক পদেরও লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফল কথা,—বাক্যের তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে দুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ? সত্যম্; তথৈবাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোঽস্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তদ্ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে? ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি। তয়োর্ভিন্নকাল-জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্ত্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্। ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন স ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিদ্ভির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সৎ-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য বিষয় হয়; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের ন্যায় (†) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা ব্যবহার হইতে পারে? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না?]। [এ কথার উত্তর—] হাঁ, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] 'ঘট আছে' (ঘটোঽস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ, এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না। যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তদ্গত পার্থক্য প্রতীতি হইয়া থাকে; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (সুতরাং ক্রমে ঐ উভয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না)। অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়? না,—তদ্গত পার্থক্য? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বস্তুর স্বরূপানুভূতি ও ভেদ-প্রতিযোগীর (যাহা অপেক্ষায় ভেদব্যবহার হয়, তাহার) স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, সুতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটী আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না? অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষত্ব-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে॥

(৪১) আরও এক কথা,—ন্যায়বিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না। [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) যথা সন্মাত্রস্যৈব প্রত্যক্ষত্বং এক-ব্যবহারহেতুত্বং চ ভবেৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে,—'ঘট' প্রভৃতি যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদে বারংবার 'ঘট ঘট' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে। ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলে জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ থাকে না; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে। এখানেও, যদি, এক সৎ বস্তুই সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এটা ঘট, এটা পট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্ব্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেঽপি 'ভিন্ন' ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি। স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ। যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোঽপি তথৈব স্যাৎ; হস্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্য্যায়ত্বং চ স্যাৎ? নাপি ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তদ্ধর্ম্মঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ]।

একথাও বলিতে পার না যে,—'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন' এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর (যাহা হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সত্ত্বেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না?' যেহেতু, যাহারা বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন; [ভেদ প্রতীতির জন্য যে,] প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তদ্ভেদ, উভয়ই বস্তু-'স্বরূপ', কিছু মাত্র বিশেষ নাই। স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না। এবং [এই মতে], 'হস্ত' ও 'কর' শব্দের ন্যায় 'ঘট' ও 'ভিন্ন' এতদুভয়েরও পর্য্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্ম্মও নহে। কারণ, ধর্ম্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে॥

(৪২)। অপি চ; ঘটত্বাদি-জাতি ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তদ্গত ভেদ-প্রতীতি হইবে। আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটত্বাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি, ঘটোঽনুভূয়তে, পটোঽনুভূয়তে, ইতি সর্ব্বে পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে। অত্র সন্মাত্রং সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষনুবর্ত্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাস্তু ব্যাবর্ত্তমানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ। যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্ত্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবর্ত্তমানাঃ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদয়োঽপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

নমু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ 'রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্প' ইত্যাদি-রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-যথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেরপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্ত্তমানত্বাৎ। রজ্জ্বাদেরপি পারমার্থ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ। অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যম্? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোঽস্তীত্যত্র পটাদ্যভাবঃ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোঽস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বম্।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'সৎ' বস্তুরই প্রকাশক—অন্যের নহে।

আর এক কথা,—'ঘট আছে, পট আছে' এবং 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই 'সত্তা' ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখাযায়। উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র 'সৎ' বা সত্তারই অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই 'সৎ'ই পরমার্থ বা যথার্থ বিষয়। পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়িভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ। অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (মাটীর ফাট) ও জলধারা প্রভৃতি অসত্য। ['ঘট আছে', ইত্যাদি স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ]॥

(৪৩)। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, 'রজ্জু-সর্পাদি স্থলে 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু' ইত্যাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জুপ্রভৃতি বস্তুর সত্যত্ব-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যাত্ব [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে। পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুবৃত্তি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন। এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন? হাঁ, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—'ঘট আছে,' এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে]? তাহা হইলে ত 'ঘট আছে' বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধই হইল?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্ত্তমানানাম-পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ত্ততে। তস্মাৎ সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থম্। প্রয়োগশ্চ ভবতি,— সৎ পরমার্থম্ অনুবর্ত্তমানত্বাৎ, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ। ঘটাদয়োঽপরমার্থা ব্যাবর্ত্ত-মানত্বাৎ, রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-সর্পাদিবদিতি। এবং সত্যনুবর্ত্তমানানুভূতিরেব পরমার্থা; সৈব সতী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্; ভেদো হি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদ্ দুর্নিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরস্তঃ। অতএব, সতোঽনুভূতি-বিষয়ভাবোঽপি ন প্রমাণ-পদবীমনুসরতি। তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব; সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-প্রসঙ্গঃ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ। সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং [রজ্জু-সর্পের] অবাধিত রজ্জুর ন্যায় কেবল সৎ বা সত্তা ধর্ম্মটী অবাধিত ভাবে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা অনুগমন করে। অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপরমার্থ। (*) এ বিষয়ে অনুমানও করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থ ই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্ব্বত্র) অনুবৃত্ত হয়; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থল রজ্জু প্রভৃতি। ঘটাদি পদার্থ অপরমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহারা ব্যাবৃত্ত হয়; যেমন, রজ্জু-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি। এই নিয়মানুসারে [জানা যায় যে,] সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ॥

(৪৪)। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য, তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন; না,—এরূপ বলিতে পার না। কারণ, উক্ত ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অন্য প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না; এই কারণে উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় রজ্জুতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে, একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয়। যেই মুহূর্ত্তে ঐ রজ্জুকে 'রজ্জু' বলিয়া জানা যায়, তন্মুহূর্ত্তেই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জু অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা সত্য। বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া। "বাধো মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ।" [পঞ্চদশী]। 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুবৃত্তি' কথার অর্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্ম্মের যে, পরস্পর বিয়োগ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি, তাহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূতরূপে থাকার নাম 'অনুবৃত্তি'। যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট।' এ স্থলে নীল ও শুক্ল ধর্ম্মদ্বয় ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহারা—'ব্যাবৃত্ত', আর 'ঘটত্ব' ধর্ম্মটী কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুবৃত্ত'।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্তয়ৈব প্রকাশমানত্বাৎ। নহি অনুভূতির্বর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশা দৃশ্যতে; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাভ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষে,উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে—ঘটোঽনুভূয়তইতি। নহি কশ্চিৎ ঘটোঽয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতমনিদম্ভাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি। তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

---

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না। এই কারণেই সৎ-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অন্য-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ন্যায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত না। (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অন্য অনুভূতি কল্পনা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না]। কারণ, 'এটী ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদংভাব'-শূন্য (শ্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ্য) অনুভূতিকেও অনুভব করে না। অতএব, ঘটাদির প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সদ্ভাবই একমাত্র হেতু। তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সদ্ভাব অনুমিত হয়। (†)

(*) তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহারা অনুভূতি হইতে ভিন্ন,—অননুভূতি। কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না। সুতরাং অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয় বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত। এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয়।

(†) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্ব্বে অনুভাব্য ঘটটী অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল। এখন যখন সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয়।

করণ-সন্নিকর্ষবদনুভূতেঃ সদ্ভাব এব হেতুঃ। তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-প্রকাশাতিশয়-লিঙ্গেন অনুভূতিরনুমীয়তে।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়া অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ? কিমিদমজড়ত্বং নাম? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, সুখাদিষ্বপি এতৎসম্ভবাৎ। নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তো নোপলভ্যন্তে। অতোঽনুভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোঽপ্যঙ্গুল্যগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শবদশক্যত্বাদিতি।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবস্য স্বমতি-বিজৃম্ভিতম্, অনুভূতি-ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্ম্মস্য প্রকাশস্য রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ। উভয়াভ্যুপেতানুভূত্যৈবাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশাখ্যার্থ-ধর্ম্মকল্পনানুপপত্তেশ্চ। অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্ব্বং সাধয়ন্ত্যনুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি। প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

---

(যদি বল,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়া (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও জড়ত্ব (জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি?—যাহার সদ্ভাবে কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু সুখাদি স্থলেও তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব। কারণ, বিদ্যমান সুখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা অবিজ্ঞাত থাকে না। অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে; সেইরূপ, অনুভূতি স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পারে না। (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ ব্যক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই)। কারণ, বিষয়-ধর্ম্মরূপ (শ্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব্ব-সাধারণের] উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ কোনি প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদি-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম্ম কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও নহে, পরন্তু, সর্ব্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ। এ বিষয়ে প্রয়োগ বা অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথার অভিপ্রায় এই শ্লোকে উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে, "অঙ্গুল্যগ্রং যথাত্মানং নাত্মনা স্প্রষ্টুমর্হতি। স্বাংশেন জ্ঞানমপ্যেবং নাত্মানং জ্ঞাতুমর্হতি।" অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজকে স্পর্শ করিতে পারে না; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান।

স্বধর্ম্ম-ব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহার-হেতুত্বাৎ।(*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। অতোঽনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতির্নিত্যা চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব। নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোঽন্যতো বা অবগন্তুং শক্যতে। অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু,স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম্ম ও তাহার ব্যবহার উৎপাদন করে। [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই ধর্ম্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্য্যে নিজে পরাধীন হয় না। যেমন, (শ্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ (রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে চক্ষুর্গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। (†) অতএব, (তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্ম্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ, [অন্য:কারণ অপেক্ষা করে না]।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব প্রভৃতি (উৎপত্তি-কারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ (অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,— অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিদ্যমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না। কারণ, অনুভূতি-সত্ত্বে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম :

(*) 'অনুভূতি'রিত্যাদিনা অনুমানদ্বয়ং গ্রন্থলাঘবার্থং অবিভাগেনোক্তম্। তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বধর্ম্মা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্মহেতুত্বাদ্' ইত্যেকম্। অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্‌ব্যবহারহেতুত্বাদ্ ইত্যপরম্, ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) তাৎপর্য্য এই যে, শ্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ, রূপের ত আর রূপ নাই। এস্থলে যেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুভূতি ব্যতীত অন্য বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের জন্য আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায়।

(‡) উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে। যাহার প্রাগভাব ; নাই, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি।

নাবগময়তি ; তস্যাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাবমবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসতী কথং স্বাভাবে প্রমাণং ভবেৎ । নাপ্যন্যতোঽবগন্তুং শক্যতে, অনুভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ । অস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ৎ প্রমাণং 'অনুভূতিরিয়ম্' ইতি বিষয়ীকৃত্য তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন 'ইয়ম্' ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-প্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ । অতোঽস্যাঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্ন-শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেঽপি ভাব-বিকারাস্তস্যা ন সন্তি ।

অনুৎপন্নেয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-পলব্ধেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সুতরাং সে (বিদ্যমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ, (অনুভূতি) অসতী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না। কারণ, অনুভূতি নিজেই অসতী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ হইবে ? অন্য প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ] অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না। [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে 'ইহা অনুভূতি,' এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে; [এখন অনুভূতির অভাব প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে 'এই' বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে না। এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্ব্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে, সুতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভপপর হইতে পারে না। অতএব, প্রাগভাব প্রভৃতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না। [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অন্যান্য (বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না। (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না। কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্ত্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে), (২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্দ্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণমতে), (৫) ক্ষয় (অপক্ষীয়তে), (৬) বিনাশ (নশ্যতি)। যাহার জন্মনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্ত্তী আর পাঁচটী বিকারও একান্ত অসম্ভব। অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ায় ফলে-ফলে আর পাঁচটী বিকারও প্রতিষিদ্ধ হইল।

রূপাদেরিবানুভূতি-ধর্ম্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোঽনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব অন্যোঽপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যা ধর্ম্মঃ। যতো নির্ধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ, অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদস্তীতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি ব্যাবর্ত্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্ত্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্; সা ভ্রান্তি-সিদ্ধা রজততেব শুক্তি-শকলস্য, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ। অতো মনুষ্যোঽহমিত্যত্যন্তবহির্ভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্। জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ। অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম্ম, আর নানাত্বটী তাহার ব্যাপ্য (অধীন) ধর্ম্ম; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর, রূপ-রসাদির ন্যায় ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভাব্যই (অনুভাবের বিষয়) ইহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে। অতএব, স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা। সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু। কারণ, জড়ত্ব ধর্ম্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্ম্মটী না থাকায় অনুভূতির অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে॥

(৪৭) ভাল, 'আমি জানি' ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া থাকে? না,—এরূপ বলিতে পার না; শুক্তি-খণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে)। কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্ত্তা (উৎপাদক) হইতে পারে না। অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা) দেহপিণ্ডে 'আমি মনুষ্য' এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধ্যস্ত বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও সেইরূপ অধ্যস্ত। কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব; তাহাও আবার স্বয়ং বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত; সুতরাং, তাহা নির্ব্বিকার, সর্ব্বসাক্ষী, চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে? জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

(*) সন্মাত্রাত্মনি ইতি (ক) পাঠঃ।

কথমিব সম্ভবতি? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেরিব কর্ত্তৃত্বাদের্নাত্ম-ধর্ম্মত্বম্, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেঽপ্যাত্মানুভব-দর্শনেন নাত্মনোঽহংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্। কর্ত্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব জড়ত্ব-পরাক্ত্বানাত্মত্বাদি-প্রসঙ্গো দুষ্পরিহরঃ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কর্ত্তৃতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলস্য স্বর্গাদের্ভোক্তুরাত্মনোঽন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব। তথা অহমর্থাৎ জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপস্যৈবাভিব্যঞ্জকো জড়োঽপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া তমভিব্যনক্তি। আত্মস্থতয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ। দর্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিম্ব-গোত্বাদিকমাত্মস্থতয়াভিব্যনক্তি; তৎকৃতোঽয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভিব্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলস্য তদভিব্যঞ্জকত্বো-

---

যেরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিও আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কালে 'অহং' প্রত্যয়ের অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব, আত্মা 'অহং' প্রতীতির বিষয় নহে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের ন্যায় আত্মারও জড়তা, পরাক্ত্ব (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার দুষ্কর হইয়া পড়ে।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাদ্যক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে। [এই প্রকারে], 'অহং'-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা) যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে॥

(৪৮)। এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্ব্বিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায়; এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে। অভিব্যঙ্গ্য (যাহার অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যঞ্জক পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম। [দেখা যায়,] দর্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ-(জল-গত ও দর্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; 'আমি জানি' এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবকৃত ভ্রম মাত্র।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যঙ্গ্য অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ। জালকরন্ধ্র-নিষ্ক্রান্ত-দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ।

যতঃ, 'অহং জানামি' ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্ম্মঃ, অতএব সুষুপ্তিমুক্ত্যোর্নান্বেতি। তত্র হ্যহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে। অতএব, সুপ্তোত্থিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামৃশতি। তস্মাৎ পরমার্থতো নিরস্তসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ত্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল স্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্ষ-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে হেতু, 'আমি জানি,' এই প্রতীতির জ্ঞাতা 'অহং' পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার পারমার্থিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে; সেই কারণেই সুষুপ্তি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় 'অহম্'-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি কখন কখন 'আমি আমাকেও জানি নাই' এরূপ মনে করিয়া থাকে।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎস্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্ত্তিত হয়। (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিদ্যা-

---

(*) যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না হইয়াও যে, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাওয়া, তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে। বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, বিবর্ত্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে, কেবল দেখিতে অন্যরূপ দেখা যায় মাত্র। অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। বিকার হইলেই ঐরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্ব্বিকার।

তদিদমৌপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দূষিতাশেষ-শেমুষীকাণামনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাত্ম্য প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্ত্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কল্ক-কল্পিতমিতি ন্যায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাত্ম্যবিদ্ভিরনাদরণীয়ম্। তথাহি,—নির্ব্বিশেষবস্তু-বাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে॥

রামানুজ-মতে শাঙ্কর-মত খণ্ডন।

(৪৯)। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন অর্থের কিরূপ তাৎপর্য্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার, এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-সুব্যবস্থিত করিবার উপযোগী উপযুক্ত ন্যায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে; তাহারাই বিচারের অযোগ্য নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত [শাঙ্কর] মতটী কল্পনা করিয়াছেন। এই কারণে, যাহারা ন্যায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়)। (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত "যদপ্যাহুঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে", পর্য্যন্ত গ্রন্থে শাঙ্করমত বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনটী বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেয়, (৩) নিবর্ত্ত্য। তন্মধ্যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ—উপায়; নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেয় বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাভূত অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য বা বাধনীয়।

রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, না—ঐ তিনটী উপায়, উপেয় ও ফল নহে; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান্—উপেয়, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্ত্য।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান। 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ।" অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

"বিদ্যা রাজন্ ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে। বিদ্যা-হীনস্তমোধ্বস্তঃ নাভিজানাতি কেশবম্।"

অর্থাৎ হে রাজন্, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃষ্ট নহে। (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ।) এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোগুণাক্রান্ত লোক কেশবকে জানে না। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অতএব শঙ্করের কথিত মত সুধীগণের আদরণীয় হইতে পারে না।

যস্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোঽপ্যাত্ম-সাক্ষিক-সবিশেষানুভবাদেব (*) নিরস্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেষামনুভবানাম্। সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ কেনচিদ্ যুক্ত্যাভাসেন নির্ব্বিশেষইতি নিষ্কৃষ্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কৃষ্টব্যইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ (+) সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে। অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষৈর্বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষা নিরস্যন্তে, ইতি ন কচিৎ নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। ধিয়ো হি ধীত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্ব্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপব্ধেঃ। স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাসু চ সবিশেষ-এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ॥ ৪৯॥

দেখ,—যাহারা নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাদী (নির্গুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা নির্ব্বিশেষ বস্তু বিষয়ে 'এই প্রমাণ আছে', এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী।

আর [ইহা] 'স্বীয় অনুভব সিদ্ধ' (সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে, [তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই নিরস্ত বা বাধিত। কারণ, 'আমি ইহা দেখিয়াছি', এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না)।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিশেষণ সহযোগে প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটী অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্যত্র নাই, এরূপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারাই তাহাকে নিষ্কৃষ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে, [সুতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা সবিশেষ হইয়া পড়ে। এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষণে বিশেষিত হইলেই তাহার অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন, তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশত্ব [সিদ্ধ হয়]। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও যে নির্ব্বিশেষ নহে, (সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব॥

(*) 'সবিশেষাদেব' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (+) 'নিষ্কর্ষক-হেতুভূতৈঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব। তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্ত্বিতি বক্তব্যম্।

শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োরর্থ-ভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবর্জ্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (+) নির্ব্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥ words & sentences cannot prove und[ifferentiated] being because by their very nature they [are] differentiated.

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্ব্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্‌বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (‡) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুরই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই)। [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) 'যোগেনৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (+) 'সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুরই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ বলেন,—দীপশিখার ন্যায় প্রতিক্ষণে ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল (ক্ষণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা ভ্রান্তি মাত্র,—এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ, নিত্য-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের ন্যায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ত্যাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরপক্ষ খণ্ডনোদ্দেশে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, এ কথা হইতেই পারে না।

প্রত্যক্ষস্য নির্ব্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি প্রমাণভাবঃ। সবিকল্পকং জাত্যাদ্যনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব সবিশেষবিষয়ম্। নির্ব্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্নন্বভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর, অর্থভেদবশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই অসামর্থ্য নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক নহে।

(৫:) সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ নহে। [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-বিষয়ক, (*) এইকারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। ন্যায়াদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক'। যেমন, গো-বিষয়োজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয়। আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রকাশ পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নির্ব্বিকল্পক' বলা হয়। যেমন, শুধু গো-বিষয় জ্ঞান ও গোত্ব-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি।

অধিকন্তু, তাহারা এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে। কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; যখনই যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয়। সুতরাং নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বুঝিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুলির প্রতীতি না হইয়া কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্ব্বিকল্পক'।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটী গো দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার গোত্ব-জাতিরও উপলব্ধি করি। পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোঽধিকবার যখন অপর গো দর্শন করি, তখন বুঝিতে পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গোত্ব দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই অনুস্যূত বা অনুগত রহিয়াছে। এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নির্ব্বিকল্পক ; কারণ, তখন গোত্ব মাত্র জানা হইলেও সেই গোত্বই যে, সকল গোতে সম্বদ্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জানা হয় নাই। আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গোত্বের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ব্ববিশেষ-রহিতস্য। তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেশ্চ; কেনচিদ্ বিশেষেণ ইদমিত্থমিতি হি সর্ব্বা প্রতীতিরুপজায়তে। ত্রিকোণ সাস্নাদি-সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ।

অতো নির্ব্বিকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্; দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণং সবিকল্পকমিত্যুচ্যতে। তত্র প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গোত্বাদেরনুবৃত্তাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণেষ্বেবানুবৃত্তিপ্রতীতিঃ। প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিকল্পকত্বম্। সাস্নাদিমদ্-বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তিঃ ন প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি প্রথম-পিণ্ডগ্রহণস্য নির্ব্বিকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদের-গ্রহণাৎ। সংস্থানরূপ-জাত্যাদেরপি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

general structure

বিষয়েই হইয়া থাকে। কারণ, নির্ব্বিকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ অনুভূত হয়, সবিকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং, সেই নির্ব্বিকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু। [এই কারণেই উহা নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ক হইতে পারে না]।

নির্ব্বিকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব্ব ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ নহে। কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্ব্বপ্রকার গুণ-বর্জ্জিত) বস্তুর গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে। 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ত্রিকোণ বা সাস্নাদি (গোর গল-কম্বল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারাযায় না।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম, পিণ্ড-(স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে 'নির্ব্বিকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণকে 'সবিকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয়। তন্মধ্যে, প্রথম [গো-] পিণ্ড-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত গোতে অনুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না; দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণ কালে তাহার অনুবৃত্তি প্রতীতি হয়। প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিণ্ডে সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়। এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ড-জ্ঞানকে 'সবিকল্প' [বলা হয়]। প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাস্নাদিবিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেঽপি সসংস্থানমেব বস্ত্বিত্থমিতি গৃহ্যতে।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেষু গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্ব্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব। অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্ব্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরস্তম্। ইদমিত্থমিতি প্রতীতাবিদমিত্থংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে।

অত্রেত্থং ভাবঃ,—সাস্নাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব। তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

---

বিন্যাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-দর্শনকে নির্ব্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ন্যায়াদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে। কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জাত্যাদি ধর্ম্ম গুলিও ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেদ্য—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও 'বস্তুটী এই প্রকার', এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিন্যাস ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয়; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও সর্ব্বদাই পরিজ্ঞাত হয়। এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক। অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্ব্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না॥

(৫২)। এই কারণে, সর্ব্বত্র 'ভিন্নাভিন্নত্ব' মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরস্ত হইল। (*) 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা ("ইদং") এবং [তদ্‌গত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার ("ইত্থং"), কিরূপেই বা এতদুভয়ের একত্ব বা অভেদ বুঝিতে পারা যায়?

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য্য ও কারণ, এ সকল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে অত্যন্ত অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না। অথচ, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি বা স্থিতি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি। এখন ভাষ্যকার ঐ মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে। ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি প্রতীতেঃ। সর্ব্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োরপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যৈব সুব্যক্তঃ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্‌সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াঽবতিষ্ঠন্তে। গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়ৈব পদার্থ-ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াঽবস্থিতাঃ। উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ; ততএব তয়োর্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সাম্নাদিরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অনুভব-বিরুদ্ধ। দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয়। 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয়। যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে,অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারাই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু, গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থত্ব লাভ করে (আত্ম-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে। উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, সুতরাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান। (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে। বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থায় দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে। যেমন, 'দণ্ডধারী পুরুষ' বলিলে যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবেও দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সম্বন্ধ ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়ই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রযোজ্য; তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত দণ্ড যেরূপ তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই। অতএব, পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়াই যে, গোত্বাদি ধর্ম্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্যা দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্নবাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিত্থমিত্যেব (†) সর্ব্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ০ ২।২।৩২] ইতি সুব্যক্তমুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেঽপি সর্ব্বাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈস্তদেব বস্তু নির্ব্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বন্ধ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্বাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাধিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ব্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বন্ধ্যা' (অজাত-সন্তানা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ন্যায় স্বোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টত্বাদনুমানং ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্তু, প্রত্যক্ষং সন্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদ্ দুর্নিরূপ ইত্যুক্তম্। তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টস্যৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ জাত্যাদেরেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ দূরোৎসারিতম্। সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ স্বস্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুষ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্যাপি সম্ভবত্যেব। অতএব, নানবস্থা, অন্যোন্যাশ্রয়ণং চ। একক্ষণবর্ত্তিত্বেঽপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য তস্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদেগৃ‍হীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-গ্রাহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি।

অপি চ, সন্মাত্রগ্রাহিত্বে 'ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি' ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া প্রতিপত্তির্বিরুধ্যেত। যদি চ, সন্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-লক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ; কিমিতি অশ্বার্থী মহিষ-দর্শনেন নিবর্ত্ততে। সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষু সন্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-বিষয়-সহচারিণঃ সর্ব্বে শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে।

৫৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সৎ-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।' তাহাও দূরীকৃত হইল। কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং ঐ জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে। অনুভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অন্য পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও স্বীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই কারণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'অনবস্থা' বা 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ [ঘটিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে বস্তু-ভেদ—আকৃতি ও গোত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার (জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সৎভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে, তবে, "ঘটোঽস্তি" = ঘট আছে, 'পটোঽস্তি' = পট আছে,' ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক প্রতীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সতের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্বাদি জাতি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্ব-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে ফিরিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সৎ-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিতনস্য গৃহীত-গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদনং বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্য বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি। সর্ব্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুষা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্তুবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সন্মাত্র-বিষয়াণি ; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সন্মাত্রস্য চ† গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সৎ-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটী জ্ঞান হইল, এবং [তোমার মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সৎপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সৎপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না ; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভেদ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই যদি একই (সৎ) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটী মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ফলতঃ এক সৎস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসাস্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিতে পারে ; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সৎস্বরূপ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সৎ-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না ; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সৎ-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সৎ-বস্তু] ত্বকের দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না ; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সতের স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সৎ-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সৎ-বস্তুর গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

---

* বৈলক্ষণ্যাভাবাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।　　† "সন্মাত্রস্য গ্রাহকম্" ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রস্য প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্য প্রাপ্তবিষয়ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ; সন্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ; * ততো জড়ত্ব-নাশিত্বাদয়স্ত্বয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাদিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোঽনেকেষ্বেকাকারবুদ্ধি-বোধ্যস্যাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেঽপি সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ সৎবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়; তবে, প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সৎ-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটী 'অনুবাদক' হইতে পারে, ‡ এবং সৎমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন; সুতরাং তোমা দ্বারাই সৎ-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—জাত্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্ব্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটী একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ 'সকল গো-ই একপ্রকার', এইরূপ যে বুদ্ধি হয়; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও উক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত জাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত; অতএব, গোত্বাদি জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

---

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) 'অনুবাদক' বলে। 'অনুবাদক' শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

নমু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চেৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোঽপি স্যাৎ। সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ। গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ। † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ। অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দ্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

৮ যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্। ‡ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেরূপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে? হাঁ, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না। অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তদ্ভিন্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির জন্যই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দ্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', 'এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা ["ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসম্বদ্ধ) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা না থাকায় 'ভ্রান্তকল্পনামাত্র'। কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়। [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (আশ্রয় স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

---

* ব্যবহারাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। † নিবৃত্তেঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ পরিকল্পিতং' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ। দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্যান্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতৌ ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্যান্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাভাবপ্রতীতে-র্বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্তু, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরমার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-র্হতি। অতো ন সন্মাত্রমেব বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-বিষয়িভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব সতীত্যেতদপি নিরস্তম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্‌টী (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দুর্ব্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটীর নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়। [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্ত্তী ও ভিন্নসময়বর্ত্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অন্য দেশে ও অন্য কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না ; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে ? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা বলা হয় কিরূপে ? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয় ; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)। কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য দেশে ও অন্য কালে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাত্বের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া 'সৎ'-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা ; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে ; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে ; এই কারণে, 'একমাত্র অনুভূতিই 'সৎ', এই সিদ্ধান্তও নিরস্ত হইল।

---

* 'তস্য চ' ইতি (ক) পাঠঃ।　　† দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ 'অপারমার্থ্য-হেতুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　§ সম্বিদ্বিষয়য়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বমুক্তম্; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা তথৈবেতি নিয়মোঽস্তি। পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্যাপ্যতীতস্য "অজ্ঞাসিষং" ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ। (ক) অতোঽনুভূতিশ্চেৎ, স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্; স্বগতাতীতানুভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানুভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবত্ত্বমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে; সা চ নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয় প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ); কিন্তু সর্ব্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভব ত [তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও পরক্ষণে 'আমি জানিয়াছিলাম,' এইরূপ জ্ঞানের (স্মরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব, অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না, ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই অন্য অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া (অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না।

---

* তথৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেঽনুভূতিত্বমিত্যপি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, 'তুমি একটা অশ্ব লইয়া আইস'। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি প্রাণী (অশ্ব) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল 'অশ্বটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস'; দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অশ্ব ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'অশ্ব ও গো'-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচান্যবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্? অনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্ব-সত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্তয়ৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেঽপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎস্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেঽপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; গগন-কুসুমাদেরননুভাব্যস্যাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ? এবং তর্হি ঘটাদেরপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্থীয়তাম্। অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদেরিব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ? অননুভাব্যত্বেঽপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অন্য জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি? না,—যে নিজের বর্ত্তমানক্ষণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-স্বভাবের অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) যেরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে; [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

ঐ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটী প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটী প্রাণী যথাক্রমে 'অশ্ব' ও 'গো' শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেরপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব। অতোঽনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্ব-মিত্যুপহাস্যম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্নিরস্যতে, তদন্ধস্য জাত্যন্ধেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে। প্রাগভাবস্য গ্রাহকাভাবাদভাবো ন শক্যতে বক্তুম্; অনুভূত্যৈব গ্রহণাৎ *। কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-বর্ত্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে [অনুভাব্য] ঘটাদির ন্যায় তাহারও অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত একত্রাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [হাঁ, ইহা ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুসুমাদির ন্যায় তাহারও (অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে, অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য † ॥

(৫৮)। আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও ঠিক এক জন্মান্ধকর্ত্তৃক অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠী] প্রদানেরই অনুরূপ। কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায় নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা অপ্রামাণিক। একথা বলিতে পার না; যে হেতু, স্বয়ং অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যদি বল, অনুভূতি নিজে বিদ্যমান থাকিয়া তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে এক বস্তুর যে, ভাব ও অভাব; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ। না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্ত্তমান নাই, এমন] বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না।

---

* গ্রাহণাৎ' ইতি (ক) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি এক অভিন্ন পদার্থ। দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আত্মস্বরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক হয় না, উহা স্বপ্রকাশ। পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না; যেমন, —অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও অনুভূতি স্বরূপ হয় না। কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে অনুভূতি হইবে: এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুসুমাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যতস্তৎসমকালভাবনিয়মোঽস্তীতি। কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ব্রবীষি ? হন্ত তর্হি তত এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন তদপহ্নবঃ (*)। তৎপ্রাগভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ পদার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-যোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোঽপি গ্রহণ-দর্শনাৎ। অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি ব্যতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে। জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি কোথাও এরূপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকালবর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐরূপ নিয়ম আছে, বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না। [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। (†)।

যে হেতু, স্মরণ, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে।

অসৎ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে, এই কারণেই উহারা অনুভূতি শ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করমতে সমস্ত জগৎই যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগনকুসুমাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং সেই কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না ; অতএব অনুভাব্যত্বকে আর অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না।

(*) 'তদভাব নিহ্নবঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটী নিত্যসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না ; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব থাকা আবশ্যক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না ; কারণ, উহারা বিরুদ্ধ পদার্থ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে ; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি ? যদি বল যে, 'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অন্যের সম্বন্ধে নহে ; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্য প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্য স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোঽর্থ-সম্বন্ধঃ; অপিতু, যদ্দেশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোঽর্থোঽবভাসতে, তস্য তথাবিধাকারমিথ্যাত্ব-প্রত্যনীকতা। অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ্য-বিষয়া নষ্টেঽপ্যর্থে স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্ত-মানত্বাৎ। ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ। নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্যচিদ্ দৃশ্যতে। নচা-গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ। অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্যতীতি। যদ্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেঽবরূঢ়শ্চেৎ; যোগ্যানুপ-লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপশাম্যতু ভবান্।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাত্ব-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ]। যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির কোন বিষয় নাই, উহা নির্ব্বিষয়।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল।

(৫৯)। যদি বল যে, সংবিদের [অনুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না। [অনুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই, কেন না,—অনুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু (লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা যাইতেছে না, [যাহার জন্য অনুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না। [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অনুভূতির] স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ন্যায়মতে যখন] 'অনুপলব্ধি'

দৃষ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অনুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—'অনুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে ভাব ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত-প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব শঙ্করের যুক্তি উপেক্ষণীয়।

(*) নানুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধয়ৎ তস্য ন সর্ব্বদা সত্তামবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্ব্বোত্তর-কালসত্তা ন প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ। ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়েত, ইতি নিত্যঃ স্যাৎ। নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়তে।

প্রমাণ দ্বারাই অতএব সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে ?] (*) অতএব, আপনি [বিচার হইতে] বিরত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই সৎ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্ব্বকালীন সত্তা জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্ব্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর আর ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব্ব-কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত ? কিন্তু সেরূপে ত প্রতীত হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটী প্রমাণ, সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন, আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন ঐরূপ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবাভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বাধক হয় না; তেমনি, অনুভবাতিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা-) কালীন অনুভবের স্মৃতির-বাধক—অনুভবের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোঽপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ; স্ববিষয়-নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্ব্বে কালানবচ্ছিন্না নিত্যাঃ স্যুঃ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্ব্বিষয়া কাচিৎ সংবিদস্তি; অনুপলব্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তুচ্ছৈব স্যাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাদিষু সর্ব্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফুরতীতি বাচ্যম্; যোগ্যানুপলব্ধি-পরাহতত্বাৎ। † তাস্বপি দশাসু অনুভূতিরনুভূতা চেৎ; তস্যাঃ প্রবোধ-সময়েঽনুসংধানং স্যাৎ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নন্বনুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ; অতঃ স্মরণাভাবঃ কথমনুভবাভাবং সাধয়েৎ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জন্য জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত; কারণ, অনুভূয়মান বিষয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঐরূপ অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির বর্ত্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশায় যে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যোগ্যানুপলব্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের পরও তাহার স্মরণ হইত. [অথচ কাহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাত্রেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে? বলিতেছি,— দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) পরাকৃতত্বাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেঽপ্যস্মরণ-নিয়মোঽনুভবাভাবমেব সাধয়তি ; ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাভাবঃ, সুপ্তোত্থিতস্য "ইয়ন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্" ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ। ন চ সত্যপ্যনুভবে তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ; অর্থান্তরানুভবস্যার্থান্তরাভাবস্য চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ। তাস্বপি দশাস্বহমর্থোঽনুবর্ত্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে।

ননু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোঽনুভবোঽস্তীতি পূর্ব্বমুক্তম্ ? সত্যমুক্তম্ ; সত্বাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে। ইহ তু সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে। কেবলৈব সংবিদাত্মানুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যুপপাদয়িষ্যতে। অতোঽনুভূতিঃ সতী স্বয়ং স্বপ্রাগভাবং ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্মরণাভাব, তাহাই [তাৎকালিক] অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে, অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—'আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই' ; সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না যে, [তৎকালে] অনুভবসত্বেও বিষয়নির্দ্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের) অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না। তাহার কারণ এই যে, অন্য বস্তুর অনুভূতির অভাব এবং অন্য বস্তুর বিনাশ, কখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহংভাব বা আমিত্ব অনুবৃত্ত থাকে, ইহা পরে বলা হইবে।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্ব্বে বলিয়াছ, [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি প্রকারে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু সে-টী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্ব্বিশেষ নহে), তাহা ইতঃপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে। এখানে কেবল সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয় অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র। যদি বল, কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব, [তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ?] না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও যে পরাশ্রিত (নির্ব্বিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব। অতএব, 'অনুভূতি স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না,' এ কথা বলিতে পার না। [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিষয় এব ইতি (খ) পাঠঃ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনান্যতোঽপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা। তস্মাৎ ন প্রাগভাবাদ্যসিদ্ধ্যা সংবিদোঽনুৎপত্তিরুপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

৬১ যদপ্যস্যা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্; তদপ্যনুপপন্নম্। প্রাগভাবে ব্যভিচারাৎ; তস্য হি জন্মাভাবেঽপি বিনাশো দৃশ্যতে; ভাবেম্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি। তথা চ ভবদভিমতা-বিদ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্যা-মনৈকান্ত্যম্। তদ্বিকারাঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-ভূতোঽপ্যস্তি বিকারঃ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি। নহ্যসাবভ্যুপ-গম্যতে।

যদপি—অনুভূতিরজত্বাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি। তদপি নোপ-পদ্যতে, অজস্যৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাভ্যু-পগতায়া অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্যাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ। স বিভাগ

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে না,' এই যুক্তিও নিরস্ত হইল। অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

(৬১)। আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অন্যান্য বিকারেরও প্রত্যা-খ্যান করা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের ভঙ্গ) দৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয়। যদি বল, অভাব 'ভাব পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐরূপ নিয়ম]; হাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না)। দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবিদ্যাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। যদি বল, অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না।] জিজ্ঞাসা করি,— তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ সার্থক হইতে পারে? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার কর না।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত); সুতরাং নিজে বিভাগার্হ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে)।

মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া ? অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হ্যবিদ্যৈব স্যাদাত্মা। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোঽপি সমর্থিত এব, (*) ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্যা দৃশের্দৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোঽস্তি ; দৃশ্যত্বা-দেব তেষাং ন দৃশিধর্মত্বম্ ইতি চ। তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-র্নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্ম্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্।

[জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ? (১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে অবিদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে। আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন উহা সত্য। অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্য-ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও নানাত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

৬২। আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ), সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে, [নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই তাহারা দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপর্য্য—"প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ং পরস্পরবিলক্ষণাঃ। অপরোক্ষং প্রদৃশ্যন্তে সুখ-দুঃখাদিবৎ ধিয়ঃ।" অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে যেরূপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

(১) তাৎপর্য্য,—পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন প্রকার বিভাগ ঘটিতে পারে না। ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে। এ কথার উপর ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ—জন্মাধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম বলিতেছ। যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত। এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। এই জন্যই অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্যচিদ্বিষয়স্য প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ায় প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্। সর্ব্বকাল-বর্ত্তমানত্বং হি নিত্যত্বম্। একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদ ইতি। তেষাং জড়ত্বাদ্যভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম-পরিহার্য্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপো ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ; তত্তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে; কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অনুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়—আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা। চিৎ-জড় সর্ব্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকার নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্ম; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ব্যভিচার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক, উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না; অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক, অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ বন্ধ্যার পুত্র-প্রতিষেধের ন্যায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্মত্বপ্রত্যাখ্যান করাও সঙ্গত হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে অনুভূতিটী স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য—ধর্ম্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যত্ব বশতঃই তাহারা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে। কারণ অনুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাদীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত নিয়ম ভগ্ন হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সধর্ম্মতা স্যাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্য কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কংচিৎপ্রতি ভবতি। আত্মন ইতি চেৎ ; কোঽয়মাত্মা ? নন্বু সংবিদেবেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ। তথা হি, কস্যচিৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্মভাবমনুভবেৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্ভাবেনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকোঽনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্মবিশেষঃ "ঘটমহং জানামি," "ইমমর্থমবগচ্ছামি," "পটমহং সংবেদ্মি" ইতি সর্ব্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ। এতৎ-স্বভাবতয়া হি তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম্ম ও সিদ্ধ হইবে। আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহার সিদ্ধি। উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদুভয়-সাপেক্ষ। যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্মা কে ? [উত্তর] 'সংবিৎই আত্মা,' একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরুক্ত অর্থাৎ অসৎকথা। দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব অনুভব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয়। জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সকর্ম্মক অর্থাৎ কোন একটী বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্ত্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্ম্মেরই নাম অনুভূতি। 'আমি ঘট জানি' 'এই বিষয়টী অবগত হইতেছি,' (এবং) 'পট সংবেদন (অনুভব) করিতেছি,' এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে। আর, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছ।

অস্য সকর্ম্মকস্য কর্ত্তৃ-ধর্ম্মবিশেষস্য কর্ম্মত্ববৎ (*) কর্ত্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি। তথা হি ;—অস্য কর্ত্তুঃ স্থিরত্বং কর্ত্তৃধর্ম্মস্য সংবেদনাখ্যস্য সুখ-দুঃখাদেরিব উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্ত্তৃস্থৈর্য্যং তাবৎ "স এবায়মর্থঃ পূর্ব্বং ময়ানুভূতঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) "অহং জানামি, অহমজ্ঞাসিষং, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্," ইতি চ সংবিদুৎপত্ত্যাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিন্যাঃ সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বেদ্যুর্দৃষ্টং পরেদ্যুঃ (‡) "ইদমহমদর্শম্", ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যেনানুভূতস্য নহ্যন্যেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেঽপি প্রতিসন্ধান-সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতিসন্ধানং হি পূর্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমুপ-

---

কর্ত্তৃগত ধর্ম্মবিশেষ এই সকর্ম্মক (কর্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম্ম স্বরূপ হইতে পারে না, তেমনি কর্ত্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্ত্তা—অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্ত্তারই) ধর্ম অনুভবকে ঠিক সুখ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) ন্যায় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। 'সেই এই বস্তুই আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি', এই প্রত্যভিজ্ঞা (¶) দ্বারাই কর্ত্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে। [কিন্তু] 'আমি জানিতেছি', 'আমি জানিয়াছিলাম,' এবং 'পূর্ব্বে যে আমার (জ্ঞাতার) যে জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষণে জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর যে, পরদিবসে 'আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না; কারণ, অন্য-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্যের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ব্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি-

---

(*) 'কর্ম্মভাববৎ' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'অপরেদ্যুঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (§) 'প্রতিসন্ধানাভাবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶)। যে বস্তু পূর্ব্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, 'আমি ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম,' ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে পরিগণিত।

স্থাপয়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, 'অহমেবেদং পূর্ব্বমপ্যন্বভূবম্' ইতি, ভবতোঽপ্যনুভূতের্নহ্যনুভবিতৃত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব। সংবিৎ নাম কাচিৎ নিরাশ্রয়া নির্ব্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধের্ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। উভয়াভ্যুপগতা সংবিদেবাত্মেত্যুপলব্ধিপরাহতম্। অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থইতি নিষ্কর্ষকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

নন্বু চ, "অহং জানামি" ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোঽনিদমংশঃ প্রকাশৈকরসশ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা। তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুষ্মদর্থ-লক্ষণঃ—"অহং জানামী"তি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুষ্মদর্থ এব। নৈতদেবম্, "অহং জানামি" ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব। কিঞ্চ,—

সংধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্ব্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন যিনি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্ব্বেও তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎপাদন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে। আর, 'আমিই ইহা পূর্ব্বেও অনুভব করিয়াছিলাম,' এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা বোধ হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে পারে না)। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিষয় অনুভূতি কখনই সম্ভপর হয় না, কারণ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না। আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত অনুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসৎ যুক্তি, বা হেতু প্রদর্শিত হইয়াছিল ; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আচ্ছা, 'আমি জানি,' (অহং জানামি) এই 'অহং'-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ (অজড়), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং 'আমি জানি' এই প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ; সুতরাং সেই 'অহং'-অর্থও ফলে ফলে চৈতন্যাতিরিক্ত (অচেতন) 'যুষ্মৎ'-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই হইয়া পড়িতেছে। (*)। না – ইহা এরূপ হইতে পারে না। কারণ, 'আমি জানি' এই প্রতীতিতে 'অহং'-পদার্থটী ধর্ম্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম্ম বা বিশেষণভাবে অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুষ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ- প্রতীতির ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

(*)। তাৎপর্য্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এই নিয়মানুসারে আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ্য 'অহং'-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না ; অনাত্মা হইলেই তাহাকে 'যুষ্মৎ'-পদার্থ (তুমি) বলা হয়। অতএব, 'অহং'-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্মপ্রকাশ্য হওয়ায় অনাত্মা—বাহ্য—যুষ্মৎপদার্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ।
অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্যতে ॥
নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে ॥
অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
ময়ি নষ্টেঽপি মত্তোঽন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা।
ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি ॥
স্বসম্বন্ধিতয়া হ্যস্যাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ।
স্বসম্বন্ধ-(†) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
ছেত্তুশ্ছেদ্যস্য চাভাবে চ্ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ।
অতোঽহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি (‡) শ্রুতিঃ।
[বৃহদা০, ৪।৪।১৪]
"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি চ স্মৃতিঃ ॥
[গীতা০, ১৩।১]

অপিচ, 'অহং'-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহ্যত্ব হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা 'অহং'-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ব্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব. এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থাৎ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষের কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্য কাহারও যত্ন সম্ভবপর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তা ও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল আত্ম-সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্ত্তা ও কর্ম্মের (যাহাকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, 'অহং'-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জানামি এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। 'অরে মৈত্রেয়ি!

---

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'স্বসম্বন্ধি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'জানাত্যেবেতি চ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। শ্রুতৌ তু কুত্রাপি নৈবং পাঠ উপলভ্যতে।

"নাত্মা শ্রুতে"রিত্যারভ্য সূত্রকারোঽপি বক্ষ্যতি।
"জ্ঞোঽত এবে"(*)ত্যতো নাত্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধো হ্যস্মদর্থঃ, যুষ্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুষ্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুষ্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী মে বন্ধ্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঞ্চ। ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোঽন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ। চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোঽনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ। ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (†) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বঞ্চ। কিং তর্হি? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যানপি প্রকাশয়তি প্রভয়া।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণাব-তিষ্ঠতে। যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্দ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

---

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই শ্রুতি, এবং 'ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন।' স্বয়ং সূত্রকারও "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্ঞঃ অতএব" [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, 'অহং'-পদার্থটী 'অহং'-প্রতীতি সিদ্ধ; আর 'যুষ্মৎ'-পদার্থটী 'যুষ্মৎ'-জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং 'আমি জানি' এই 'অহং'-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, 'যুষ্মৎ'-('তুমি') পদার্থ বলা, তাহা ঠিক্ 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই কথার ন্যায় ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ। উক্ত 'অহং'-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যাহা স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহার দৃষ্টান্ত। প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জন্য কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায়।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান করে; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন। যদিও প্রভা বস্তুটী প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

---

(*) 'এব ততো' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'স্বপ্রকাশবল-নির্ভাসিতেন' ইতি (ক) পাঠঃ। (‡) 'স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ' ইতি(ঘ) পাঠঃ।

(§) অত্রত্য 'যথা' শব্দস্য উত্তরত্র 'এবময়মাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ' ইত্যনেন সম্বন্ধঃ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বাদ্ রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদির্বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্। প্রকাশবত্ত্বং চ স্বস্বরূপস্যান্যেষাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ। অস্যাস্তু গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্যুচ্যন্তে, মণি-দ্যুমণি-প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। দীপেঽপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ। ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা ঊর্দ্ধমুদ্গম্য ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি পুষ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে। প্রভায়াঃ স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্ণ্যাধিক্যমিত্যাদ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যাদীনামৌষ্ণ্যাদিবৎ। এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লত্বাদির ন্যায় গুণ নহে। কারণ, ঐ প্রভা স্বীয় আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন। অতএব, শুক্লত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিয়াছে; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজোময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে, তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে। প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া অবস্থিতি করে।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয়। কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থের প্রতিমুহূর্ত্তেই বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই সর্ব্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না। কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত (ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দ্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্য্যমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি।

† বিশীর্য্যমাণাঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি শ্রুতয়ঃ,—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]। "বিজ্ঞানঘনএব।" [বৃহদা০ ৪।৪।১২]। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।" [বৃহদা০ ৬।৩।৯]। "ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" [বৃহদা০ ৪।৩।৩০]। "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা।" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০]। "কতম আত্মা ? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৮।১২।৪]। "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্ত্তী প্রভৃতি] উপযুক্ত কারণের সদ্ভাবে সদ্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে, দীপ সকল প্রতিক্ষণে স্ব স্ব প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্যনিবন্ধন যেরূপ [অন্য বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও স্বীয় আশ্রয় সন্নিধানেই সেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির ন্যায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ স্বপ্রকাশত্ব ; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে,] 'অরে মৈত্রেয়ি ! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্ব্বতোভাবে কেবলই লবণ রসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ।' 'এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়।' 'জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না।' 'আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি [illegible] করেন, তিনি আত্মা।' 'আত্মা কে ? যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।' 'এই বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্ত্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা যদি চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান) তাহার গুণ হয় কিরূপে ? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির সমাধান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা লাভ করে, সুতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত ঠিক হইয়াছে ; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসৃত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ (দীপাদি) সর্ব্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ, কেহই কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য-, দেরও অনবরত অবয়ব বিশ্লেষণ বশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সঙ্গত কথা হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৬।৩।৭]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা০, ২।৪।১৪] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।১৪]। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্।" "স উত্তমঃ পুরুষঃ।" [ছান্দো০, ৭।২৬।২]। "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।" [ছান্দো০, ৮।২।৩]। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।" [প্রশ্ন০, উ০, ৬।৫]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ," [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদ্যাঃ বক্ষ্যতি চ, 'জ্ঞোঽত এব' [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽয়মাত্মা জ্ঞাতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্। প্রকাশত্বাদেব কস্যচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ। তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ। সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়] অনুভব করে।' 'দ্রষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।' 'তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।' '[সেই আত্ম পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।' 'এই আত্মদর্শীর পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়।' 'সেই এই 'মনোময়' কোষ হইতেও অন্তর্ব্বর্ত্তী (সূক্ষ্ম) আত্মা আছে, যাহার নাম 'বিজ্ঞানময়।' ইত্যাদি। [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, 'অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।' অতএব এই স্বপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটেন।' প্রদীপ-প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবির্ভূত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

---

(*) তাৎপর্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ)। (২) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭) পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অন্ন (ধান্যাদি)। (১১) বীর্য্য (বল)। (১২) তপস্যা। (১৩) মন্ত্র (চতুর্ব্বেদ)। (১৪) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্ম্মফল)। (১৬) নাম (গ্রাম, স্থান প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োর্জানাত্যাদে (*) রকর্ম্মকস্যাকর্তৃকস্য চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি। তত্রেদং প্রষ্টব্যম্, (†) অজড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি দীপাদিষ্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরোধশ্চ। (‡) অব্যভিচরিতপ্রকাশ-সত্তাকত্বমপি সুখাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্।

যদ্ব্যুচ্যেত, (§) সুখাদিরব্যভিচরিত-প্রকাশোঽপ্যন্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

অর্থাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ, কুত্রাপি 'জানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা বুঝিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা কি? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশত্বই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। ( ) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সুখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, সুখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ।　　(†) দ্রষ্টব্যম্' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) সিদ্ধির্বিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) যদ্ব্যুচ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(¶) অস্মিন্, ইতি (গ) পাঠঃ।

( ) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্গ জড় পদার্থ—অনাত্মা। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই তাহা আত্মস্বরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা দ্বারা শঙ্করের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব ও থাকিতে পারে না, অথচ, শাঙ্কর মতে সংবিৎ ও প্রকাশ একই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিমত প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্মেতি। জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি হ্যন্যস্যৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সুখীতিবৎ জানাম্যহমিতি। অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্। তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি স্ব-সত্তয়ৈব সিধ্যন্ অজড়োঽহমর্থ এবাত্মা। জ্ঞানস্যাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধায়ত্তা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সুখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ। অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি। তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামানাধিকরণ্যেনানুভবিতা অহমর্থঃ প্রতীয়েত—'অনুভূতিরহম্' ইতি, পুরোঽবস্থিতভাস্বরদ্রব্যাদ্যাকারতয়া রজতাদিরিব। অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি, দণ্ড ইব দেবদত্তম্। তথা হি 'অনুভবাম্যহম্' ইতি প্রতীতিঃ। তদেবমস্মদর্থ-

---

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ন্যায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জন্য অথবা পরের জন্য প্রকাশ পায়? [বস্তুতঃ] 'আমি সুখী' বলিলে সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি 'আমি জানি' বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, 'সংবিদে' স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ যে 'অহং' পদবাচ্য, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্যই জ্ঞান-পদার্থটী সুখাদির ন্যায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে। অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়, তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়, কারণ, কোন একটী সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সম্মুখস্থ উজ্জ্বল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ প্রতীতি হয়, তেমনি 'অহং'-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই 'আমি অনুভূতি' এইরূপে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। এ স্থলে কিন্তু, ['দণ্ডী দেবদত্ত' বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ীভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহংপদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয়। দেখ, 'আমি অনুভব করিতেছি' এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোঽনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোঽহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতায়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দ্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধিতত্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; হন্তৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্যাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ-(†) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্যাহঙ্কারস্য। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্মঃ, কর্তৃত্বেঽহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত্ব-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অনুভব করিতেছি' বলিলেও যখন অনুভূতিকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষ্যরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্তুমাত্রেরই বিমর্দ্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকাররহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্বধর্মটা বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির ন্যায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও 'অহং'-(আমিত্ব) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের ন্যায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত্ব (বাহ্য

(*) আত্মত্বতয়াভিহাপনায়া ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) স্থিতমিতি (গ) পাঠঃ।

স্যৈবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্ব-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-করণরূপস্যাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্য।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদির্দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্বাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যনীক-দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোঽপি তদ্দ্রব্য-(+) ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি। অতো বিরোধাদেব ন জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ। যথা দৃশিত্বং তৎকর্ম্মণো (‡) ঽহঙ্কারস্য নাভ্যুপগম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্ম্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্; জ্ঞানং চাস্য নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্। নিত্যত্বং চাত্মনো "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিষু বক্ষ্যতি। "জ্ঞোঽত এব" ইত্যত্র 'জ্ঞ' ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়ত্ব-মিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং সঙ্কোচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্ম্মণা সঙ্ক-

---

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এ কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত্ব ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের ন্যায় অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; (সুতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত্ব প্রভৃতি কারণে তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও পরাক্ত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশিত্বের (জ্ঞানরূপতার) ন্যায় জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার কর্ম্ম বা প্রকাশ্য অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য। "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার নিত্যত্ব অভিহিত হইবে। আর, "জ্ঞঃ অত এব" এই সূত্রে 'জ্ঞ'-(জ্ঞাতা) শব্দ দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্ত্বাদিকাযোগাদিতি (গ) পাঠঃ। (+) তদ্দৃশ্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ।
(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ। (§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

চিতস্বরূপং তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ত্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যোদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ত্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্যাহঙ্কারস্য (†) চিৎ-সন্নিধানে তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যচাক্ষুষত্বাচ্চ, ন হ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটী যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিতের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়স্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্ণ্যবৎ চিৎসম্পর্কাৎ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধিরিতি চে(*) নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা। অহঙ্কারস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সুতরাং ন তৎসম্পর্কাৎ সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি। তদযুক্তম্, অনুভূতেঃ স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) হয় না। (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিৎসান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, চিৎপদার্থেরই যখন জ্ঞাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিতের) জ্ঞাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সে দর্পণাদির ন্যায় স্বগত—অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ-) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ্য হইতে পারে না। ইহা (অন্যত্রও) উক্ত আছে,—'শান্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সুতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম কথনই সম্ভবপর হয় না; কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সুতরাং এই ভাবে অনায়াসে অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিৎছায়া-পাত দুইরকমে হইতে পারে; এক, চৈতন্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়া। প্রথমতঃ চৈতন্যের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে পারে না, কেন না, যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ আছে, যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে; চৈতন্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব ও দৃষ্ট-বিরুদ্ধ।

শাস্ত্রাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদিতি ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়ো হি সর্ব্বে পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-ঽচিদহঙ্কারোঽনুদিতানস্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-ব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধা দনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ। তথোক্তম্,—

ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽননুভূতিত্বমাত্মনি স্যাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যা-হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-রমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়াস্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব্ব পদার্থ-প্রতীতির কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া থাকেন।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং অনুভবের অনুভবাত্বনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। এইরূপ উক্তও আছে যে,—'স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভব ও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির ন্যায় আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না।' সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে। এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না।

কিঞ্চ, অস্য সংবিদ্রূপস্যাত্মনোঽহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্যোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ। নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্যা অনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধনানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (†) জ্ঞেয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে,(‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধৃ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্য শাস্ত্রস্য শম-দমাদিনা। (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটী কি প্রকার? —উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অন্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্ব্বেই ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবান্তর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মনুষ্যত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন। (॥) অন্যত্রও উক্ত আছে যে, '[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে॥'

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) সংবিদা জ্ঞেয়স্যেতি (গ) পাঠঃ। (‡) মুখাদের্গ্রহণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্য শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।

(¶) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যত্বাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্রবুভুৎসু ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত—বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেঽপ্যহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ সুবচঃ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সন্তমসনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা। ন চেহ তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তি। অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ; ন, অজ্ঞা-নস্যাহঙ্কারাপনোদ্যত্বানভ্যুপগমাৎ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্। ন চ সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেঽপি জ্ঞানাশ্রয়ত্বাভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ।

সংবিদোঽজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতায়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-বিষয়ত্বাভাবেন জ্ঞানেন ন তদ্গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

---

আরো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও অহং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না; কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ দ্বারাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে; এখানে ত সেরূপ নিবারণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে। যদি বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে? না,—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত ও তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে। বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে কখনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

সংবিৎকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিৎকেই যখন আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিৎ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

---

(*) সংজ্ঞানেতি (খ) পাঠঃ।

এবাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ। অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদ্-শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত। অস্য চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্যাজ্ঞানস্য স্বরূপমেব দুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ। অতো ন কেনাপি প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিষ্-অদর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনু-গ্রাহকস্য চ। তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্। ন চ দর্পণাদির্মুখাদেরভি-ব্যঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ। তদ্দোষকৃতশ্চ তত্রান্যথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্তু আলোকাদিরেব। ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না। [কেন না;—] জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া থাকে। (*)। অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাশ্রিত সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। আর, সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না। অতএব, কোন-রূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না॥

৭২। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে। কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না। প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুতই

(*) তাৎপর্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়। পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়ীভূত কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অন্য বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না বা করিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদূরিত করিয়া দেয়। জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ অপনীত করিতে পারে না। অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না। এই কারণেই ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতোঽন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থতয়া সংবিদুপলব্ধের্ব্বস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধির্ব্বা। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-স্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ (†) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ-সুষুপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। ন হি সুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি (§) সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্"

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে। এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। [সাধারণতঃ] জাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাশ্রিত এই কারণেই তদাশ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাশ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুষুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও 'অহং' (আমি) ইত্যাকার আত্মস্ফূর্ত্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই সুপ্তোত্থিত হইয়া অর্থাৎ সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর এরূপ মনে করে না যে, 'অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থানুভবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিবোধাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) অবতিষ্ঠতে' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (§) এবং তর্হি' ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি। অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেদানীং সুখং ভবতি; তথা তদানীমস্বাপ্সমিত্যেবা প্রতিপত্তিরিতি; অতদ্রূপত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ। ন চাহমর্থস্যাত্মনোঽস্থিরত্বেন তদানীমহমর্থস্য সুখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ; যতঃ সুষুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু সুপ্তোত্থিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদমনুভূতম্' 'অহমেবেদমবোচম্' (†) ইতি পরামৃশতি। (‡) 'এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্' (§) ইতি চ পরামৃশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্? "ন কিঞ্চিদ্" ইতি কৃৎস্নপ্রতিষেধ ইতি চেৎ;

সর্ব্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম।' পরন্তু, 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইরূপেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে, তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমানই ছিল ॥ (*)

৭৩॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, ('সুখমহমস্বাপ্সম্' স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে সুখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে]। তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সরূপ)। অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর সুখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত 'আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,' এইরূপে স্মরণ করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে]। যদি বল, 'আমি এত কাল (সুষুপ্তিসময়) কিছুই জানিতে পারি নাই', [সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে? [হাঁ ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল? যদি বল 'কিছুই জানি নাই' বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) অহমেবৈতদবোচম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) এবমেতাবন্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(§) অজ্ঞাসিষমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং 'অহং'পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই তৎকালে 'আমিত্বে'র স্ফুরণ হয় না। রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে। 'অহং' ও আত্মা একই পদার্থ; সুষুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবকে আবৃত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে 'আমিত্বের' (অহংভাবের) স্ফুরণ হইবে। পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, 'আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম' বলিয়া আমিত্ব-সংবলিত সৌষুপ্ত সুখের স্মরণ করিয়া থাকে; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তি-কালে সুখের ন্যায় আমিত্বেরও সূক্ষ্ম ভাবে স্ফূর্ত্তি ছিল, নচেৎ অননুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্যৈবানুবৃত্তেঃ ; বেদ্যবিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ। (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্য কৃৎস্নবিষয়ত্বে ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্যাৎ। সুষুপ্তিসময়েঽপ্যনুসন্ধীয়মানমহমর্থমাত্মানং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায়া বিত্তেঃ সিদ্ধিমনুবর্ত্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি পরামর্শেন সাধয়ংস্তমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡)।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্যাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্ব্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ। 'অহং মাং

জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, 'আমি জানি নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদার্থেরইত অনুবৃত্তি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ব্ববিষয়ে নহে। সর্ব্ববিষয়ের প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে তোমার মতেই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুগত অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ' কথায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা পাইতে পারে। [কারণ, তাঁহারা ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না]॥ (§)

যদি বল, 'সুষুপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ— আত্মারও অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তি ও অনুভবের

(*) অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। (†) বেদনবিষয়োঽপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য।—সাধারণতঃ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র।' এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সুষুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা অক্ষুণ্ণই থাকে। জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই জ্ঞানের অভাবেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেববিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে। কারণ, তাহারা ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না। পরন্তু, পণ্ডিতেরা এরূপ কথা অনাদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হ্যনুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ; সাধু পৃষ্টং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুবৃত্তের্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েঽনুসন্ধীয়মানস্যাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তের্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোঽস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(†) প্রসিদ্ধো-ঽবিশদস্বানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। অত্র সুপ্তোঽহম্, ঈদৃশোঽহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবাত্মা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্য্যেব সাক্ষি-

---

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিব্যঞ্জক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয় ? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিদ্ধ যে অস্ফুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার.' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয়।

৭৪। অপিচ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্ব্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) ত্বয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। 'স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোঽস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-মহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে (†) স্বয়মবভাসমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে, ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্ ৮

যত্তু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ত্ততে ইতি; তদপেশলম্। তথা সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো ধর্ম্মমাত্রম্; যেন তদ্বিগমেঽপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত; প্রত্যুত স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানন্তু তস্য ধর্ম্মঃ, 'অহং জানামি, জ্ঞানং মে জাতম্' ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব। ১

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

---

'আমি জানি' এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্মৎ-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে। অতএব, সুষুপ্তিকালে অস্মৎপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়। আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'অহং'-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; অতএব, সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অনুবৃত্তি থাকে না, বলা হইয়া থাকে, তাহাও ভাল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটী আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে, অবিদ্যার ন্যায় অহংভাবের অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটী বর্ত্তমান থাকিবে? পরন্তু, অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। 'আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে', ইত্যাদি স্থলে আত্মার ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপিচ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) 'আত্মনা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহংশব্দ' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী, আমি বিদ্বান্' ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটী প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যস্ত আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্তান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল 'আত্মা ও অহংপদার্থ এক', এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি 'অহংভাব' বা আমিত্ববুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ফলে-ফলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম ফল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মধ্বংসের কামনা করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসন্ধত্তে 'অহং দুঃখী' ইতি, সর্ব্বমেতদ্দুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ্য কথমহ-মনাকুলঃ স্বস্থো ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে। স সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-কথা প্রস্তাবাৎ। ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্যাৎ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) ঽবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ; কিমনেন ? ময়ি বিনষ্টেঽপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্বা ন হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্ব্বমধিকারী প্রযততে। অতোঽহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃতয়া সিদ্ধস্য প্রত্যগাত্মত্বম্। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বঃ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্য্যাত্মা।

কাতর হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, 'পুনর্ব্বার আর যাহাতে দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,' এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ; [কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল আত্ম-প্রকাশ বিদ্যমান থাকে। ইহাতেই বা কি হইল ?—'আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিদ্যমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ অহং-পদার্থ ই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ, তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে। যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়, সে সকল 'অহং' আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গেঽবতিষ্ঠতে' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ। বিশিষ্ট বিশেষণটীর ব্যবহার-কালে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্ব্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয়। যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে। এই কারণে উহা বিশিষ্ট বিশেষণ। আর পদ্ম পুকুর' বর্ণন কর। এস্থলে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে উপলক্ষণ বিশেষণ বলে।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে (*)।

ন চ 'অহম্' ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্যাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্য। অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা। 'অহম্' ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোঽহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়-ত্যেব। ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ। শ্রূয়তে হি—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত। পরন্তু, যাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু)। অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে 'অহং-রূপেই প্রকাশিত হয়। (†)

তাহার পর 'অহং'রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটী অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের বিরোধী ; অধিকন্তু, অহংপ্রত্যয় বা আমিত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মকেও থাকিতেই হইবে। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না)। অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা। 'অহং'ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—'অহং'প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাহাদের অবিদ্যা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও 'অহং'

(*) 'যো যঃ' ইত্যারভ্য 'প্রকাশতে' ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (ম) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য,—ভাষ্যে "ন চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার 'অহং' রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটী অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টী বিষয় থাকা আবশ্যক। (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত হয়। (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। (৪) উপনয়, অভিমত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন। (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাধ্যের নির্দ্দেশ করা। পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অন্বয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যতিরেকী। তন্মধ্যে, এখানে "অহম্ ইত্যেব প্রকাশতে।" এটী প্রতিজ্ঞা। "স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ" হেতু। "যথা—ঘটাদিঃ" দৃষ্টান্ত। "স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা." এইটী উপনয়। "স তস্মাৎ" ইত্যাদি বাক্য নিগমন। আর, "যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে," এইটী অন্বয়ব্যাপ্তি। এবং "যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি" ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিপেদে—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" [বৃহদা০, ৩। ৪। ১০] ইতি "অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি", (*) [অথর্ব্ব-শিখা০, ১] ইত্যাদি। সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্য ব্রহ্মণো ব্যবহারোঽপ্যেবমেব, —"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ", [ছান্দো০, ৬। ৩। ২।]। "বহু স্যাং প্রজায়েয়," [তৈত্তি০, ৬। ২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" [ঐত০, ১। ১। ১] ইতি।

তথা,—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡)॥"
"অহমাত্মা গুড়াকেশ"। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্।"
"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"
"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে॥"
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।"

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—'বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে,—'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব', ইত্যাদি। অপর সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল 'সৎ'-শব্দ ও 'সৎ'-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—'আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-) ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব।' 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব'।

১। 'যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্ব্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।' 'হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ি—অর্জ্জুন!) আমিই আত্মা।' 'আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ছিলাম।' 'আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান)। আমিই সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।' 'আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) 'অহমেব চ সংবর্ত্তামি, ভবিষ্যামি' ইত্যেবং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকধৃতঃ পাঠস্তু মুদ্রণে বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিত-পুস্তকধৃতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দস্য, 'সৎ' ইতি প্রত্যয়স্য চ বিষয়ভূতঃ সন্ তদর্থঃ; 'মাত্র' প্রত্যয়েন পরস্পরবিকল্প রূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ; তেন অহঙ্কারশব্দৈঃ প্রাগপি 'অহং' প্রত্যয়ঃ সূচিতঃ। 'অহং' প্রত্যয়স্ফুটীকরণায় "হন্তাহমিমাঃ" ইতি বাক্যং প্রদর্শয়ামাহেন্। "বহু স্যাম্" ইত্যত্র "অস্মদ্ব্যাত্মনঃ" ইত্যনুশাসনবলাৎ 'অহং' প্র... লব্ধঃ। বহ্বৃচ উপনিষৎসু ঐতরাহংপ্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং "স ঐক্ষত" ইত্যাদিবাক্যোপন্যাসঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

(‡) এতদর্দ্ধং (খ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি। (?) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব "যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাম্" ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা।" "বেদাহং সমতীতানি।" [গীতা, যথাক্রমং ১৫,১৮। ১০,২০।২,১২। ৭,৬। ১০,৮। ১২,৭। ১৪,৪। ৭,২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্; কথং তর্হ্যহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে?—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ" ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-(*) প্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেঽহম্ভাব-করণহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহঙ্কারশব্দস্যাভূততদ্ভাবেঽর্থে চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা। অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজনাবমান-হেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাধকাপেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যৈব। যথোক্তং

সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।' 'আমিই বীজপ্রদ পিতাস্বরূপ।' 'আমি বহু অতীত বিষয় অবগত আছি।' ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অহংপ্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ভাল, 'অহং'ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'মহাভূতসকল (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সবিকার 'ক্ষেত্র'-সংজ্ঞায় অভিহিত]।' এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্‌ই অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কিরূপে?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল স্থানে 'অহং'রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং 'অহং'রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু বুঝিতে হইবে যে, 'অহং'ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার। অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে 'অহঙ্কার' বলা হইয়া থাকে। অভূত-তদ্ভাব অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয়-যোগে এই 'অহঙ্কার' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (†) এই অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না, সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ। চ্বিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে ঘঞ্। অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাঁহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার নাম অহংকার। যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে 'অভূততদ্ভাব' বলে।

ভগবতা পরাশরেণ,—"শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন।
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা"] [বিষ্ণুপু০ ৬।৭।১০-১১ ইতি।

যদি জ্ঞপ্তিমাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মন্যাত্মাভিমানে শরীরে জ্ঞপ্তিমাত্র-প্রতিভাসঃ স্যাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা। তদুক্তম্,—

"অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।
অবিদ্যাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে॥" [আত্মসিদ্ধি] ইতি (*)।

তথা চ,—

"দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।
নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ সুখী॥" [আত্মসিদ্ধি ইতি।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ। ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তঃ-প্রবেশনস্বভাবঃ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাত্মক। [দেখ] ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন,—'হে কুলনন্দন! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক!) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, [তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর]।'

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে। আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষ, উক্ত ন্যায় বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যানুসারে এবং অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞাতা (আত্মা) 'অহং'রূপেই প্রকাশ পায় [বুঝিতে হইবে]।' আরও আছে,—'দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সুখসম্পন্ন।' 'অনন্যসাধন' অর্থ—স্বপ্রকাশ। 'ব্যাপী' অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাহেতু সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট।

(*) তাৎপর্য্যং,—'অহং জ্ঞাতা' ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ। স্থিরত্বাস্থিরত্ব-বৈষম্যং—ন্যায়ঃ। উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ। অনন্তরোক্তা 'ভ্রান্তিসম্বন্ধ—অবিদ্যাযোগঃ, অহমর্থজ্ঞানাশ্রয়ে স্থূলোঽহমিতি ভ্রান্তেরযোগ ইতি বা।

অর্থাৎ, 'আমি জ্ঞাতা' বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ। এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি। অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিয়ত সম্বন্ধ, আর জ্ঞানের যে অস্থিরত্ব বা সর্ব্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে ন্যায়। পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এস্থলে আগম। অব্যবহিত পরেই যে ভ্রম-সম্ভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্রত্য 'অবিদ্যাযোগ' কথার অর্থ

যত্তুক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষস্য শাস্ত্রবাধ্যত্বমিতি। কোঽয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষস্যান্যথাসিদ্ধিঃ। অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ; ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাস্যতে ইতি চেৎ; ন, অন্যোঽন্যাশ্রয়ণাৎ। শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব স্যাৎ। অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেঽপি শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধকমিতি। তন্ন; দোষমূলত্বে জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিৎকরম্; রজ্জু-সর্প-

[শাঙ্করমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, 'সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমাশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য।' [এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্যথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদি বল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ। [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্য এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের ন্যায় ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্যত্র কোথাও পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে। [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।]

আপচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে? [উভয়ের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা 'পর' বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্ব্বিশেষবস্তুনির্ণয়ে সতি শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।　　(†) তদিতি (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোঽয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ' ইত্যুক্তেঽপি ভয়ানিবৃত্তিদর্শনাৎ। শাস্ত্রস্য চ দোষমূলত্বং শ্রবণবেলায়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দ্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাসরূপত্বান্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্তু সম্ভাব্যমানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্ধূতনিখিলবিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাতবিরহাচ্চ। নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূলত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবত্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করে। (†) এ কথা ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহারো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদোন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকায় জানা যায় যে, শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা হইতে পারে না]।

আরো এক কথা,—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভাবনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায় না; কারণ, উহা সর্ব্ববিষয়-বিরহিত। নির্ব্বিষয় [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে পারে না। যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাহা স্বতঃই অবিষয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষমাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অন্যান্য প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্ত্তী জ্ঞান বাধক হয়। এই কারণেই "ইদং রজতং," (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী "নেদং রজতং" (ইহা রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী, আর প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্ব-হেতু উহা দ্বারা পূর্ব্বতন ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

নন্ বাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোঽস্মাকমপ্যস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যাবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিদ্যামূলত্বেঽপি প্রত্যক্ষবিষয়স্য (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্য সদদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্ব্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদযুক্তম্, অবাধিতস্যাপি (†) দোষমূলস্যাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরাগোচর-গিরিগুহাসু বসতস্তৈমিরিক-জনস্যাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্য সর্ব্বস্য তিমির-

---

যখন] স্বপক্ষ-সাধনে অনুকূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

১৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাঙ্করমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত প্রতীতি-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্যরূপ প্রতীত হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি ?—কেন না, যাহা প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারীই হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিদ্যামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারাই প্রত্যক্ষবিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয় ; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সৎ-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমাণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু, [অন্য সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন) লোকের অদৃষ্ট গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূলস্য বিষয়স্যেতি (গ) পাঠঃ।

(†) যস্য চ দুষ্টং করণং, যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ। অতো দোষমূলত্বং বাধকপ্রত্যয়শ্চ প্রত্যেকং মিথ্যাত্বসাধকাবিত্যাশয়ঃ। ইতিকৃতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োঽস্তীতি ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যৈব, দোষো হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যৈবেতি। ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ, বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্য-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুঝিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্য্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র বিশেষ হয় না, তাহার ফলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়) তুল্যরূপই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে; কারণ, জানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্য্যশক্তির তারতম্য হয় না। যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ বুঝিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীর জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে]। [এ বিষয়ে দুইটী অনুমান এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তাহাও মিথ্যা। (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তিনিও মিথ্যা। (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রত্বমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (ঘ) পাঠঃ। (‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—অনুমান মাত্রেই একটী ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে তিনটী অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে। প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। অর্থাৎ এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃষ্ট, অথচ মিথ্যা। দ্বিতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্য হস্ত্যাদিজ্ঞানস্যাসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিদ্যামূলত্বেনাসত্যস্যাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্যাসত্যত্বাভাবাৎ। তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য। ন হি 'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্যচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে। দর্শনন্তু বিদ্যতে, অর্থা ন সন্তীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ। মায়াবিনো মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্য চ হেতুঃ; তত্রাপি জ্ঞানস্যাবাধিতত্বাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ; সত্যেবাদষ্টেঽপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দষ্টবুদ্ধিঃ; সত্যেব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ। এতেষাং সংবেদনানামুৎ-পত্তিমত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে।

১১। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিদ্যা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা; কেন না, [জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তখনও নষ্ট হয় না। কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,' এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় সকলই বিদ্যমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে। মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই। বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে। স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে। শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে। [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয়। উল্লিখিত সকল জ্ঞানই উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয়; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায়॥

(*) বিষবুদ্ধিরিতি (খ) পাঠঃ।

হস্ত্যাদীনামভাবেঽপি কথং তদ্‌বুদ্ধয়ঃ সত্যা ভবন্তীতি চেৎ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ। অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব হ্যালম্বনত্বেঽপেক্ষিতম্; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোঽসত্য-ইত্যবসীয়তে। অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যৈবেত্যুক্তম্।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাৎ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ।

শব্দ-স্ফোট বিচারঃ।

নন্বু বর্ণাত্মনা প্রতিপন্না রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মত্বসত্যা। নৈবম্, বর্ণাত্মতায়া অসত্যায়া উপায়ত্বাযোগাৎ। অসতো নিরুপাখ্যস্য হ্যুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নঞ্চ। অথ তস্যাং বর্ণবুদ্ধেরুপায়ত্বম্? এবং তর্হ্যসত্যাৎ সত্যবুদ্ধির্ন স্যাৎ, বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব। উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্ব্বর্ণ-বুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ। রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্যামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটী আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটী বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত' সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবধারিত হয় মাত্র; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে। ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যাসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে। না,—এরূপ, হইতে পারে না; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না। যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায়? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে; অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ব্ববর্ণাত্মকত্বস্য স্থূলভত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ব্ববর্ণ-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি। হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্য চ সত্যত্বাৎ। রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্য শব্দস্য নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেঽপ্যসত্যাৎ সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্তস্যৈকস্যৈব শব্দস্য তত্তন্নাদাভিব্যঙ্গ্য-স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ। শব্দ-

---

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে?

আর যদি বল, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়, শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡) তজ্জন্যই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না]। বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল? (অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ?)। আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য গবয়ের (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য; সেই সাদৃশ্য ত সত্যই বটে।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে; কারণ, একই শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে। [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ)।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম 'সংকেত'। এই সংকেত দুই প্রকার (১) আজানিক, (২) আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ।" তন্মধ্যে, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরদত্ত সংকেত আজানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম। আর অধুনাতন লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম।

স্যৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্ব্বোধকস্যৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দত্বাৎ। অতোঽসত্যাচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্দুরুপপাদা ॥৭৭॥

নন্বু, নঃ শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্ ; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি বোধ্যত্বাৎ। উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হ্যসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরস্তনিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ। যদোপায়স্তদাঽস্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি বুদ্ধেঃ। নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ। ততঃ কিম্? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাপি

অসত্য হইতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক 'গ' প্রভৃতি বর্ণ সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-রূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্র যখন 'সৎ' বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ন্যায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না? তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ব্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না। [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা বাহত হয় না। না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে 'শাস্ত্র সৎ' এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই হইবে? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

---

(*) তাৎপর্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার স্ফোটবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে। পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদী। তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ ধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটী শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 'স্ফোট'। "স্ফুট্যতে—বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটঃ।" ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই স্ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক, বর্ণময় শব্দ নহে।

বিশেষ কথা এই যে,—স্ফোট স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যঞ্জক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত স্ফোট শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে। সুতরাং এ মতে আরোপিত —অসত্য স্ফোট হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না। কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা যে বিভিন্নাকারে স্ফোটাভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন? অধিকন্তু, অর্থবোধের জন্য যে একরূপ স্ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময় শব্দের শব্দত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় স্ফোট-শব্দের কল্পনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাষ্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাগ্নেরপি মিথ্যাত্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ। তত্তু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনন্তু তস্যৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকুতর্কপরিহসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপাদীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য।' এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-মূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (†) যাউক, আর অব্যবস্থিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বাধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ইতঃপূর্ব্বে শাঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহারা বলে, "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।" (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্ব্বং অস্তি' অর্থাৎ 'সমস্তই সৎ—শূন্য নহে' বলিয়া শূন্য বাদের বাধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে. দোষমূলত্বনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে! তাই বলিয়াছেন যে,—

"বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধানৃতো বুদ্ধি-ফলে তথানৃতে যূয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ।"

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধ-ফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক্ষ।

// যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্ব্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদীনীতি। তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্ব্বান্তরত্বং,(*) সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বনিয়মনমিত্যাদ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতস্তদাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ 'ত্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য। প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (†)। অত্রাপ্যারম্ভণাধিকরণে [ব্রহ্মসূ০, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ॥

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০, ১। ১। ৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ॥

৭৯। আর যে, "সদেব সোম্য! ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে সৎ-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব,) নিমিত্ত কারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা,) সর্ব্বান্তর্যামিতা, সর্ব্বাশ্রয়তা ও সর্ব্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া ['হে শ্বেতকেতু!] পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক—অভিন্ন'; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরব্ধ হইয়াছে। বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভণাধিকরণে (২য় অধ্যায়। ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্ব্বক নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব (দুর্জ্ঞেয়ত্ব,) সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্ব্বিকারত্ব,) সর্ব্বভূত-কারণত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি শুভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(*) সর্ব্বান্তরাত্মত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি°, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্যস্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামানাধিকরণ্যম্। তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈগু'ণৈস্তত্তদ্গুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা, অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি, সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্তমানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি, একস্যৈব বস্তুনোঽনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।

'ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত সত্যাদি পদের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের নিয়ম, (শুধু একটী বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে)। বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থপরত্ব, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য'। সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা সত্যত্বাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী হইবে কেন?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যত্বাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য অর্থ রক্ষা পায়; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই পদগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণবিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। [কারণ, সামানাধিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা আবশ্যক]। বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে। পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই সামানাধিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যমিতি হি শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র (*) 'অদ্বিতীয়পদং' গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং (†) ন সহতে ; অতঃ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। কারণতয়োপলক্ষিতস্য তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। অতো হি লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগু'ণমেব ; অন্যথা 'নিগু'ণং নিরঞ্জনম্' ইত্যাদিভিবিরোধ-

---

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটী মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন (‡) ॥

৮০। [শাঙ্করমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিস্থিত 'অদ্বিতীয়'-পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ্য করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এরূপ বলিলেই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য রক্ষা পায়। অতএব, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়' নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, 'তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী'। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগু'ণ ভিন্ন সগুণ হইতে পারেন না ; নচেৎ ['ব্রহ্ম] নিগু'ণ ও নিরঞ্জন,' ইত্যাদি নিগু'ণত্ব-বোধক শ্রুতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়' ইতি (গ) পাঠঃ।	(†) সজাতীয়তাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—এই বিচারটী শব্দশাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং এ বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী বুঝান অসম্ভব। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিযোগে বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দশাস্ত্রানুসারে তাহাকে 'সামানাধিকরণ্য' বলা হয়। সামানাধিকরণ্যের একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত' বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, 'প্রিয়'-পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে 'সামানাধিকরণ্য' হয় না ; যেমন দুইটী গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম্ম এক—অভিন্ন, সুতরাং সামানাধিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার আলোচনা করা যাউক, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই স্থলে 'ব্রহ্ম' পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাধিকরণ্যাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মগুলিকেই ঐ সকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ 'সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব' ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাধিকরণ্যও হইতে পারে না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয়।

শ্চেতি। তদনুপপন্নম্, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্রন্তর-নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদদ্বিতীয়পদস্য। তথৈব বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—"তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ? ইতি চেৎ ; সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব" ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্য্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্, ইতি তদেব 'অদ্বিতীয়'-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে। সর্ব্বনিষেধে হি স্বাভ্যুপগতাঃ সিষাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ। সর্ব্বশাখা-

---

সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না ; কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি আছে যে, তাঁহার কার্য্যে অন্য কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই। 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন [আমি] বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন', ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে 'অদ্বিতীয়' বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] 'হে সোম্য এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল।' এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্ম্মাণকার্য্যেও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর থাকা সম্ভব ; 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে,নিবারিত হইয়াছে ; ইহা বেশ বুঝাযায়। 'অদ্বিতীয়'পদে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও ব্রহ্মেতে] নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মটীও এ স্থলে তোমারই পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে। (†) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপপন্নম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকা আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যতগুলি গুণের নির্দ্দেশ আছে ; সন্দিগ্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুক্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয়। ইহাই 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়ের' স্থূল অর্থ।

শঙ্করমতে বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্যায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ব্বশাখাসু কারণান্বয়িনাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ। অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে॥৮০।

ন চ নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেষাং—"নির্গুণং" "নিরঞ্জনং" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদীনাম্। জ্ঞানমাত্রস্বরূপবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি; ন তাবতা (*) নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। জ্ঞানস্বরূপস্যৈব তস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্॥

বেদ-শাখায় জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে; ঐ রূপ গুণ নির্দ্দেশ করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব; তদনুসারেও) জানাযায় যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নির্গুণ নহে)॥ ৮০॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যনিচয়ের সহিত যে, কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে; কারণ [তিনি] 'নির্গুণ' 'নিরঞ্জন' (দোষসম্পর্ক-রহিত,) 'নিষ্কল (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে]। আর যে সকল শ্রুতিতে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল জ্ঞানময় স্বরূপটীই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা' বলিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা নহে। কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না]। আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন। যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতিতেও তাঁহার নির্ব্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করা হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না; কারণ 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়' ন্যায়টী এস্থলে অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে। কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্ত প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ইহাই কারণ-বাক্যের স্বভাব। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্থলেও সেই 'সর্ব্বশাখপ্রত্যয়' নিয়মানুসারেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বুঝিয়া লইতে হইবে; নচেৎ কারণ-বোধক অন্যান্য শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

(*) ন তাবৎ ইতি (পাঠান্তর) পাঠঃ।

জ্ঞাতৃত্বমেব হি সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "তদৈক্ষত", "সেয়ং দেবতৈক্ষত", [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি," [ঐত০, ১।১]। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্," [কঠ০, ২।৫।১৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥"
[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥"
[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি; সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাঞ্চ ॥ ৮১ ॥

নিম্নোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্যও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা –আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।' 'যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।' 'উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটী জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটী অজ্ঞ—জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটী ঈশ্বর, অন্যটী অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।' 'ঈশ্বরেরও সর্ব্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে আরাধনা করি।' 'তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।' 'এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উভয়ই সত্য।' ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুর্ণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ "অপহতপাপ্মেত্যাদ্যপিপাস" ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুর্ণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবা-দন্যতরস্য মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে", [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যা । ব্রহ্মগুণানারভ্য, "তে যে শতম্" ইত্যনুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্ত্বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীয়ং শ্রুতিঃ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। (*) ॥ ৮১ ॥

৮২। স্বয়ং শ্রুতিই যখন 'অপহতপাপ্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অপিপাস' পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া 'সত্যকাম, সত্যসংকল্প' বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন। [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুর্ণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ নিগুর্ণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, সগুণ ও নিগুর্ণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—'ইহাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুল্লেখ করিয়া—'সেই যে শতগুণ আনন্দ', ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না; 'ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]'; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি যত্ন সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন।

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানস্য সর্ব্ববিষয়ত্বং, তচ্চ চ সমষ্টি-ব্যষ্টিসৃষ্টিসমুপযোগিত্বং জ্ঞাতৃসর্ব্বজ্ঞত্ব চ দর্শিতং "তদৈক্ষত" ইত্যাদিত্রয়েণ। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যত্র চেতনবহুত্বযুক্তং কামপ্রদত্বং। "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যত্র জ্ঞাতৃত্বমীশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। "তমীশ্বরাণাং" ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি। ঈশ্বরত্বং নিয়ন্তৃত্বম্, নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবত এব নিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়মনস্য জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিয়ন্তৃত্বেন জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা না হইলে আর ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং 'ঈশ্বর' বলায়ই তাঁহার জ্ঞাতৃধর্ম্মও সিদ্ধ হইতেছে।

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি। বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্গুণান্ সর্ব্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহর-বিদ্যায়াম্, "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ্ গুণ প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ। ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি," [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুত্যৈব সিদ্ধম্।

'সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য ফল ভোগ করেন'। ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন। 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বকাম ভোগ করে'; ইহার অর্থ এই যে, 'কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভীষ্ট—কল্যাণময়গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন।' 'তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে।' এই 'দহরবিদ্যা'-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশেই 'সহ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, 'পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইয়েছে (*)॥

(*) তাৎপর্য্য. 'দহর' অর্থ অল্প, হৃৎপদ্মটী পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে শ্রুতিতে তাহাকে 'দহর' বলা হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবতই ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি। ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই 'দহর' শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় ইহাকে 'দহরবিদ্যা' বলা হয়।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্য হইতে পারে না; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্য-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে। এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনায় যখন 'আনন্দ' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য সূচনার জন্যই যখন শ্রুতিতেও 'ব্রহ্মণা সহ' বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলা যায় না। অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়'। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনায় উপাস্য-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্যের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্য আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না। অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

"যস্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্", [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-ন্মোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ।

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" [তৈত্তি০, আন০, ৬।১ ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসদ্ভাব-সদ্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসত্তাঞ্চ বদতি। অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি। জ্ঞানঞ্চোপাসনাত্মকম্, উপাস্যঞ্চ ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ," ইতি ব্রহ্মণোঽনন্তস্যাপরিমিতগুণস্য (*) বাঙ্মনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম 'এতাবৎ' ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। অন্যথা, "যস্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" তি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বল, 'যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম-ত্মাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায়।' এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও 'সৎ' বলিয়া জানিবে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসদ্ভাব কথিত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্য, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে 'এতাবৎ'—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত' বা 'এইরূপ' বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না ; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে 'তিনি যাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

(*) অপরিচ্ছিন্নগুণস্য ইতি (খ) পাঠঃ।

যত্তু, "ন দৃষ্টেদ্র'ষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্", (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি শ্রুতির্দৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং পশ্যেঃ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব পশ্যেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্। অথবা, দৃষ্টের্দ্রষ্টারং মতের্মন্তারং জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্স্বেতি বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্", [বৃহদা০, ৪।৪। ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

"আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬। ১] ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-স্বরূপং প্রতীয়তে ইতি যদুক্তম্, তজ্জ্ঞানাশ্রয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-বদতীতি পরিহৃতম্। জ্ঞানমেব হ্যনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে। "বিজ্ঞান-

---

'বিজ্ঞাত।' ['যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে জানে।' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে 'মত' ও 'বিজ্ঞাত' বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, 'দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে না]' এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মননের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কুতার্কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার চেতনত্ব ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কুতার্কিকগণের কুতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং 'দ্রষ্টা', 'মন্তা' হইলেও তাহাকে 'দৃষ্টি' ও 'মতি' রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, 'তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মননের প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা কর।' এইরূপই 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং' শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ 'বিজ্ঞাতাকে মানুষ কিসের দ্বারা জানিবে' ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, "আনন্দো ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; এইরূপে যে, একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও 'ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই

ষানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫। ৯। ২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তি০-আন০, ৮। ৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯। ১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দ্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিত্বানন্দি জ্ঞাতৃত্বমেব হ্যানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪। ৪। ১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬। ৪। ১৯ “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [বৃহদা০, ৪। ৪। ১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃৎস্নস্য

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটী সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাহা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’। ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দ্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্, এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’। ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই. যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না) দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে। এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোল্লিখিত শ্রুতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মনুষ্যাপেক্ষা যতই অধিক আনন্দ হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ আনন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্ব্বাধিক্যই এখানে ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মনুষ্যাদের একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্তর্য্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যনীক-নানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং ব্রহ্মণো নানাত্বং শ্রুতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্। নানাত্ব-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-গতং নানাত্বং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", [তৈত্তি০, আন০, ৭। ২] ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্; তদ-সৎ; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (*) শান্ত উপাসীত", [ছান্দো০, ৩। ১৪। ১] ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি, সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তি-র্বিধীয়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদভিন্নং জগদ্-

---

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র; কিন্তু '[আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাত্ব, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই; ইহা দ্বারাই সেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল। যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই 'বহু ভবন' শ্রুতির অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্ব্বোধ্য; শ্রুতি প্রথমে সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, 'সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় উপস্থিত হয়।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে, ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, 'এই সমস্তই ব্রহ্মময়,' 'সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শান্তির (দ্বেষ-হিংসাদি ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শান্তচিত্ত

(*) 'তজ্জলানিতি' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদ-মুচ্যতে,—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," [তৈত্তি° আনন্দ°, ৭ ১] ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

"যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥" (*)
[গরুড়পু°, পূ°, ২৩৪। ২৩]

ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব॥

যদুক্তম্, "ন স্থানতোঽপি", [ব্রহ্মসূ°, ৩। ২। ১১] ইতি সর্ব্ব-বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র বক্ষ্যতি। "মায়ামাত্রং তু", [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তির্য্যক্ (পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে 'ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়' বলা হইল কিরূপে? [উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—'এই সাধক যখন অদৃশ্য, অনির্ব্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে সর্ব্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শান্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাসুদেবের চিন্তা না করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রন্ধ্র, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই চিত্তের বিকার' ইত্যাদি। বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার 'অন্তর', অর্থাৎ অবকাশ, তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর যে, "ন স্থানতোঽপি" সূত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে। আর, "মায়ামাত্রং তু" সূত্রেও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক্ জাগ্রৎ

* গরুড়পুরাণে তু "সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ-জড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং চাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।" ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্মেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতাবস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোঽন্যদপারমার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" [গীতা০, ১০।৩]

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" [গীতা০, ৯।৪-৫]

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥" [গীতা০, ৭।৬-৭]

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" [গীতা০, ১০।৪২]

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই 'মায়ামাত্র' বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে] 'যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্ব্ব জগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।' 'সমস্ত ভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।' 'আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়। হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) 'ইতি পারমার্থিকত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ। (†)
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

অব্যয় (নির্ব্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করিতেছেন ' 'যেহেতু আমি ক্ষর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কূটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] 'হে মুনে! তিনি (ভগবান্), সর্ব্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব্ব জগতের আত্মাস্বরূপ; তিনিই ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয় শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুমহৎ দেহ ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন। মানস তেজঃ, শারীর বল, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীর্য্য এবং শক্তি প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট। সেই সর্ব্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ বিদ্যমান নাই। তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি এবং 'পরমেশ্বর' নামে অভিহিত হন। যাঁহার প্রভাবে লোকে জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্ম্মল ও একরূপ। তিনি দৃষ্ট হন,

---

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ভূতবর্গঃ' ইতি পাঠঃ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটঃ' ইতি (খ, গ,) পাঠঃ।

(§) তৎপরবা, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। তন্মধ্যে, অনাত্ম দেহাদিতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা। বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, যাহার ফলে 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা। সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ। দুঃখ ও দুঃখ সাধন বিষয়ে যে, অপ্রীতিভাব, তাহার নাম দ্বেষ। দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ। উল্লিখিত এই পাঁচটিই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া 'ক্লেশ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥"
[বিষ্ণুপু০,৬ অং০, ৫ অঃ, ৮৩-৮৭]

"শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭২-৭৫]
"জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭৯]
"এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অনুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'হে মৈত্রেয় ! সর্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে 'ভগবৎ'-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে মুনে ! 'ভ'কারের দুই অর্থ—সংভর্ত্তা (পালনকর্ত্তা) ও ভর্ত্তা (ধারণ-কর্ত্তা)। 'গ'কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীর্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম 'ভগ'। তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন। 'ব'-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্ব্বিকার)। অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জ্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ, এই কয়টী 'ভগবৎ'-শব্দের অর্থ। হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম 'ভগবান্'-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না।

(*) তাৎপর্য্য, এখানে 'ঐশ্বর্য্য' অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা ॥" তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর মত সূক্ষ্মতা-লাভের শক্তি। লঘিমা—তুলার ন্যায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা। প্রাকাম্য—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি। ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা। বশিত্ব—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি। কামাবশায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা। অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐসকল ঐশ্বর্য্য নিত্যই সিদ্ধ আছে।

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ, হ্যন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৫। ৭৬-৭৭]
"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥
দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্ম-নিমিত্তজা॥
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা।" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭। ৬৯-৭২]
"এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫১]
"পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপ-বর্ণাদিনির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ॥
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই 'ভগবৎ'-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই) নিরুপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্ভিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়। হে নৃপ ! পূর্ব্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রাকৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ !' তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি রূপে নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম্মরূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অযত্নসম্ভূত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত।' 'বিষ্ণুনামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্ব্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জ্জিত।' 'উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জ্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি একমাত্র 'অস্তি' (সৎ) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র আছেন, এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।'

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥
তদেব সর্ব্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥" [বিষ্ণুপু০, ১। ২। ১০-১৪]
"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনামা (‡) স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥" [বিষ্ণুপু০,৬।৪। ৩৮-৩৯]
"দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষু চ স্থিতে ॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫৩-৫৫]
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

'তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্ব্বিকার), অব্যয়, সর্ব্বদা একাকার এবং হেয় গুণ-রাহিত্যবশতঃ নির্ম্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে তিনিই অবস্থান করেন।'

'আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি; তাহারা উভয়েই পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সর্ব্বাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বিষ্ণুনামে বর্ণিত হন'। 'সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ দুইটী যথাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম 'অক্ষর,' আর সমস্ত জগৎ 'ক্ষর' বলিয়া কথিত; এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।' 'বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাঁহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্ব্বগামিনী

(*) 'সৎ ব্রহ্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) 'অক্ষয়ম্' ইতি (খ) পাঠঃ।　‡ মূলে তু 'বিষ্ণুর্নামা' ইতি পাঠঃ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৭। ৬১-৬৩
"প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ।
যথা সক্তো জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ॥" বিষ্ণুপু০, ২।৭।২৯-৩১]
"তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ॥" বিষ্ণুপু০, ১।২২।৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্তচ্ছব্দসামান-

---

হইয়াও যে অবিদ্যাময় কর্ম্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার সংসার-সন্তাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সেই অবিদ্যাবশেই আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্ব্বভূতে অবস্থান করে।' 'হে মহামতে! প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জল-কণা বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর পৃথগ্‌ভাব সমুৎপাদন করে।' হে মুনিবর! এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য; কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয় মাত্র।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম স্বভাবতই নিত্য-নির্দ্দোষ, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সংযমন করেন। তাহার পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের শরীর, এই কথাটি শরীর, রূপ, তনু, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং "তদেতৎ সর্ব্বমেবৈতৎ" এই

ধিকরণ্যেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্য-পাপাত্মককর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রূপার্থাকারতয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

"প্রত্যস্তমিতভেদম্" ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষসংসৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদ্গতভেদরহিতত্বেন তদ্ভেদবাচি-দেবাদিশব্দাগোচরং জ্ঞানসত্তৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগযুঙ্মনসো ন (†) গোচরইত্যুচ্যতইতি; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেষজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্ প্রত্যাহারপর্য্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণাসিদ্ধ্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্য

'তৎ'-পদের সামানাধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে। অনন্তর, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্ম্মরূপ যে অবিদ্যা, তদধিষ্ঠিতরূপে অবস্থান করেন; তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় জ্ঞানরূপটী ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন (নির্ব্বিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও মিথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যস্তমিতভেদম্" (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বদ্ধ আছেন সত্য, তথাপি তাঁহার স্বরূপটী সেই সকল ভেদ-সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-স্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধির'ও অগম্য। 'প্রত্যস্তমিত' কথায় এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটী কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই প্রকরণে প্রথমতঃ যোগানুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং 'প্রত্যাহার'

(*) অচিদ্রূপ-তদর্থা' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) অগোচরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) ইতি। তদুচ্যতে' ইতি (ক) পাঠঃ।
(§) উক্ত্বা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং * ভাবনাত্রয়ান্বয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্য কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবিরহিণোঽচিদ্বিযুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধ্যেয়তয়া যোগযুজোঽনালম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমমূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তঞ্চ, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বাপত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকর্ম্মরূপাবিদ্যা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদসাধারণম্ "আদিত্যবর্ণম্" ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়ইত্যুক্তম্ ॥

পর্য্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া 'ধারণা'-সিদ্ধির উত্তম আশ্রয় নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞনামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অশুভ হয় বলিয়া,—কর্ম্মময় অবিদ্যারহিত, এবং জড়বিযুক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধ্যেয়; সুতরাং যোগযুক্ অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাত্মক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত 'ধারণার' উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্ম্মভাবনা জনকাদীনাং, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উভয়ভাবনা চতুর্ম্মুখস্য ইত্যধিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(+) তাৎপর্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আট প্রকার যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"। (যোগ-সূত্র ।২।২৯): তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও পরদ্রব্য গ্রহণ না করা। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্যা, ইষ্টমন্ত্র-জপ ও শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরে প্রণিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করা। আসন—অদুঃখকর ও সুখকর অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিগ্রহোপায়—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্ম্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটী অঙ্গ একই বিষয়ে সম্মিলিত হইলে তাহাকে 'সংযম' বলে।

অত্র পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং "প্রত্যস্তমিতভেদং যদ্"ইত্যাদ্যুচ্যতে। তথাহি,—

"ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ ॥
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্ ॥
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ ॥"

[বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মুখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্ত্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়ানর্হতামুক্ত্বা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্যোগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

"আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্ত্তিনঃ (‡) ॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আত্মার নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ স্বরূপটী যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ", অর্থাৎ যাহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে। দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—'হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপটী যোগযুক্ (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না। কারণ, ঐ পরম পদটী একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয়। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও একটী বিচিত্র রূপ আছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে।' আরও আছে যে, লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) ও সনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং যাহারা প্রথমে সংসারাবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দ্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ; এই কারণে তাহাদিগকেও ধ্যানের অশুভ আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্ম্মফলে সংসারের বশবর্ত্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও ধ্যাতাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারে না। আর যাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) 'ইতি' (খ, গ) পাঠঃ।

(†) 'সিদ্ধিবিরহাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'কর্ম্মজনিতাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

পশ্চাদুদ্ভূতবোধাশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ।
নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ॥
তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ।"

[ভবিষ্য পু০, বিষ্ণুধর্ম, ১০৪ অ০, ২৬-২৮]

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্। অতোঽত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে॥ ৮৬॥

"জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মনো দেবমনুষ্যাদ্যর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তিরিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ। ন হি শুক্তিকায়া মিথ্যারজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি। জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতের্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্যার্থাকারতা ভ্রান্তিরিত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বমুক্তং স্যাদিতি চেৎ; তদসৎ, ‡ অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তাঁহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্যের আরাধনা-লব্ধ। অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়।' ইত্যাদি বাক্যে মহর্ষি শৌনকও অপর-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটীকে উপাসকদিগের শুভাশ্রয়—শুভাস্পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে পারে না॥

৮৭। আর তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে। কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি; কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাত্ব বলা হয় নাই। শুক্তিকাতে যে, রজতের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই তাহা হইয়া যায় না। যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র; এই কথার ফলেই সমস্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সমস্ত দোষশূন্য, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্ব্বাতিশায়িনী

---

‡ চেৎ, ন' ইতি (খ) পাঠঃ।

সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-মেবোপপাদয়িষ্যতে। অতোঽয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ। তথাহি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি; যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০,১] ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥" [মহাভা০, আদিপ০, ১,২৭৩]

ইতি শাস্ত্রেণাস্যার্থস্যেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে। উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-কৃতবেদতত্ত্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্। সকলশাখানু-গতস্য বাক্যার্থস্যাল্পভাগশ্রবণাদ্ দুরবগমত্বেন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাদুপ-বৃংহণং হি কার্য্যমেব॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি, তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধও নহে। অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা এই কথার সমর্থন করিব। অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—'যাহা হইতে সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, 'ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ আমার মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।' এই শাস্ত্রানুসারেও জানা যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক। 'উপবৃংহণ' শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাঁহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বদ্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের 'উপবৃংহণ' অবশ্য কর্ত্তব্য।

(*) বেদতত্ত্বার্থানাম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলব্ধপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

"সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি॥
যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীদ্যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্টাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু "যতশ্চৈতচ্চরাচরম্" ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্টত্বাৎ, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্ম্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্টম্। তস্য চোত্তরম্—"জগচ্চ সঃ" ইতি॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপকয়োর্বস্ত্বৈক্যকৃতম্। "যন্ময়ম্" ইতি প্রশ্নস্যোত্তরত্বাৎ "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য। "যন্ময়ম্" ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'হে মহাভাগ, ধর্ম্মজ্ঞ এই জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরেও যেরূপে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরময় এই সমস্ত জগৎ যৎস্বরূপ, যাহা হইতে সমুদ্ভূত ও যেরূপে যাহাতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি' ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে 'যাহা হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হয়' এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে এবং 'যন্ময়' কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্ম্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ 'তিনিই জগৎস্বরূপ' বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপক-ভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, "জগচ্চ সঃ," এই সামানাধিকরণ্যোক্তিতে 'যন্ময়' প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 'যন্ময়' শব্দের পরে যে, 'ময়ট্' প্রত্যয় আছে

(*) 'ময়ড়্' ইতি গ, ঘ পাঠঃ।

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, "জগচ্চ সঃ" ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ। তদা হি (*) বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ। অতঃ প্রাচুর্যার্থএব "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা॰, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্। কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব, তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্য প্রতিবচনং "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং জগদ্-ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে। অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনপরে শাস্ত্রেঽভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে।

তাহার অর্থ 'বিকার' (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না। আর 'প্রাণ-ময়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেরূপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সঙ্গত হইত না, বরং স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে 'জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ' বলা উচিত ছিল। অতএব, "তৎ-প্রকৃত বচনে ময়ট্" সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১)। বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার প্রচুরতর সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। এই কারণেই 'যন্ময়' প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, "জগৎ চ সঃ," (জগৎও তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা, এইরূপ শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ থাকায়ই 'জগৎ চ সঃ' বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্-প্রত্যয় হইয়া থাকে। কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিকারার্থে—মৃন্ময় (মৃত্তিকার বিকার)। অবয়বার্থে 'পাষাণময়' (পাষাণের অংশ)। প্রাচুর্য্যার্থে—'ব্রাহ্মণময় গ্রাম' (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম)। স্বার্থে—'বাঙ্ময়' (বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে)। এখন দেখিতে হইবে, 'যন্ময়' স্থলে কোন্ অর্থে ময়ট্প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এস্থলে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে 'এই জগৎ যাহার বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু 'যতশ্চ' অর্থাৎ 'যে উপাদান হইতে' এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে অবয়বার্থও সঙ্গত হয় না, কারণ 'যতশ্চ' প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও "জগৎ চ সঃ," এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক, [illegible], এবং অন্তর্য্যামিরূপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এইকারণে জগতে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে 'যন্ময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে। তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্য কিমধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপস্যৈকস্য প্রশ্নস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং স্যাৎ। জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাধিকরণ্যে সত্যসংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যনীকতা চ বাধ্যেত, সর্বাশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ। আত্ম-শরীরভাব এবেদং সামানাধিকরণ্যমুখ্যবৃত্তমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (শ) সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য, জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রহেণোক্তমর্থং "পরঃ পরাণাম্" ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্মভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, "অবিকারায়" ইতি শ্লোকেন প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্ত্তি-প্রধান-কাল-ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি। তত্র, "জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যষ্ট্যাত্মনাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ। তস্মান্নাত্র নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মক বিষয়েরই ব্যাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না। দেখ, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটী প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান বলা হইত। বিশেষতঃ সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের এক দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণপ্রচয় ও সর্ব্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভ গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে। আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাধিকরণ্যের ('জগৎ চ সঃ' কথার) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, 'এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত। তিনি (বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ।' এই শ্লোকে সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই "পরঃ পরাণাম্" প্রভৃতি শ্লোকে বিস্তারে বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে "অবিকারায়" শ্লোকে প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিত্রয় এবং প্রধান (প্রকৃতি) কাল ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার করিতেছেন। তাহার পর, "জ্ঞানস্বরূপম্" শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না।

(*) পরে এব ইতি (গ) পাঠঃ। (শ) তত্রৈব চ ইতি খ০।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।৩।১]

ইতি চোদ্যম্,

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাব-শক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে। তথা হি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্য-পরিহারৌ স্যাতাম্। উৎপত্ত্যাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণস্যাকর্মবশ্যস্য কর্মসম্বন্ধানর্হস্য কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুগম্যত ইতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'নির্গুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে' ? এইরূপ আপত্তি, এবং 'হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, অগ্নি: উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুঝিতে হইবে।' এইরূপ পরিহার বা মীমাংসা, উভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নির্গুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্য, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নির্গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূন্য, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ,

"পরমার্থস্ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্যাপারমার্থ্যং বদতি; অপি তু, কৃৎস্নস্য (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্যাপারমার্থ্যম্ তদেবোপপাদয়তি,—

"তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৪।৩৮] ইতি।

যেন ত্বয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্; অতস্ত্বদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি ত্বদন্যঃ কোঽপি নাস্তি। অতঃ সর্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিগুর্ণাদিস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর "পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ", (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, ঐ শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

'তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসমন্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; এই শ্লোকেও জগতের পূর্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ; অতএব এই সমস্তই ত্বদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্বাত্মরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, '(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্যেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম-ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে পরন্তু, যাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, সুতরাং সত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না; তিনি যখন অপ্রমেয়, তখন অপূর্ণতাও তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিশুদ্ধ ও অমলস্বভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও থাকিতে পারে না; অথচ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন বিষয় নিশ্চয় করা যায় না; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও বাড়বাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ, জগতে সত্যের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিলক্ষণ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্। "জগতঃ পতে ত্বম্" ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্যাৎ ; লীলয়া মহীমুদ্ধরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্ত্তম্, তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপমিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—"যদেতদ্ দৃশ্যতে" ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতস্ত্বদাত্মকং জগৎ (†) দেব-মনুষ্যাদ্যাত্মকমিতি দর্শনমেব ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারাণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাদ্যর্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,— "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" ইতি ॥

যে পুনর্ব্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীররূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

---

রহিয়াছ, ইহা তোমারই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি।' আর এ পক্ষে "জগতঃ পতে ত্বম্" (তুমি জগতের পতি), ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার পতি কি? সুতরাং 'পতি' শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিতে হয়। বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের আবার উদ্ধার কি?

আর "যদেতৎ দৃশ্যতে" শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) স্থূল রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায়। যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা, তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়েই "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবদ্ভাবে দর্শন করিবার সাধনীভূত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।　　(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (গ) পাঠঃ।

ত্যাহ,—"যে তু জ্ঞানবিদঃ" ইতি। অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*)॥

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" ইত্যত্র সর্বেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানেষু সৎসু দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপ-পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মসু দেবাদ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে। দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—ইত্যাদিষু॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপি" ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপর-বিভাগস্যোক্তত্বাৎ।

"যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি"ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে। 'যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে। "যে তু জ্ঞানবিদঃ" (যাহারা জ্ঞানাভিজ্ঞ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয় মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ),' এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদায়ের যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মার যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-সমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—'পণ্ডিতগণ কুকুর ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন।' 'ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,' ইত্যাদি। 'তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,' এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ করা হইয়াছে।

আর, 'যদি আমা হইতেও অপর কেহ থাকে', এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অদ্বৈত ভাব

(*) লক্ষণয়ার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম' ইতি (খ) পাঠঃ।

মত্তঃ পরঃ কোঽপ্যন্যঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থে পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগাযোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্যাপি জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি মদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদন্যাকারোঽস্তি, তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চান্যাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপদেষ্টুম্। ন চৈবমস্তি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

"বেণুরন্ধ্রবিভেদেন" ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্; অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে চানেকরন্ধ্রবর্ত্তিনাং বায়্বংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্; অপি তু, আকারসাম্যমেব। তেষাং বায়ুত্বৈনৈকাকারাণাং রন্ধ্রভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি ষড়্জাদি-সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

---

প্রতীত হয় না; তাহা হইলে 'যদি আমা হইতেও ভিন্ন (অন্য) অপর কেহ।' এই শ্লোকে একই স্থলে 'পর' শব্দ ও 'অন্য' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। তন্মধ্যে, 'পর' শব্দে স্ব-ভিন্ন (নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর 'অন্য' শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্যরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারও অভিপ্রায় এই যে, 'যদি আমা হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিত, তাহা হইলেই 'আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্যপ্রকার' ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই "বেণু-রন্ধ্রবিভেদেন" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশখণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার 'ষড়্জ' (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্মসমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

---

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমত্বাদিতি (খ) পাঠঃ। (†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ' ইতি (খ, খ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে 'যথা' শব্দো নাস্তি।

পার্থিবদ্রব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্দ্ব্যত্বেনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্। তথা বায়বীয়ানামংশানামপি স্বরূপভেদোঽবর্জনীয়ঃ॥

"সোঽহং স চ ত্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মনাং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামানাধিকরণ্যেন "অহং ত্বম্" ইত্যাদীনামর্থানাং জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেবাদ্যাকারভেদেনাত্মস্ব ভেদ-মোহং পরিত্যজেত্যাহ। অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশ্যস্বরূপে, (*) 'অহং ত্বং সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপম্' ইতি ভেদনির্দ্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানামুপলক্ষ্যেণ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামানাধিকরণ্যাদুপলক্ষণত্বমপি ন সঙ্গচ্ছতে। সোঽপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ – "তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ" ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশস্য। তচ্চ—

"পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।"

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না॥

আর "সোঽহং, স চ ত্বম্" (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের ('স' পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার সহিত 'অহং' ও 'ত্বং' পদের অভেদ নির্দ্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ বাক্যও কেবল দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, শ্লোকে "অহং, ত্বং" (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশব্দ হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময় জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর 'উপলক্ষণ' (একই শব্দে মুখ্যার্থ ও অন্যার্থ প্রতিপাদন) করাও সঙ্গত হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল, তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, 'তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর 'ঐরূপ সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?' অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

(*) 'দেহাত্মতিরিক্তোপদেশ্য' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। (†) পাণ্যাদিলক্ষণঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে" ইতি চ (*) নাত্ম-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (†) উক্তরীত্যা নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" [মুণ্ড০, ৩।১।১]

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥" [কঠ০, ৩।১]

"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদ্যা। [যজুরারণ্যকে, ৩।২০]।

'হস্ত-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।' ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯১। আর পূর্ব্বোক্ত 'ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,' এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না ; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিও এইকথাই বলিতেছেন,—'দুইটী পক্ষী একটী বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহারা সহচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ের মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) পরিপক্ব (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলের সাক্ষী হন।' 'ব্রহ্মবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার যাহারা 'নাচিকেত' অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) দুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যুত্তম গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।' (‡) 'তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।' ইত্যাদি।

(*) নাত্মৈক্যপরম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অত্রস্বরূপৈক্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—যদ্যপি শ্রুতিতে "ঋতং পিবন্তৌ" বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও "পিবন্তৌ" পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে "ছত্রিণঃ" (ছত্রধারিগণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করে না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই "পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে॥"
"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ"। "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র।
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।" [বিষ্ণুপু°, ৬।৫।৮৩-৮৫]
"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা॥" [বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ। "উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" [ব্রহ্মসূ°, ১।২।২১], "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" ব্রহ্ম সূ°, ১।১।২২], "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।" [ব্রহ্ম সূ°, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,

---

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুরাণেও 'তিনি (ভগবান্) সর্ব্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্ত্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' 'তিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্ব্বেশ্বর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই।' 'হে নৃপতে! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কর্ম্ম নামক একটী তৃতীয় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বগত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে।' ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে। কাণ্ব-শাখী ও মাধ্যন্দিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন।' '[শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্যামীর ভেদোল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন।' '[শ্রুতিতে] ভেদনির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্।' ইত্যাদি সূত্রে, 'যিনি আত্মাতে বর্ত্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না; অথচ, আত্মাই যাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে। অথবা, আকাশ, পর্জ্জন্য (মেঘ,) পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে যাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনা করে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এ কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

ত্রিনাচিকেতা শব্দের অর্থ—যাহারা নচিকেতার পরিজ্ঞাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে। নচিকেতানামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি 'নাচিকেত' নামে প্রসিদ্ধ। কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে।

য আত্মানমন্তরো যময়তি।" [বৃহদা০, ৫। ৭। ২২] "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ।" (*) [বৃহদা০, ৬। ৩। ২১।]। "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ।" [বৃহদা০, ৬। ৩।] ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্যপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-শ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ। যথোক্তম্,—

"পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (†) হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ॥"
[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্য তু তদ্ধর্মতাপত্তিরেবেতি ভগবদ্গীতাসূক্তম্,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন।' 'এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পারে না]।' [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন করে]।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার যখন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা (ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না, [সুতরাং অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না]। বিষ্ণু-পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অন্য দ্রব্য কখনও অন্য-দ্রব্যত্ব লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া যাইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা ভগবদ্গীতায়ও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—'এই প্রকার জ্ঞান (‡) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার সমান ধর্ম্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্মঘটিত-পাঠস্তু মাধ্যন্দিন-শাখাসম্মতঃ। (†) অন্যদ্দ্রব্য যতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—'হে অর্জ্জুন! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাভাসরূপে জীব-সন্নিবেশ করিয়া থাকি, তাহার ফলেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে 'এইপ্রকার জ্ঞান' কথার প্রতিপাদ্য।

ইহাপি,—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥" বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৩০] ইতি। আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্। নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃষ্যমাণস্য। বক্ষ্যতি চ, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।১৭]। "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪। ৪। ২১]। "মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৩।২ ইতি। বৃত্তিরপি, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং সমানো জ্যোতিষা" ইতি। দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, "দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্যাপি দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্" ইত্যাহ।

আর কষ্ট পায় না।' এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—'আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে বিকার্য্যের (যাহাকে অনুরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া] আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন।' (‡) এই স্থানে 'আত্মভাব' শব্দের অর্থ 'নিজের স্বভাব' (কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে); কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না। এই ব্রহ্মসূত্রেও বলিবেন যে, '[মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্ম্মাণ ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও এখানে নাই।' 'কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে।' আর 'মুক্ত পুরুষেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব হয় না].' 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রের বৃত্তিতেও (ব্যাখ্যাগ্রন্থেও) আছে যে, ['মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু 'নয়ত্যেবং' ইতি পাঠো দৃশ্যতে। (†) স্বার্থসিদ্ধিরিতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে 'আকর্ষক' বলা হইয়াছে। অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জ্বল আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবান্‌ও নিজের উপাসক ভক্তবর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া যান না। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে, "যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্।" অর্থাৎ বায়ুসহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব্ব পাপ—দোষ বিনষ্ট করেন। এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-ধ্বংসের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার কথা ত বলা হয় নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে 'আকর্ষক' অর্থ অয়স্কান্ত মণি।

শ্রুতয়শ্চ,—"য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" [ছান্দো০, ৮।১।৬], "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১-২]। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (*) কামরূপ্যনুসঞ্চরন্।" [তৈত্তি০, ভৃগু০, ১০।৫]। ["স তত্র পর্য্যেতি।" [ছান্দো০, ৮।১২।৩]। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৭।১]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
[মুণ্ড০, ৩।২।৮]

তদা (†) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
[মুণ্ড০, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন'। দ্রমিড় ভাষ্যকারও (‡) বলিয়াছেন যে,—'ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়'॥

'যাহারা উক্তপ্রকার আত্মাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।' 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।' 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার কাম্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন।' 'তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।' 'নদী সকল যেরূপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সঞ্চরন্নিতি (গ) পাঠঃ। (†) 'তথা' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—এখানে 'বৃত্তি' অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্য্য, উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম 'বৃত্তি', আর দ্রমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাষ্য বা দ্রমিড়ভাষ্য। শঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্যম্, ফলং চৈকরূপমেব। অতে বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ১১]। "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ৫৯] ইত্যাদিষূক্তম্। বাক্যকারেণ চ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ, "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ" ইতি। ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতং চ, 'যদ্যপি সচ্চিত্তঃ' ইত্যাদিনা॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য এবং ব্রহ্মসারূপ্য লাভই তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে)। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদব্যাসও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান ব্রহ্মের সম্বন্ধে গ্রহণীয়), এবং "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ", (সর্ব্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে কোন একটী বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প (*) বিধিবিহিত করিয়াছেন। বাক্যকারও "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ।" (উপাসক সগুণের উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন)', এই বাক্যে সগুণের উপাস্যত্ব এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও 'বিকল্প' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (†) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও "যদ্যপি সচ্চিত্তঃ" (যদিও সদ্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে 'বিকল্প' বলে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে কর্ত্তার ইচ্ছাই বলবত্তর। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটী, দুইটী, তিনটী বা সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে,—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে উপদেশ করিলেন যে, যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নিশ্চয়ই সৎ, চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পর, "বিকল্পোঽবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ" সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণযোগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই ফল যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যাহার যেটী ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটীই গ্রহণ করিতে পারেন এইরূপ ব্যবস্থাকে 'বিকল্প' বলা যায়।

(†) তাৎপর্য্য,—'বাক্যকার' এক জন প্রসিদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থকার; তাঁহার অপর নাম 'টঙ্ক'। তাঁহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই হইতে পারে না, তখন উপাসকের প্রাপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না। কারণ, উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি,—"নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" [মুণ্ড০, ৩।২।৮]। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" [মুণ্ড০, ৩।১।৩]। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।" [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্য নিরস্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈক্যে চ তত্ত্বব্যবহারো মুখ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

"বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আর, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন'। 'সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত অত্যন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।' এবং '[জীব] পর জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (†) বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাস হইয়াথাকে এইঅংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অভিহিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই হইয়া থাকে, যেরূপ প্রথমে একটী গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে 'এই সেই গো' বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—'হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব্ব-

---

* ব্রহ্মপ্রকারতা' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিরূপণ, তাহার নাম 'একবাক্যতা'। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান', এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাঁহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিগ্ধার্থক "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের 'রাম, শ্যাম' প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবংবিধ একাকার জ্ঞান-সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অক্ষুণ্ণই থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম্ম-ভাবনা-ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্যা (*) কৃতকৃত্যত্বেন নিবৃত্তিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বা—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, ন তু স্বরূপৈক্যম্; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ, পূর্ব্বোক্তার্থবিরোধাচ্চ। যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ। যদৈবমাপন্নঃ, তদায়ং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—ভেদরহিতো ভবতি। জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারস্যাস্য (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য।' পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যাহার কর্ম্মভাবনা (কর্ম্ম-জন্য শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম্ম-ব্রহ্ম, এতদুভয়-ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য হয়। এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, 'হে দ্বিজ ! ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী (উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন। সেই জ্ঞান মুক্তি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্ত্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মের উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে, তৎপূর্ব্বে নহে]। অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। এই কথার পরে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিরূপণার্থ বলিয়াছেন যে, 'তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পরন্তু, অজ্ঞানবশতঃ তাঁহার ভেদও থাকে।' এস্থলে "তদ্ভাব" অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ ঐক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে "তদ্ভাব-ভাবম্", এই দ্বিতীয় 'ভাব' শব্দের কোন সার্থকতা বা সম্বন্ধ থাকে না। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-ভাবাপত্তি কথার অর্থ। উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন। মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ। (†) পরমাত্মনৈকপ্রকারস্য ইতি (গ) পাঠঃ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদন্বয়োঽস্য কর্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ। স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কর্ম্মণি (*) বিনষ্টে হেত্বভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

"একস্বরূপভেদস্তু (†) বাহ্যকর্ম্ম-বৃতিপ্রজঃ (‡)।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥"
[বিষ্ণুপু০, ২। ১৪। ৩৩] ইতি॥

এতদেব বিবৃণোতি,—

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইতি॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মকঃ। যথোক্তং শৌনকেনাপি,—

"চতুর্ব্বিধোঽপি ভেদোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ॥"
[বিষ্ণু ধর্ম্ম০, ১০০।২১] ইতি॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণাভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন অভেদী হন॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—'আত্মা স্বরূপতঃ এক; কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কর্ম্মময় আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি-প্রভেদ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (§) এই অভিপ্রায়ই নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—'পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?' এখানে 'বিভেদ' কথার অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—'এই চতুর্ব্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কর্ম্মণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একত্বং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) প্রবৃত্তিজঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে, 'আমি অমুক,' ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখাদি দ্বারা যে, 'আমি সুখী, দুঃখী,' ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্ব্বোক্ত বাহ্য-ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইত, সেই সকল কর্ম্মাবরণও সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকর্ম্মাখ্যাজ্ঞানে পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেত্বভাবাদসন্তং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ-আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্য" ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বস্যাত্মতয়ৈক্যা-ভিধানম্। অন্যথা,

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্ব্বিরোধঃ। অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব ভগবতা অভিহিতম্,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ॥" [গীতা০, ১৮।৬১]

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ।

সমুৎপন্ন।' ['বিভেদ-জনকে' শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কর্ম্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু; সেই কর্ম্মরূপ অবিদ্যা পরব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসৎ হইয়া যায়—থাকে না; সুতরাং তখন সেই অসৎ বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর সেই ভেদ জন্মাইবে? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্ব্বে 'কর্ম্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপর শক্তি' বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪। 'আমাকেই সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্বয়ং ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন; তাই তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে 'ক্ষর' আর কূটস্থ—ব্রহ্মকে 'অক্ষর বলা হয়।' 'কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্' ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্বভূতের আত্মা, এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, 'হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়প্রদেশে বাস করেন।' এবং 'আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি।' আরও আছে,—

(*) পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ইত্যয়মংশোঽপি (গ) চিহ্নিত পুস্তকে উপলভ্যতে।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥" [গীতা०, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে। ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্যন্তদেহবচনঃ। যতঃ সর্ব্বেষাময়মাত্মা, তত এব (*) সর্ব্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং প্রতিষিধ্যতে,—"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ" (†) ইতি ; ভগবদ্বিভূত্যুপসংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্। তত ইদমুচ্যতে,—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ॥
তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

[গীতা०, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্ব্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্পং সর্ব্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

'হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন !) আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা।' এখানেও সেই কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'ভূত' শব্দটী দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক। যেহেতু তিনিই সমস্তভূতের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতিও নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, 'আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।' বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত। এই কারণে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, 'যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত), এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জ্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।' অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিৎ, অচিৎ (জড়) ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫। [অদ্বৈতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—'একমাত্র ঈশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত তাহার ঈশিতব্য -শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকার বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) 'তত এবান্তঃশরীরতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'ময়া ভূতং চরাচরম্' ইত্যপরাংশোঽপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা। সা চাবশ্যাভ্যুপগমনীয়া; "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো০, ৮৷৩৷২] ইত্যাদিভিঃ (*) শ্রুতিভির্ব্রহ্মণঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামানাধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সতী, ভ্রান্তি-বাধয়োরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধয়োশ্চাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদ ইতি (†)॥

তদযুক্তম্; সা হি কিমাশ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡)। ন তাব-

---

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিদ্যা সৎ পদার্থ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তত্ব ও জ্ঞানবাধ্যতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগ্যতা) হইতে পারিত না। অবিদ্যা অসৎও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ' (§)॥

অবিদ্যার ভাবরূপত্ব ও আবরকত্ব খণ্ডন।

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা, জীবভাবটীও অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না];

(*) ইত্যাদিশ্রুতিভিরিতি (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তত্ত্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে খচিহ্নিত পুস্তকে।

(‡।১) ইতি বক্তব্যম্' ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না, কারণ, সৎপদার্থের কখনও জ্ঞানের দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র লোক একত্রিত হইয়াও যদি শ্বেতবর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া নিশ্চয় করে, তথাপি শ্বেতবর্ণ কখন অন্যথা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সৎ বলা যায় না। উহাকে অসৎও বলা যায় না; কারণ, অসৎ—আকাশকুসুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ যাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না, যাহার সত্তা আছে, তাহারই অবস্থাভেদে নিষেধ হইয়া থাকে। অথচ অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কাজেই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিদ্যার দুইটী শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—বিশ্বব্যাপী জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ। সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

"জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানঞ্চেৎ তিরস্কুর্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্ত্তকম্ ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽননুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যেব প্রসজ্যতে ॥" [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্য বিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ; অথচ অবিদ্যা আবার জ্ঞান-বাধ্য, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—'পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ? যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মেরস্বরূপভূত জ্ঞান নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ; তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথানুসারেই ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে। না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ ভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকার জ্ঞান, এই উভয়েরই যখন প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটী অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটী নহে, এরূপ

(*) প্রকারত্বে' ইতি, (খ) পাঠঃ।

ব্রহ্মেত্যনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোঽবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপ-তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তি। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ; স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি (*) নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ। শুক্ত্যাদয়স্তু স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে স্বয়মসমর্থাঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্ত্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে। ব্রহ্ম তু স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব। তত এব নিবর্ত্তকান্তরঞ্চ নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি। ন, ইদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি? উত প্রপঞ্চ-

---

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবংবিধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে। অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম্ম-থাকায়ও অবিদ্যা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর অনুভবান্তর নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই। জ্ঞান যদি স্বভাবতই অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয় যথাযথরূপ প্রকাশে অসমর্থ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয় হইতে পারে না। এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা করে না।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র নহে। না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-সত্যতারূপ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পাঠান্তরং (গ) চিহ্নিত পুস্তকে।

(†) স্বযাথাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, ব্রতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্তু তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপন্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধমিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাধশ্চ ন স্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভাব্য-ধর্ম্মবিরহস্য ভবতৈবোপপাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্॥

অজ্ঞানের বিরোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটী জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী, অতএব, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই যাইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা; ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মের একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী ব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধর্ম্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাঁহার অদ্বিতীয় ধর্ম্মটী অনুভাব্য—অনুভবের যোগ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধর্ম্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্ব্বে ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্থলে] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্বিতীয়ত্বমেবেতি ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। যাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে না,

কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-এবোক্তঃ স্যাৎ। (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ, বিদ্যমানস্য বিনাশো বা। প্রকাশস্যানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তাশ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ-যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্' ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তাও স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সত্যতাভ্রম ছিল, কেবল তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের অনুভাব্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে; ইহা তাহাদের অভিমত নহে। এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহারা বলেন যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, কোনরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন আতস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই উহাদের আলোক অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, যাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে ঐ সকল মণিতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

ভৃতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোঽনভ্যুপগমাৎ। নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*) অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-ভূতায়াস্তু সাক্ষাৎ দৃশের্মাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ। অথৈতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যানুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ; প্রপঞ্চদর্শনস্যৈব তন্মূলং স্যাৎ; কিং প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যান্তর-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্য নিত্যত্বেনা-নির্মোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ; ন তাবদ্ ভ্রান্তিরুপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্ব্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ; তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্ব্বচনীয়তৈব (§) স্যাৎ। এতদুক্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি যথার্থ ? না অযথার্থ ? যথার্থ বলিতে পার না; কারণ, উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না; কারণ, অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না; কারণ, দৃশির কোনপ্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধেরই মত হইয়া পড়ে! অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয়; এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য, ব্রহ্ম-স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ- প্রতীতির মূল কারণ হইতে পারেন, আবার প্রপঞ্চের ন্যায় আর একটা অবিদ্যা-কল্পনার প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে, স্বয়ং ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন একটী দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ যাহাকে

(*) 'দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) 'দ্রষ্টৃদৃষ্টয়োঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) 'পরমার্থাসত্যা' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) 'অনির্বচনীয়তৈব ন স্যাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সর্ব্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়াঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বং সর্ব্বপ্রতীতের্ব্বিষয়ঃ স্যাদিতি ॥

অথ স্যাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহ্যরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং সদসদনির্ব্বচনীয়মবিদ্যাজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং জ্ঞান-প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে। তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরোহিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মন্যহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোঽধ্যাসঃ। তস্যৈবাবস্থা-

---

সৎ বা অসৎ বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ঠিক কথা, এই প্রকার বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে ! অভিপ্রায় এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই সৎ বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয় ; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ?

অনির্ব্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন।

যদি বল, সর্ব্ববস্তুর স্বরূপাবরক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান, সৎ বা অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়, এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থও প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয় ; এই ভাব পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হন, তখনই তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (†) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(†) তাৎপর্য্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"আহ কোঽয়মধ্যাসো নাম ? স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" অর্থাৎ অধ্যাস কি ? না,—পূর্ব্বানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা, (তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত ; পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না ; অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মেই বাহ্য—জড়জগৎ ও আন্তর—আমি-আমার জ্ঞান অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞ জনেরা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত আবার বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষেণাধ্যাসরূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-ঽধ্যাসোঽপি জায়তে (কৃৎস্নস্য মিথ্যারূপস্য তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (+) মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে। কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ, অয়ং তু 'অহং সুখী' ইতিবদপরোক্ষঃ। অভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেঽপ্যয়-মনুভবো নাত্মজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ; (§) অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ।

এতদুক্তং ভবতি,—'অহমজ্ঞঃ' ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোঽভাব-ধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা? অস্তি চেৎ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা যাহার বাধা হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে। সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত সেই অবিদ্যার উপাদানত্বও মিথ্যা; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না। 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয় কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলব্ধি-নামক (ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি জ্ঞান সকল 'আমি সুখী' ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক। আর অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে; নচেৎ আত্মা দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না॥'

অভিপ্রায় এই যে, 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) 'তত্তজ্জ্ঞানরূপঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(+) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব' ইতি (ক) পাঠঃ। (ঘ) পুস্তকেতু "তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্য' ইত্যাদি, সমানমন্যৎ। (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'মিথ্যাভূতমেব' ইত্যতঃ পরং 'এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি' এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে। প্রমাদস্তত্র মূলমিত্যনুমীয়তে।　　(‡) নাত্মনিজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলব্ধি একটী প্রমাণের নাম। প্রমাণপর্য্যায়ে ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*)। নো চেৎ; ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষো (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি। জ্ঞানাভাবস্যানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা। অস্যাজ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্ভাবেঽপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

৯৯। ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্যেন বিরুধ্যতে। নৈবম্, সাক্ষিচৈতন্যং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

---

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই 'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান হয় না ও হইতেই পারে না। (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর (আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাব বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্যের (অনুভবিতা আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্যের সহিত নিশ্চয়ই তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে; পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, নচেৎ হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে, তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অতএব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক; যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাভাব বুঝিতে পারে না। প্রকৃত স্থলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আমাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত স্থলে আত্মাতে যদি প্রতিযোগি জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই কারণেই ভাষ্যকার উভয় পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ। ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

নন্বু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ ; সর্ব্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ভূতম্। তত্র জড়ত্বেন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা। অজড়স্য তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো যুজ্যতে। তস্মান্ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারিত হয় না। অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতেপারে না। (†) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, 'অহং অজ্ঞঃ', এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মিলিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আর কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ। তাহার মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয়। অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) 'অজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকত্বেন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আত্ম-চৈতন্যই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না। বুদ্ধি তাহার সম্মুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই। পরন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না। কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয়। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান ব্যতীত সত্য বস্তু কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ্য হয় না।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (*)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ্য-বিষয়ের আবরক এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকা নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এমন একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল (১)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্' 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্বালিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কার্য্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিধ্বস্ত করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বালনের পূর্ব্ব ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বালিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শাস্ত্র মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—স্বতন্ত্র একটি ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটী ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই স্থানে এরূপ একটী পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রকাশ্য বিষয়গুলিকে পূর্ব্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—স্বতন্ত্র একটী ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটী ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয়কে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটী স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

ৎং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্যত ইতি চেৎ; উচ্যতে—ঘনত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলব্ধের্দ্রব্যান্তরমেব তম-ইতি নিরবদ্যমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন; কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেঽপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চাজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোঽপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্নশ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথমিব তিষ্ঠতি? অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবত্ব অনুমানে উহা দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অল্পতাদি অবস্থা, এবং নীলরূপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটী পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপত্ব প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি; 'অহং অজ্ঞঃ' (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না? যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ্য অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এইযে, কোন বিষয়ে কোথায় অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

---

* তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের বিয়োগে তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অল্পতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর ন্যায় অন্ধকারেরও নীলরূপটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কস্মিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—"তমস্তমালপত্রাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং তু দশমং তমঃ।" ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় অন্ধকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ন্যায়োক্ত নব দ্রব্যের অতিরিক্ত—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোঽজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়তে- ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি। হন্ত তর্হি, জ্ঞান-প্রাগভাবোঽপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং ত্ববিশদ-স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্রাভিনিবেশাৎ। ভাবরূপস্যাজ্ঞা-নস্যাপি হ্যজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমস্ত্যেব। তথাহি, অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া। যদ্যপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্যনেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি-পত্ত্যপেক্ষা অস্ত্যেব। ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি ত্বজ্ঞানমিত্যেব। তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্। জ্ঞানপ্রাগভাবস্তু ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপেতে

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্ত্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার যে, যথার্থ বিশুদ্ধ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক। 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই। বেশ কথা ; তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অতএব অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনে তোমার অনুরাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়, তখন প্রাগভাবের ন্যায় উহাতেও পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে। দেখ, অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষত্রয়েই অগ্রে জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক। যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন 'প্রকাশ-বিরোধী' রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে। বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু 'অ-জ্ঞান' (জ্ঞান নহে) ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের ন্যায় এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান। বিশেষতঃ, তুমিও যখন অন্যত্র প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

---

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্যাদিঃ প্রাপিস্বজ্ঞানমিত্যেব' ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি অনুমীয়তে।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূয়ত-ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।)

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি; স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্যাপ্যন্যতোঽপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মানভ্যুপগমেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদ্যতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

---

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত প্রাগভাব স্বীকার করাই ন্যায্য।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ। যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে, তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?—যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, যাহা নিজেই অনুভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল, আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

---

(*) 'তিরোহিতস্বস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ

(†) এবং তর্হি ধর্মবত্তাপি' ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশাখ্যধর্ম্মানভ্যুপগমেনেবেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পন চ ; ব্রহ্মণোঽজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনস্যৈব (১) সম্ভবাৎ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতশ্চেৎ অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানির্মোক্ষঃ স্যাৎ। অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যেব নিবৃত্তিবন্নিবর্ত্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্ব্বা। অন্যতশ্চেৎ কিং তদন্যৎ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যৈব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বনত্ব ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, অজ্ঞান প্রথমে অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে ; তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না। অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহাত অসম্ভব নহে।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাঁহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুক্তি-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধ হইতে পারে। আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটী অজ্ঞান। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয়। আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কার বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্ব্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শনশক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া দেয় ; এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্মগত অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

---

(১) 'দর্শনস্যাপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

অথেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিঞ্চ যুগপদেব করোতি। অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ; স্বানুভব-স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ। হেত্বন্তরেণ তিরস্কৃতমিতি চেৎ; তর্হি অস্যানাদিত্বমপ্যপাস্তম্। অনবস্থা চ পূর্ব্বোক্তা। অতিরস্কৃতস্বরূপস্যৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ।

অপি চ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে? পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপ্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃদুক্তা। উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি কোঽয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে? কো বা প্রকাশতে? নিরংশে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে বস্তুন্যাকারদ্বয়াসম্ভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন সঙ্গচ্ছতে (*)॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিসিদ্ধ; সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, এরূপে আর পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না; না,—ইহা ঠিক হইল না। ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন ব্যতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না। যদি বল, অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না; তাহা হইলেও অজ্ঞানের অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না।

আরও এক কথা; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে না? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে? প্রথম পক্ষে কথা এই যে, প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে কি?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন। এই কথা পূর্ব্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে; আর কোন্ অংশই বা প্রকাশ পায়? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্মদ্বয়ের অবস্থিতি কথনই সঙ্গত হয় না।

(*) সংগচ্ছতে ইতি (ক) পাঠঃ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-ইতি; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা? এতদুক্তং ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ, কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ। তত্র য আকারোঽপ্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে প্রকাশাভাবাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে। যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব। অতঃ সর্ব্বত্র প্রকাশাংশেঽবৈশদ্যং ন সম্ভবতি। বিষয়েঽপি স্বরূপে প্রতীয়মানে তদ্গত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-রেবাবৈশদ্যম্; তস্মাদবিষয়ে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্য্যং ন সম্ভবতীতি।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্য্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ত্ততে ন বা? অনি-বৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। বিশদস্বরূপ-

---

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয়; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্ম্মলতা) বা অবিশদতা কি প্রকার? এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সবিশেষ (সগুণ) এবং অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা; আর কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ। তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্ম্মল প্রকাশ থাকে না; আর যে অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্ম্মল, অতএব, কোথাও প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না। কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয় হইলেও তদ্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, অথচ একমাত্র প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদ্গত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

অপিচ, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না? নিবৃত্ত না হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই বা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক। যদি বল, বিশদভাবই (নির্ম্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদ্গত-কতিপয় ইতি (গ) পাঠঃ। বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপা অবৈ-ইতি (খ) পাঠঃ।

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিদ্যাকার্য-মবৈশদ্যং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্যাতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্য কার্যতয়াঽনিত্যতা স্যাৎ। অস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোঽপি দুরুপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোযাশ্রয়ত্ববৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ব্বশূন্যত্বমেব স্যাৎ ॥১০১॥

স্বভাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল কি না ? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে অবিদ্যাজনিত অবৈশদ্য বা মালিন্য এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ, স্বভাবশুদ্ধ বস্তুতে ঐরূপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ স্বভাব পূর্ব্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী জন্য হইয়া পড়ে, এবং তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ করাই যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপর হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাঁহারা বলেন, ভ্রমের মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা সত্য নহে ; অতএব, কোন একটী সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরধি-ষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা, ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যেরূপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ মাত্রই অসত্য), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরধিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্ব্বশূন্যবাদ (বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১॥

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌসাদৃশ্য ও সময়ের মন্দান্ধকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষে ভ্রম—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্তি, এই উভয় সত্য বস্তুকে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-শুক্তি না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা যায় যে, কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরধিষ্ঠান ভ্রম কস্মিন্ কালেও হয় না বা হইতে পারে না। দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রসূত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকা আবশ্যক ; নচেৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে ? না—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরধিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার ফলে বৌদ্ধের 'সর্ব্বশূন্যবাদ' তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্য বাদ'ই আসিয়া পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্; অনুমানাসম্ভবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ; অজ্ঞানেঽপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(*) অজ্ঞানান্তরাসাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (†) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারয়তি, ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন? অনুমান ত প্রদর্শিতই হইয়াছে? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিয়াছ, তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং সেই হেতুটী প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুর অনৈকান্তত্বরূপ অপর একটী দোষ উপস্থিত হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারিত করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (‡)

(*) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সাধনে তু ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দ্দোষ হেতু প্রদর্শন করিতে হয়, হেতুরও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর দোষ অনেকপ্রকার; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আশ্রয়ে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আশ্রয়ে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে। আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কস্মিন্ কালেও সাধ্য বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এখন দেখা যাউক, আলোচ্য স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না?

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ"। এই অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্ব হেতুটী বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, 'স্বপ্রাগভাবাতিরিক্ত' প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এখানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাশ্রয়ক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী জৈব অজ্ঞান ও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতুর দ্বারাও ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তশ্চ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্ব্বত্র হি বিজ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বম্। সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্। প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেব। প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ। নাস্মাভির্জ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্ব্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানস্যৈব। যদ্যুপকারকাণামপ্য-

---

আর পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অনুকূল হইতেছে না; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না; কেননা, জ্ঞানই সর্ব্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রদীপ সত্ত্বেও জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে। উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকাররাশিকে অপনীত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে]। বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অন্ধকার অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে 'প্রকাশক' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্ব্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। না, তাহাও হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঈদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।　　(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্ত্যৈ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারক-হেতুত্বম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। উপকারকত্বম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) নিরসনপূর্ব্বকত্বমঙ্গীকৃত্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্ত্য-বস্ত্বন্তরপূর্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলমনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ,—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ। ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। ব্রহ্ম ন জ্ঞান-

---

প্রধানতম সাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটীও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ভ্রান্তপুরুষে। (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য নহে; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে: কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে. দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি জড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই. অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীকৃত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং ইতি (দ) পাঠঃ।

নিবর্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-পূর্ব্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ। জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞানত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্; যথেশ্বর-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদ্গরাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-বিনাশ্যম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে; কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহার অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র; দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক, তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদ্গরাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ্য হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥১০২॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানবস্তুবিনাশকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শঙ্কর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্য প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে; ভাষ্যকার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন, অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না. বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকাই আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টার জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীর অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে; ব্রহ্ম ত জ্ঞানাতীত—অবাঙ্মনসগোচর; সুতরাং তদ্গত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়াদানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি। নৈবম্; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ, ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ। ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবদুৎপত্তি-কারণসন্নিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্পত্ব-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। (সে স্থলে সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে।) না,—এরূপ মনে করা উচিত হয় না; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির বিনাশ হয়, তাহা নহে; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়, সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের ন্যায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সদ্ভাবেই প্রতীত হয়, অসদ্ভাবে প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়মগুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; ব্রহ্ম স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন; অতএব, তাঁহাকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ কথা হয়। পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাশ্রয় বলিতে বাধা কি? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন জ্ঞানের অবিষয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে অজ্ঞানাবৃত বলিলেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে। শুক্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত; উহা যেমন অজ্ঞানে আবৃত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয়। তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুত্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্ঞানেরই পূর্ব্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্ব্বেও ঐরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত; আর অজ্ঞানপূর্ব্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান, তাহার ত প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে। সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে; বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাব থাকে; প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয়; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ্য' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তু না হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগশক্তি প্রভৃতির সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে। দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মুদ্গর) দ্বারা ঘটাদি বস্তু বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্য জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না। অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বানুমান ঠিক হয় নাই।

স্বরূপশ্চাবগম্যতে। অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সন্তভাববিশেষেণ সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ। স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্ত্বন্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিষ্কৃতা। অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ। শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথ্যার্থস্য মিথ্যোবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণন্যায়েন পরিহ্রিয়তে। অতোঽনির্বচনীয়া-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (†) প্রতীতিরস্তি। প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। (‡) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে। আর, 'স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত বস্ত্বন্তর-পূর্বক', এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং 'অর্থাপত্তি' প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব। অতএব, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই। আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (§) অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) স্বপ্রাগভাবানতিরিক্তবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিপত্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণমাত্র থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া 'ক্ষণিক' মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান- ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না। অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; এবং পূর্ব্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে স্বতই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না।

(§) তাৎপর্য্য,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিসাধারণরূপা। ভ্রান্তিঃ—বিদ্যমান-ভেদাগ্রহণপূর্ব্বক-সাধারণাকার-গ্রহণরূপা। বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাধিষ্ঠানাকারাবগাহিনী বুদ্ধিঃ। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বাধবিষয়ঃ। আভিঃ প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুজ্যতে কল্পয়িতুম্ ॥

শুক্ত্যাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেঽপি তন্নাস্তীতি বাধেন চান্যস্যান্যথাভানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যন্যস্যান্যথাভানস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ ; অন্যথাভানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তেরত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†)। কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্, ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্যবিধ প্রতীতি দ্বারাও ঐরূপ কোন একটী বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেননা, বস্তু না থাকলেও সময়বিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

[ভ্রমস্থলে] শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাত্ব-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীতি হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, সদসৎরূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য—অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব সেই রজত কোন একটী দোষবশেই প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে হইবে। না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কারণ, অনির্ব্বচনীয়ত্ব কল্পনা করিলেও এক বস্তুর যে, অন্যপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আর এই অন্যথাভাব (এক বস্তুর যে অন্যাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন অন্যথাখ্যাতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্ব্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। আর যদি বা এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রতীতি থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। আর যদি বল,

---

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই ; কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়, তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে। উক্ত অজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না। যাহা অন্যাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না, তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাত্ব-বোধও হইতে পারে না। প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান। ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা। বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্ব-জ্ঞানে সত্য বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞান।

(*) 'অন্যথাবভাসাযোগাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। 'অন্যথাভাবাযোগাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ঃ।

(†) 'অন্যথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনাযোগাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'পরমার্থরজতম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

হনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ। ম্ভত্রাঽন্যস্যান্যথাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্য-হপরিহার্যত্বাচ্চ, শুক্ত্যাদিরেব রজতাদ্যাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপ-পন্নবাম্ ॥

খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ,—হসৎখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা; অখ্যাতি-

---

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্ব্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে; তাহা হইলে ত তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের জন্য কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব, ভ্রমস্থলে অন্যথাভান না থাকিলে, যখন তদ্বিষয়ক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সঙ্গত হয় না (*)। পক্ষান্তরে, অন্যথাভান পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিরূপে প্রতীত হয়; এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্যথাবভাসই (অন্যথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যে অসৎখ্যাতি পক্ষে সেই অন্যথাবভাস সৎস্বরূপে; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

---

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী রজত তৎকালে সৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজতকে তাঁহারা 'প্রাতিভাসিক ও অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া থাকেন। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ব্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান হইলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ নিশ্চয় করেন। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল ব্যাপার হইতে পারিত না; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্ব্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহার যুক্তির মর্ম্ম এই যে, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম; অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে, শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সুসঙ্গত হইতে পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্ব্বচনীয়—লোকপ্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দ্রষ্টাই তৎকালে অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্ব্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যাত্ব বোধ) হইবে কেন? অতএব, বলিতে হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায়।

পক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্ (*) অন্যবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়াসদ্ভাবপক্ষেঽপি বিদ্যমানত্বেন।

বিশিষ্টকে অন্যপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটী পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর যাহারা জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহাদের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অন্যথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (†)।

(*) 'অবিশেষণমন্যবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—খ্যাতি পাঁচ প্রকার,—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥"

তন্মধ্যে, আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের ; অখ্যাতি পূর্ব্বমীমাংসকের ; অন্যথাখ্যাতি নৈয়ায়িকের, এবং অনির্ব্বচনখ্যাতি (অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি) শঙ্করস্বামীর অভিমত মত।

আত্মখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে। অতএব আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলায় ইহাদের মতকে 'আত্মখ্যাতি' বলা হয়। অসৎখ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সতের ন্যায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, 'অসৎখ্যাতি' বলা হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, (যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় ;) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয় না বলেন ; এই কারণে তাঁহাদের মত 'অখ্যাতি' নামে অভিহিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ বলেন যে, ভ্রমস্থলে একপ্রকার বস্তুর অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকারে প্রতীতি হয় ; এইরূপে অন্যথা প্রতীতি হয় বলেন বলিয়া তাঁহাদের মত 'অন্যথাখ্যাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জন্য তাহাতে সেইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্তিতে যখন রজত বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্তিতে একটা অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এই অনির্ব্বচনীয়তাবাদকে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ' বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যতরকমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত ; সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসৎখ্যাতিবাদে যে, অসতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসৎ বলিয়াই প্রতীতি হয় ? না সৎ বলিয়াই প্রতীতি হয় ? প্রতীতি কালেই অসৎ বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিত না। আর যদি সৎ বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে ত এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিই হইল। আত্মখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য বস্তু দর্শন কালে 'এ সমস্তই মিথ্যা, আত্ম-বিজ্ঞানই সত্য,' এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না ? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থে অন্যথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময় আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা ? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাইবার জন্য কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটী পৃথক্ জ্ঞানকে এক বলিয়া গ্রহণ করায় অন্যথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-গ্রাহ্য কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, 'অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্' ইতি বদতা তস্য জন্ম-কারণং বক্তব্যম্। ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাত্মলাভাযোগাৎ। নির্বিষয়া জাতা তদুৎপাদ্য তদেব বিষয়াকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্। অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ন, তস্য পুরুষাশ্রয়ত্বেনার্থগতকার্যস্যোৎপাদকত্বাযোগাৎ। নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণত্বাৎ। নাপি দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষজনকত্বম্। অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব নিরাক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্ব্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে হইবে। প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না। আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্ব্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিস্ময়কর যুক্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে। অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও দুষ্ট অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ত কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না ; কারণ, দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন করিতে পারে না। আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান যে, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে উহা কেবলই 'রজত'-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল কাচ বলিয়া মনে হয় মাত্র। তাহাদের সম্বন্ধেও কথা এইযে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞেয় বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অন্যথা —বিদ্যমানভাবে জানায় সেই অন্যথাখ্যাতিই হইল। অতএব, অন্যথাখ্যাতি ভিন্ন অন্য কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দৌ স্যাতাম্। রজতাদি-জাতিযোগাদিতি চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা? উতাপরমার্থভূতা বা? ন তাবৎ পরমার্থভূতা, তস্যা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ। নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়াযোগাৎ। অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্।
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্য সর্বাত্মত্ব-প্রতীতিতঃ॥
"বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পপূর্বসৃষ্ট্যাদ্যুপক্রমে।
"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাম্" ইতি শ্রুত্যৈব চোদিতম্॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও 'এ টা রজতের সদৃশ' এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে। (ঠিক 'রজত' বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে না)। যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম) আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও 'রজত'-শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ভাল কথা; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কি যথার্থ? না—অযথার্থ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য (অনির্ব্বচনীয়) রজতে অনুগত থাকিতে পারিত না। (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত)। অযথার্থও হইতে পারে না; তাহা হইলে সেই সত্য জাতিটী কখনই অযথার্থ বস্তুতে সম্বদ্ধ থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, অযথার্থ বস্তুতে যথার্থত্ববুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই। অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে আর প্রয়োজন নাই॥১০৩॥

১০৪। অথবা, 'বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (†) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে যখন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] 'আমি বহু হইব,।

(*) পরমার্থাপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যলমপ্রমাণকুতর্কনিরসনেন' ইতি (গ) পাঠঃ। অপরেণ কুতর্কনিরসনেন' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও দ্রমিড় প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। আর তাদৃশ্যালিখিত "যথার্থং সর্ব্ববিজ্ঞানং" হইতে "ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ" পর্য্যন্ত শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত। এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও সূত্রকারের মত সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবৃৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ॥
যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি।
শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
শ্রুত্যৈব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ১
পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
"মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডম্" ইত্যাদিনা ততঃ ॥
সূত্রকারোঽপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ।
"ত্র্যাত্মকত্বাত্তু (*) ভূয়স্ত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ০, ৩।১।২] ইতি তেনাভিধাভিদা ॥
সোমাভাবে চ পূতীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†)।
সোমাবয়বসদ্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সূক্ষ্মভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] 'ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেকটিকে 'ত্রিবৃৎ' (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।' এই ত্রিবৃৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে লোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, সর্ব্বভূতই সর্ব্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া 'মহত্তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও সর্ব্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, 'যেহেতু সমস্ত ভূতই ত্র্যাত্মক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ' ইত্যাদি। বেদে সোমলতার অভাবে পূতীকা (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে; ন্যায়বিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, পূতিকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকর্ত্তৃত্বাত্ (গ) পাঠঃ। (†) 'শ্রুতিদর্শিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

ব্রীহ্যভাবে চ নীবার-গ্রহণং ব্রীহিভাবতঃ।
তদেব সদৃশং তস্য যৎ তদ্দ্রব্যৈকদেশভাক্ ॥
শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশ্চ ভাবঃ শ্রুত্যৈব চোদিতঃ।
রূপ্য-শুক্ত্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্ত্বহেতুকঃ ॥
রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
অতস্তস্যাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জিতঃ।
রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে ॥
দোষহানৌ তু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
বাধ্য-বাধকভাবোঽপি ভূয়স্ত্বেনোপপদ্যতে।
শুক্তিভূয়স্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ।
এবং সর্বস্য সর্বত্বে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ]।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। আর যেহেতু নীবারে (তৃণধান্যে) ব্রীহির (হৈমন্তিক ধান্যের) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ব্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত। কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশের কারণ। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায়। সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে। অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না সর্ব্ববস্তু সর্ব্বাত্মক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণাং (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ (†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্নবিষয়া,—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা," [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসংকল্পস্যাশ্চর্যশক্তেস্তথাবিধং কর্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—'সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অশ্ব, কিংবা তদনুরূপ পথ থাকে না; কিন্তু, রথ, রথের অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে। সেখানে আনন্দ, মুৎ বা প্রমুদ্ থাকে না; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ্ সৃষ্ট হয়। (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদী নাই; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুষ্করিণী ও স্রবন্তী (নদী) নির্ম্মিত হয়। তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্ত্তা' অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব্বপুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

'মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাম্য (ভোগ্য) বস্তু নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন। তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। পাপানুগুণসম্ভবাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তথা তত্তৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্'; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', আর ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ। অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্', সেই বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায় যে প্রীতি, তাহা আনন্দ।

সূত্রকারোঽপি "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।" "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষ্বর্থেষু জীবস্য স্রষ্টৃত্বমাশঙ্ক্য—"মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০,৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবস্য সংকল্পমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যতে। জীবস্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্পত্বাদেঃ কৃৎস্নস্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।" ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্রষ্টেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা উপপদ্যন্তে।১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্ত্তি--পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' সূত্রকার বেদব্যাসও—'স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।' এবং 'কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন।' এই সূত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কর্তৃত্ব-শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া পরিশেষে 'যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না; অতএব ঐ সকল পদার্থ কেবল [ঈশ্বরের] মায়ামাত্র (সত্য নহে)।' ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রে স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, 'সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। আর গৃহ ভিতরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১০৪॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (যে-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয়; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায়; এই কারণে

(*) শয়ানদেহস্বরূপেতি (গ) পাঠস্তু নৈব সমীচীনঃ।

নত্বঃ সুবর্ণানুলিপ্তশঙ্খবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদ্গত-শুক্লিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বস্থৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাৎ সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্গ্রহণজনিতসংস্কার-সহিত-নায়নরশ্মিভির্দূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-তরমুপলভ্যত ইত্যুপলব্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেঽপি তেজঃ-পৃথিব্যোরপাম্বুনো বিদ্যমানত্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাৎ যথার্থত্বম্। অলাতচক্রেঽপ্যলাতস্য দ্রুতর-গমনেন সর্ব্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিরুপপদ্যতে। চক্র-

---

শঙ্খের শুভ্রতা আর নয়ন-গোচর হইতে পারে না; কাজেই তখন সুবর্ণ-রঞ্জিত শঙ্খের ন্যায় ঐ শঙ্খটীও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (শ্বেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুভ্র হইলেও) জবাকুসুমের লোহিত-প্রভায় অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জবাকুসুমের প্রভা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিদ্যমান আছে; (‡) কেবল ইন্দ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাত-চক্র স্থলেও (জ্বলৎকাষ্ঠ খণ্ড ভ্রমণ করাইলে যে, একটী গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও) অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদ্গত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই অবিচ্ছেদে তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অলাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভাভিহততয়া ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঞ্চীকরণ' নামে একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে। পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্দ্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের দুই আনি করিয়া অর্দ্ধেক; উভয়ের যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরাপর ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্ব্বক-তত্তদ্দেশসংযুক্ত-তত্তদ্বস্তুগ্রহণমেব। ক্বচিদন্তরালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, ক্বচিৎ শৈঘ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতস্তদপি যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহত-গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্ব্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ।

দিঙ্মোহেঽপি দিগন্তরস্য অস্যাং দিশি বিদ্যমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব। দ্বি-চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবষ্টম্ভ-তিমিরাদিভির্নায়ন-তেজোগতিভেদেন সামগ্রী-

---

মধ্যবর্ত্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্ব্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে, কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহার প্রতীতি হয় না, আর কোথাও বা অতিদ্রুত ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা নহে। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিঘাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ, সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার দ্রষ্টার বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব, প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগ্‌ভ্রমের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অন্যান্য দিকেরও সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগ্-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল সেই একটী মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অন্য দিক্-প্রতীতি, তাহাও মিথ্যা নহে। (*)। দ্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়; সেই দুই ভাগে নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে দ্বিচন্দ্র-দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তদ্দেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপর্য্য।—দিক্ স্বভাবতঃ এক অখণ্ড পদার্থ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণাদি বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টী পূর্ব্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাগ রহিয়াছে। দিগ্‌ভ্রমের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্ (যাহা তাহার পক্ষে অযথার্থক, সেই দিক্‌টী) কেবল প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং পূর্ব্বকে পশ্চিম দিক্ বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে।

ভবং, সামগ্রীদ্বয়মন্যোন্য-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্ণাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্বক্র-গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্ব্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিযুক্তং গৃহ্ণাতি। অতঃ সমগ্রীদ্বয়েন যুগপদ্দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেঽপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ "দ্বৌ চন্দ্রৌ" ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশান্তরস্য তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্য চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্য চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি। তত্র সামগ্রীদ্বিত্বং পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্। গ্রহণদ্বিত্বেন (‡) চন্দ্রস্যৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়স্যৈক এব চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং তথৈবাবতিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুষোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেঽপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্য্যকল্প্যম্। অপগতে তু

করে। অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে। অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রকে অন্য-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ তেজের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তী, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব্ব-সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি দুই স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্রবিষয়ে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না। যদিও চক্ষুদ্বয় একই কার্য্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে। পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে চন্দ্রের একত্বই প্রতীত হয়। দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানের দ্বিত্ব এবং

(*) অন্যোন্যানিয়মনিরপেক্ষম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (†) নিরতিশয়গ্রহণেন' ইতি (ক) পাঠঃ।
(‡) গ্রহণদ্বিত্বে তচ্চন্দ্রস্যৈব' ইতি (খ) পাঠঃ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টস্য চন্দ্রস্যৈকগ্রহণবৈয়গ্ন্যাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ। দোষকৃতন্তু সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চেতি নিরবদ্যম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥১০৫॥

খ্যাত্যন্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্ব্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ ক্রিয়তে। অথবা কিমনেন বহুনোপপাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাখ্যং প্রমাণজাতম্, আগমগম্যঞ্চ নিরস্তনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্যতি; কিং নোপপদ্যতে। ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুগুণং তদ্ভোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ্য চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদধীন সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ হইতে পারে, অতএব সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটীই মিথ্যা নহে। (*) ॥১০৫॥

১০৬। অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করার আবশ্যক নাই। অথবা এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই। কেন না, যাহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত, ন্যূনাধিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না। [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখা যায়; শঙ্করের মতে ঐ দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র। রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে। তাহার কারণ এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে যাইয়া তাহা হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে। এখন বুঝিতে হইবে, সেই চক্ষুরশ্মি নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিভিন্নস্থান আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদ্গৃহীত চন্দ্র দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিভিন্নস্থান আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটীই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে। অধিকন্তু, 'এই সেই হস্তী', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা যেরূপ পূর্ব্বানুভবজাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সাপেক্ষ। এই কারণেই সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী দুইটী চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয়।

কেচিৎ সর্ব্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-স্তত্তৎকালাবসানাস্তথাতথানুভাব্যাঃ (†) সৃজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ সর্ব্বানুভববিষয়তয়া তদ্‌রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ। "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদিষ্বনৃতশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্ম্ম-বাচি, "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেষং (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, "এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইতি বচনাৎ।

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" [যজু০, ২।৮।৯] ইত্যত্রাপি সদসচ্ছব্দৌ চিদচিদ্ব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তিবেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ(§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব্ব-সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপত্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন না, [তাহার উদাহৃত] "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ," ইত্যাদি বাক্যে 'অনৃত' শব্দটী কখনই অনির্ব্বচনীয়তা-বোধক নহে; কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই 'অনৃত' শব্দের যথার্থ অর্থ। "ঋতং পিবন্তৌ" শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, 'ঋত' শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। 'তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত (অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ)' এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহাই 'ঋত'-শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই 'অনৃত'-(ন+ঋত=অনৃত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কথিত 'যেহেতু তাহারা অনৃত-সমাচ্ছাদিত' কথারও সার্থকতা থাকে।

'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।' এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে; কেননা, উক্ত বাক্যটী প্রলয় কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে সৎ ও ত্যৎশব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) 'কেচন কেচন তৎপুরুষ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ। (†) 'তথাবিধাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। 'তৎকালাবসানেস্তথানুভাব্যাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ। (‡) 'পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) 'সদসচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্ব্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়-কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কস্যচিৎ সদসদনির্বচনীয়-তোচ্যতে; সদসতোঃ কালবিশেষেঽসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভি-হিতস্যাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [সুবালা° ২] ইতি। সত্যম্; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্যাস্তু, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" [শ্বেতাশ্ব°, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; নৈতদেবম্; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অসুর-রাক্ষস-শস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্,—

"তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সূদিতম্॥"
[বিষ্ণুপু°, ১।১৯।২০] ইতি॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ 'তমঃ'-শব্দবাচ্য (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই "নাসদাসীৎ" বাক্যের অবতারণা হইয়াছে; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্ব্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিস্থিত 'তমঃ' শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত 'অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পর দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। হাঁ, 'তমঃ' শব্দে যদও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ 'মায়াকে 'প্রকৃতি বলিয়া জানিবে' এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই 'মায়া' শব্দে অভিহিত করায় 'তমঃ'-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ব্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে? না,—'মায়া' শব্দের অনির্ব্বচনীয় অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্য্যায়ে উক্ত, অর্থাৎ 'মিথ্যা' শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, 'মায়া' শব্দটী যখন সর্ব্বত্র 'মিথ্যা' অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্য্যায়ও বলিতে পারা যায় না। কেন না অসুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

---

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োর্ন দৃশ্যতে।

(†) মেকৈকাংশেন ইতি (খ) পাঠঃ। মেকৈকশ নিসূদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

মতে মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।"

[শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতের্বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব হি মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে—"তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" (†) ইতি। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" [মাণ্ডূক্য০, ২।২১] ইতি চ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি, "ভূরি ত্বষ্টেব রাজতি" (‡) ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। "মম মায়া দুরত্যয়া"ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণে আছে, '[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] ত্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক প্রহ্লাদের দেহ-রক্ষার্থ শম্বরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াময় বাণ সহস্রকে) এক-একটী করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই 'মায়া'-শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্য 'মায়া'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'মায়ী পরমেশ্বর ইহাঁ হইতেই এই জগৎ সর্জ্জন করেন; এবং জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ থাকে।' এই শ্রুতি 'মায়া'-শব্দ-বাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া-সম্বন্ধ বশতই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞত্বনিবন্ধন নহে। আর 'মায়া'-সম্বন্ধ বশতঃ যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়: 'অপর —জীবই তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এবং 'অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত (মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে।' এই উভয় শ্রুতিবাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ আর পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" বাক্যেও 'মায়া'-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে। এই কারণেই পরমেশ্বরকে 'প্রচুরতর শিল্প-নির্ম্মাতার ন্যায় শোভমান' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না। আর গীতোক্ত "মম মায়া" ইত্যাদি

(*) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'ইতি' শব্দাৎ পরং 'অতঃ' শব্দোঽপি দৃশ্যতে।

(†) 'তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) 'ত্বষ্টেহ রাজতি' ইতি (খ) পাঠঃ। 'ত্বষ্টেব রাজতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্ ॥

নাপ্যৈক্যোপদেশানুপপত্ত্যা ; নহি "তত্ত্বমসি" ইতি জীব-পরয়োরৈক্যোপদেশে সতি, সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে তচ্ছব্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপপত্তির্দৃশ্যতে। ঐক্যোপদেশস্তু "ত্বম্" শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ এবাভিধানাদুপপন্নতরঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্ব্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তস্যৈব হি নাম-রূপভাক্ত্বমুক্তম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্। ইতিহাস-পুরাণয়োরপি ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

নন্বু "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" (*) ইতি ব্রহ্মৈকমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

---

বাক্যেও 'গুণময়ী' বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ; কেন না, 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদোপদেশ নির্ধারিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মেও জ্ঞান-বিরুদ্ধ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে। বিশেষতঃ "ত্বং"-পদে জীবশরীরক (জীব যাহার শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সর্ব্বাধিক সুসঙ্গত হইতে পারে। অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন "ত্বং"পদ-বাচ্য জীব ও "তৎ"-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার) প্রকটিত করিব' ; এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা হইয়াছে। [সুতরাং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭। ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ 'বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদ্যাঃ "জ্ঞস্তথাদ্" ইত্যেতদন্তাঃ শ্লোকাংশাঃ বিষ্ণুপু০, ২ অং, ১২ অং, ৩৯ সংখ্যকশ্লোকাৎ ৪৫ সংখ্যকপর্য্যন্তশ্লোকেষু অনুসন্ধেয়াঃ।

(†) ব্রহ্মৈকমেবেদম্ ইতি (গ) পাঠঃ। ব্রহ্মৈকতত্ত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

ত্র "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইতি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্য জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেবাভিধায় "যদা তু শুদ্ধং নিজরূপ" ইতি জ্ঞানভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাবদর্শনেনাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, "বস্ত্বস্তি কিং",—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য, "তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতে" ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্যাসত্যত্বমুপসংহৃত্য "বিজ্ঞানমেকম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজকর্মৈবেতি স্ফুটীকৃত্য "জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিশোধ্য "সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োক্তঃ" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য, অন্যস্য চাসত্যত্বমেব, তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিকমিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টমেবেত্যুপদেশো দৃশ্যতে (§)।

(সত্য পদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্' এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে। তাহার পর 'ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতিকালে জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জন্যতা দৃঢ়তর করিয়া শেষে 'বস্তু (সত্য পদার্থ) কি ?' 'অগ্রে মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর 'অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত [কিছু নাই',] এইরূপে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ-মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অনন্তর, 'বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য', এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্ম্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদদর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া 'বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ' বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপে ব্রহ্মস্বরূপের সংশোধনের পর, 'আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম', এই বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা মিথ্যা ; অধিকন্তু, ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক।' আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম ; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়]।

(*) স্বরূপৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্'ইত্যাদিঃ 'স্থিরীকৃত্য'ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিত ইত্যনুমীয়তে।

(‡) এবো ভবতঃ' ইতি পাঠেতু আর্ষত্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিষ্ণুচিত্তীয়োক্তিঃ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি হ্যুপদেশঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নৈতদেবম্; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূর্ব্বমনুক্তং রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যারভ্যাভিধীয়তে; চিদচিন্মিশ্রে জগতি চিদংশো বাঙ্মনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-প্রাকৃতভেদোঽবিনাশিত্বেন 'অস্তি'-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু চিদংশকর্ম্ম-নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্তু পরব্রহ্ম-ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্রাভিহিতম্।

তথা হি, —

"যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।

পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১২।৩৭]

ইত্যম্বুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্বু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্য চ (*) বিষ্ণুরাত্মেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যোপদেশোপবৃংহণরূপস্য সামানাধিকরণ্যস্য "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্মভাব এব

না,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকল্পনায় আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের এই দ্বিতীয় অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অনুক্ত সূক্ষ্ম-রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (১) "শ্রূয়তাম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহারই বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিৎ-অংশটী বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল আত্ম-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার, অবিনাশী ও কেবল 'অস্তি' (সৎ) পদবাচ্য। আর, চিৎভাগের (জীবের) কর্ম্মফলে বিবিধ ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটী বিনাশশীল, সুতরাং 'নাস্তি' (অসৎ) পদ-বাচ্য। এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সুতরাং তৎস্বরূপ; জগতের এই স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, 'হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।' এই বাক্যে অপ্‌কে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলায় অম্বু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার শরীরস্থানীয়, বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) তস্যৈব ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাভূত জগতের এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্যে সত্যভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপুরাণে ঐরূপ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনাতেই বুঝায় যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য।

…বন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যেতদসকৃদুক্তম্,—"তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ।" "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।" "স এব সর্ব্বভূতাত্মা প্রধান-পুরুষাত্মনঃ" (*) "বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ", ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবকৃতং (†) তাদাত্ম্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইতি।

অত্র অস্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া বিষ্ণ্বাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমস্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্য চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইত্য-শেষক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতাঃ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-দ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাদ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্ম্মমূলা ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং পরিণামাস্পদম্, তত-

---

সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ আছে; উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও 'সে সকলই তাঁহার শরীর', 'তৎ-সমস্তই তাঁহার বপুঃ', 'যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্ব্বিকার), অতএব, 'তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্ব্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) দ্বারাই "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সামানাধিকরণ্যরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগন্মধ্যগত অস্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সৎ ও অসৎরূপ দ্বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসৎরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সদ্রূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ। অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্ব্বত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্মারক কর্ম্মরাশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

(*) 'গ' চিহ্নিতপুস্তকে "প্রধানপুরুষাত্মনঃ" ইত্যংশো নাস্তি। (†) ভাবাপন্নম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তদ্বিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠাদ্বয়মেতৎসন্দর্ভবিরুদ্ধমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তম্নাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তদেব বিবৃণোতি—"যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" ইতি। যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-মাত্ম-বস্তু দেবাদ্যাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ নির্দ্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদ্যাকারেণৈকী-কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকর্ম্মফলভূতাস্তদ্ভোগার্থা বস্তুষু বস্তুভেদা (†) ন ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমতেষু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধি-ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকর্ম্মসু বিনষ্টেষু ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তুনঃ কাদা-চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) 'নাস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্য সর্ব্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণমন্যথা-ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থাযোগিনোঽচিদ্বস্তুনো 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব, ইত্যাহ,—"বস্ত্বস্তি কিম্" ইতি। 'অস্তি'-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

---

কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই 'নাস্তি' বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য। ইহার ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর 'অস্তি' বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ই "যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে, দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, কর্ম্মই তাহার একমাত্র হেতু। সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দ্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাবকল্পনার মূলকারণ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না॥১০৭।

১০৮॥ দেবতাপ্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে সকল বস্তু ইতঃপূর্ব্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল; ভোগ্যতার মূল কারণ কর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সে সময় সেই সকল ভোগ্য-বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগণনীয় হয়; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এই কারণে উহারা 'নাস্তি'-শব্দে অভি-হিত হইবার যোগ্য। আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, (কখনও অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না.) এই কারণে উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী; এই নিমিত্ত "বস্ত্বস্তি কিং ?" শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর 'নাস্তিত্ব' বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাদ্যাকারেণ' ইতি (গ, পাঠঃ।

(†) বস্তুভূতাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থাযোগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ।

পর্য্যন্তহীনঃ(*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি 'নাস্তি'-বুদ্ধ্যনর্হত্বাৎ। অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ ক্বচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্। ততঃ কিমিত্যত্রাহ,—"যচ্চান্যথাত্বম্" ইতি। যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাত্বং যাতি; উত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা (†) পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থায়োত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তি। অতঃ সর্ব্বদা তস্য 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। তথা হ্যুপলভ্যতে, ইত্যাহ,—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি। স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্যভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। এবং সতি কিমপ্যচিদ্বস্তু 'অস্তি'-শব্দার্হমাদি-মধ্য-পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিতমস্তি কিম্? ন হ্যস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতিরিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ ক্বচিৎ কেবলাস্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—"তস্মান্ন

হইয়াছে। যাহা 'অস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়শূন্য) এবং সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে 'নাস্তি'-বুদ্ধি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই। যদি বল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"যচ্চান্যথাত্বম্", অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে অন্যথাত্ব বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে; এইরূপে সে বস্তু এমনই দূরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। অতএব, তথাবিধ অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্ব্বদাই 'নাস্তি' বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য। দেখ, "মহী, ঘটত্বম্", ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্ব্বিকার) আত্মস্বরূপ অসন্দিগ্ধরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন; তাঁহারাই স্ব স্ব ভোগাবস্তুর প্রতিমুহূর্ত্তে অন্যথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্ব্বদা একরূপ (নির্ব্বিকার) এবং 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি? অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না। যেহেতু এইরূপ নিয়মই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা ব্যতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও কেবলই 'অস্তি'-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না। ইহাই "তস্মাৎ ন

---

* 'আদিমধ্যান্তহীনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। এবং পরত্র।

(†) 'অবস্থাঃ প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'অসন্দিগ্ধাত্মনিশ্চয়ৈঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিজ্ঞানমৃতে” ইতি। আত্মা তু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্যনীকস্বরূপোঽপি দেবাদিশরীর-প্রবেশহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদিভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুধানুসংহিত ইতি তদ্ভেদানুসন্ধানং নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি।

আত্ম-স্বরূপস্তু কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাদ্যশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া একম্, তত এব সদৈকরূপম্; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্মকস্য কস্যচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু প্রতিক্ষণপরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্ব্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ। এবংরূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্যাথাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমৃতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা) প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দ্দোষ। কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও সর্ব্বদা একরূপ। এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক; অর্থাৎ সেই আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই; এই অভিপ্রায়েই ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” বাক্যটী অভিহিত হইয়াছে। ১০৮।

১০৯। জগতের চিৎ বা চৈতন্য অংশটী চিরকাল এক-ই রূপে থাকে; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটী প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনাশাভিমুখী; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অসৎ’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহাদ্যশেষ ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) এবংরূপচিদাত্মকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জগদ্যাথার্থ্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,— "সদ্ভাব এবম্" ইতি। অত্র 'সত্যম্, অসত্যম্' ইতি "যদস্তি যন্নাস্তি" ইতি প্রক্রান্তস্যোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগ্ব্যবহারার্হভেদং যৎ বর্ত্ততে; তত্র হেতুঃ কর্ম্মৈবেত্যুক্তম্; ইত্যাহ—"এতৎ তু যৎ" ইতি। তদেব বিবৃ-ণোতি—"যজ্ঞঃ পশুঃ" ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(†) মিত্যাহ—"যচ্চৈতৎ" ইতি॥

অত্র নির্ব্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ে চাজ্ঞানে জগতস্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমস্য পরেশস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্যাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধা-কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক); ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। "সদ্ভাব এবং" বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে "যদস্তি, যৎ নাস্তি" কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, 'সত্যং' ও 'অসত্যং' কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই "এতত্ত্ যৎ" বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং "যজ্ঞঃ পশুঃ" ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন; এবং এই অভিপ্রায়েই "যচ্চৈতং" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটী শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাৎপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসচ্ছব্দগোচর' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষ্য (ঘ) সম্মতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়যতনম্' ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়ায়তনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবস্থাত্মনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

কর্ম্মৈবেতিপ্রতিপাদনাৎ, 'অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য'-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্ব্বচনীয়-বস্ত্বভিধানাসামর্থ্যাচ্চ 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দৌ 'অস্তি-সত্য'-শব্দবিরোধিনৌ। অতশ্চৈতাভ্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্ব্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্তুনি 'নাস্ত্যসত্য'শব্দৌ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরৌ প্রযুক্তৌ ; অপি তু বিনাশিত্বপরৌ। "বস্ত্বস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্" ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিষ্প্রমাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈকস্মিন্ কালেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্যথোপলব্ধ্যা নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্। বাধোঽপি যদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম। এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'অস্তি, নাস্তি' ও 'সত্য, অসত্য' শব্দেরও সদসৎ-অনির্ব্বচনীয় বস্তু-বোধনে সামর্থ্য নাই ; 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দও কেবল 'অস্তি' ও 'সত্য' শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় হইতে কেবল 'অসত্ত্ব'মাত্র (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত হয়, কিন্তু কাহারো অনির্ব্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০। আর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা জড়বস্তুকে 'নাস্তি' ও 'অসত্য'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, জড়-বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-শীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর "বস্ত্বস্তি কিং ?" ও "মহী, ঘটত্বম্" বাক্যেও জড়পদার্থের ধ্বংসশীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পারা যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (যাহা-জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্যথা-ভাব দর্শন, তাদৃশ অন্যথাভাবেই সেখানে 'নাস্তি'-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'তুচ্ছত্ব' অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; 'বাধ' অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে 'আছে' (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর 'নাস্তিত্ব' (অসত্তা) প্রতীতি। কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্যথাভাব প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম 'বাধ' নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর 'অস্তিত্বে' 'নাস্তিত্বে' (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্য্যন্তরহিতং সতৈকরূপমিতি স্বত এব সদা 'অস্তি'-শব্দবাচ্যম্। অচেতনস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগ্যভূতং তৎকর্ম্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্ব্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

"যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্বস্তু, নৃপ তচ্চ কিম্॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৩।৯৫]
"অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্তু নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্॥"
[বিষ্ণুপু০, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়স্য—

"বিষ্ণ্বাধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-দিন 'অস্তি'-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই ভোগের জন্য নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়; এই কারণে সর্ব্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দেই অভি-হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—'হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞান্তর (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।' 'পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন বিনাশশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।' উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ, কাল বা ক্রিয়াবিশেষে যাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ যাহা সময়বিশেষে থাকে, আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই 'অস্তি'-শব্দে নির্দ্দেশ করা, তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল 'অস্তি' বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'নাশি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

ইত্যাদ্যনুভাষণাচ্চ। "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যস্যাত্ম-শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্তুনোশ্চ 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দযোগনিবন্ধনম্, জ্ঞানস্যাকর্ম্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্। অচিদ্বস্তুনশ্চ তত্তৎকর্ম্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি। তদসৎ। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" [তৈত্তি-রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্]। "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" "ন তস্যেশে কশ্চন, তস্য নাম মহদ্‌যশঃ।" "য এনং বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি" [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-বিরোধাৎ। ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্ব্বাণ্যপি বাক্যানি সবিশেষ-

---

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিলোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দ্দেশ কথিত হইয়াছে, বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর; এই কারণেই উভয়ের একত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে। চিৎ ও জড় বস্তুতে যে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্ম্মজনিত বিকার-সম্বন্ধ চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্ম্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই (অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের কারণ।

আর যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা-নিবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন, বলিয়া [শাঙ্করমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] 'আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়)। [পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই। বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ' 'কেহই তাঁহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাঁহার নামই পবিত্র যশঃস্বরূপ।' 'যাহারা ইঁহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি। শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-পাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্, 'তৎ-ত্বং'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ। 'তৎ'পদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। 'তৎ'-সমানাধিকরণং 'ত্বং'-পদঞ্চ অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহারা মুক্ত হয়।' ইত্যাদি (*)। পরব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-মনন্তম্' প্রভৃতি বাক্যনিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আর 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া থাকে—নির্ব্বিশেষ ভাব নহে। 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম'-পদেও জড়সহকৃত জীব-শরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে, একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দ ব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই (একার্থ-বোধকত্বই) পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে হয়। [মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ]। 'সেই এই দেবদত্ত' (দেবদত্ত একজনের নাম; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্ব্বিশেষ হন, এবং সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিত্যবর্ণ' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি 'তমেব বিদ্বান্ অমৃতঃ', উভয়ই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থনও বিরুদ্ধ হয়। আর "বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয়।

লক্ষণা, ভূত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিতয়ৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ; "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ। এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে। জ্ঞানস্বরূপস্য নিরস্ত-নিখিলদোষস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাধিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। (†) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্য-প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। বিশেষতঃ 'তৎ'পদের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে "তৎ ঐক্ষত—বহু স্যাম্" শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সর্ব্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে। আর যদি বল, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের যে সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধই উহার প্রকৃত অর্থ। তাহা হইলেও 'ত্বং' ও 'তৎ'-পদের—সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্ব্বে যে, সামানাধিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় ‡।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন 'সোহয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, 'তৎ'-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ। আর 'অয়ং'-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। কাজেই 'সঃ + অয়ং' বাক্যোক্ত সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই 'সঃ' ও 'অয়ং' পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'দেবদত্ত' রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয়; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের আর পূর্ব্ব-কথিত বিরোধ থাকে না। "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যেও এইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ 'ভাগলক্ষণা' ও 'অজহৎস্বার্থা লক্ষণা' বলেন। রামানুজ বলিতেছেন, 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' কিংবা 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না। প্রকারান্তরেও উত্থাপিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যে প্রকার পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন।

(‡) তাৎপর্য্য,—'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—'নেদং রজতম্' ইতিবদপ্রতিপন্নস্যৈব (*) বাধস্যাভ্যুপগম্য পরিকল্পনম্; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপপত্তিশ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং 'তৎ'পদেনোপস্থাপ্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, তদুপরি আরও দুইটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে 'নেদং রজতং' (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের 'বাধ' (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি" স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরুপায় হইয়া 'বাধ' কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] 'তৎ'পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সদ্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§)।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ 'তৎ'-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে]। ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রতীতস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে' ইতি (খ) পাঠঃ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসত্য (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদ দুইটীর লক্ষণা করিতে হয়; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্যে (জীব চৈতন্য যাহা হইতে আসিয়াছে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটীর লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিতে। সুতরাং জীবের জীবত্ব ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটি দোষ, তেমনি পূর্ব্বোক্ত 'শ্রুত-বিরোধ', একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই জগতের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরাপর শ্রুতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত।

(§) তাৎপর্য্য।—বাধার্থত্বেঽপি ন পূর্ব্বোক্ত-দূষণহানিঃ, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দূষণদ্বয়াপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্তু বিশেষ ইতি। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র প্রমাণান্তরেণ 'নেদং রজতম্' ইতি বাধস্য প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সুতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বাধৌ। অতোহধি-ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বাধৌ দুরুপপাদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ। রাজত্বোপদেশেন চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিত্বাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না। অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদ্গত যথার্থ রাজভাব, তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটী পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না। কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল ; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ উপদেশ কস্মিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না।

পন্নত্বাৎ বাধকল্পনম্. অত্রতু বাধস্য অপ্রতিপন্নত্বেঽপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র শুক্তিত্বরূপং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'-পদেন শুক্তিত্ববৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনাৎ বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)।

অর্থাৎ 'শুক্তিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্তিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকন্তু সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই অভিপ্রায়ে 'ইমান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে। 'শুক্তিই রজত' এই স্থানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং বাধকল্পন আবশ্যক হয়। কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বুঝিয়াও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়। আর 'শুক্তিই রজত' এই স্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী শুক্তি শব্দেই বলিয়া দেয়। কিন্তু এস্থলে 'তৎ'-পদ কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যের লক্ষণ করায় শুক্তিত্বের ন্যায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পন অসঙ্গত হয়।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরস্তনিখিল-দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতিপাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তু-শরীরত্বেন কার্যত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭-৮]। "অপহতপাপ্মা…সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", [ছান্দো০, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ।

"তৎ ত্বমসি" ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র কিঞ্চিদুদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৭।৪] ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। "ইদং সর্ব্বম্" ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব যাঁহার শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদ সেই ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। আর সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের যে, আরও একটী ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার নাম জীবান্তর্যামিত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে যথানিয়মে পরিচালিত করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়। এবং সূক্ষ্ম 'চিৎ-জড়বস্তু'নচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর; অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও পরাপরত্বাদি-বোধক—'ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাঁহাকে—', 'ইঁহার নানাবিধ পরা (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,' 'তিনি পাপবিনির্ম্মুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)', ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না।

যদি বল, এরূপ হইলে "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি? [উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে সেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে প্রথমেই 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ),' এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব নিরূপিত হইয়াছে অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

(*) 'বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ।

সজ্জীবং জগন্নির্দ্দিশ্য—"ঐতদাত্ম্যম্" ইতি তস্যৈব আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতম্। (৭) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ", [ছান্দো০, ৬৮৮।৭ ইতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ", [ছান্দো০, ৬৮।৮৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সর্ব্বাত্মা।" [আরণ্যক০, ৩।১১।২৩]। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" [বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২]। "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্" ইত্যারভ্য—"যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

স্থানেই "ইদং সর্ব্বং" ('এই সমস্ত') কথায় জীব ও জগতের নির্দ্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যং" কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের 'আত্মা' বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।' এখানে যেরূপ সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্ব্বময়ভাবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদ্রূপ সেখানেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মভাবের প্রতি 'হে সোম্য (শান্তস্বভাব, সৎ-ব্রহ্মই এই সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান', এই হেতু দ্বারা পূর্ব্ববিহিত ব্রহ্মাত্মভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে। ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি এই,—'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত (নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না; আত্মাই যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন। সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'মৃত্যু যাঁহার শরীর,

---

(৭) হেতুরপ্যুক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল०, ৭]। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি०, ৬৷২] ইত্যাদীনি ॥

অত্রাপি—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্; "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†)। তস্মাদ্-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যাবগত-(‡) তত্তৎপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি,"ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক) এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।' 'তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন' ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) '[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব'; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যত্ব লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ" শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে। ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর 'তাদাত্ম্য' বা অভেদের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (সত্তা) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে। অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বক প্রতিপাদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) বিশ্চীয়তে' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত' ইতি (গ) পাঠঃ।

সর্ব্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্য “তত্ত্বমসি” ইতিসামানাধিকরণ্যেন বিশেষোপসংহারঃ ॥

অতো নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ বৈয়ধিকরণ্যেন সামানাধিকরণ্যেন চ সর্ব্বে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্য তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে? তস্যৈবেতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি (†) কিঞ্চিৎ। কল্পিতভেদ-নিরসনমিতি চেৎ; তন্ন সামানাধিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্” শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সমানাধিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র ॥

স্বয়ং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাঁহার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সামানাধিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; [কিছুতেই সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡)॥

[নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ হইবে? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা গিয়াছে; সুতরাং পুনর্ব্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই? যদি বল,

(*) স্ববাক্যেনাবগতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (†)- শাবসেয়মিত্যস্ত' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সাধীয়ান্।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদী—শঙ্করস্বামি, ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়। কেবল ভেদবাদী মাধ্যপ্রভৃতি। তন্মধ্যে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্ব্বিশেষ; জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। “তত্ত্বমসি” বাক্যে জীবের সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব দোষ বশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল। জীবের ব্রহ্মভাব ছাড়া বিরুদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতন্ত্রসিদ্ধ নিত্য পদার্থ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের ঐক্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব তাঁহার আরাধক; এই সেব্য-সেবকভাবই 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামানাধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি (†) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐরূপ উপদেশের আবশুক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামানাধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটী প্রকার বা বিশেষধর্ম্ম না থাকিলে যখন সামানাধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম্ম) যুক্ত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধটী ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কাজেই ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশুক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের মতে স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত যে, সদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১২॥

(*) 'তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'হেকদা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) 'ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্য (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি। জাতি-গুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবো জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব দৃষ্টচরম্। জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'ষণ্ডো গৌঃ, শুক্লঃ পটঃ' ইতি (‡) সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাচিৎ কচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, যাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে; হইতে পারে বলিয়াই 'পুরুষ (আত্মা স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে;' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য ঘটিত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াথাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে'; ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাধিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ; কিন্তু পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটী স্বতন্ত্র দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মভাবাত্মভাব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) তথা সামানা—' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) যোষিদ্বা আত্মা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(¶) অনুস্যূতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (||) ব্যাবৃত্তা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

দৃষ্টঃ ; (*) ন পৃথক্প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব।

যদি 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভির্জাতঃ', ইত্যত্র 'ষণ্ডো (†) মুণ্ডো গৌঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরাণামিষ্যতে। তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবং দৃশ্যতে। ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-শরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্তৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো,' এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে, এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট,' এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 'পুরুষ কর্ম্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ষাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে' ; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যত্বাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ন্যায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিত্যই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য,' এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উহা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্ত্তমান

(*) প্রত্যক্ষো দৃষ্টঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (ঘ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদমেব নাস্তি।

(†) ষণ্ড' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (‡) মনুষ্যাত্মা'ইতি (গ) পাঠঃ। (§) তৎ-কর্ম্মফল'ইতি (ঘ) পাঠঃ।

সদ্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎ-স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে 'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইতি মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ঃ। দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানামাত্মৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ (*) 'দেবো মনুষ্য আত্মা' ইতি লোক-বেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন ব্যবহারঃ। জাতি-ব্যক্ত্যোর্নিয়মেন সহপ্রতীতিরুভয়োশ্চাক্ষুষত্বাৎ; আত্মনস্ত্বচাক্ষুষত্বাচ্চক্ষুষা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে। পৃথগ্-গ্রহণযোগ্যস্য প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটমিতি মা বোচঃ। জাত্যাদিবৎ তদেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বৈঃ শরীরস্যাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ। সহোপলম্ভ-নিয়মস্ত্বেকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্। যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

থাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনাধীনতা সমর্থিত হয়। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম)। গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ। আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধন করিতে হয়। আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ; এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে 'দেবাত্মা' ও 'মনুষ্যাত্মা,' এইরূপ সমানাধিকরণ্যে (অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়াথাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুর্গ্রাহ্য সুতরাং সর্ব্বদাই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে, এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [এই কারণে সর্ব্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের মধ্যে একটী কখনও অপরটীর প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না; একথা বলিতে পার না কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায়—এবং আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্ভের নিয়ম, অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) 'দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাম্' ইত্যাদিঃ, 'স্বভাবাৎ' ইত্যন্তোহংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে। (ঙ) পুস্তকে তু—'তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ' ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে।

র্গেন্ধরসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ। তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামানাধিকরণ্যনিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্তু শব্দঃ সহৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

ননু চ, শাব্দেঽপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নাত্মপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতস্যৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (ঙ) নিষ্কর্ষক-শব্দোঽয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতির্গুণ ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাদিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না। আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয়। শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর'শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না। না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না,] 'শরীর' শব্দটী তাহারই নিষ্কর্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না। [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্ব, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৩৮)। অতএব, গবাদি শব্দের ন্যায় দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মারে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

(ঙ) 'নিরূপকাণাং' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। নিষ্কর্ষ-'ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৮) তাৎপর্য্য,—জাতিবাচক গোত্ব প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক শুক্লত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থই বুঝায়। 'গোত্ব' বলিলেই গোত্ববিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থের বিশ্রামই হয় না ; শুক্ল বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটী বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ শব্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটী প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মারও প্রতীতি হইয়া থাকে।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়ৈব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাবলক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।" [ব্রহ্ম সূ০ ৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ" ইতি চ বাক্যকারঃ (৩৯)।

অত্রেদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্য চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯-১০]

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।" [শ্বেতাশ্ব০,

---

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহও পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; সুতরাং জীব-বোধক শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যান্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে; এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ের একত্ব নিবন্ধন নহে)। এই বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। 'মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকারও বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মকে 'আত্মা' বলিয়াই গ্রহণ করিবে।'

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব) এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপ কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—'মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ এক (অদ্বিতীয়) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন।' এই

(চ) তাদাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্রস্য বৃত্তিকারঃ 'বাক্যকার'-নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। "অমৃতাক্ষরং হরঃ" ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।" [মহানারায়ণ০, ১১।৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]। "নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" [কঠ০, ৫।১৩]। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।১২]। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি।" মুণ্ড০, [৩।১।১]।

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৬]
"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রজাং (ছ) জনয়ন্তীং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"
[মহানারায়ণ০, ১০।৫]।

শ্রুতিতে 'অমৃতাক্ষর হর' কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্য প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন; এই কারণে ভোক্তাকে 'হর' বলা হইয়া থাকে। 'তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' 'তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।' 'তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।' 'অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী; তন্মধ্যে একটী জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটী প্রভু, অপরটী অধীন। 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।' 'ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।' 'জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।' 'নিজের অনুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কর্ত্রী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটী অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্ব্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।' 'জীব পরমাত্মার

(ছ) বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তী' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ।"
শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭] ইত্যাদ্যাঃ।

স্মৃতাবপি—"অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" [গীতা০, ৭।৪-৫]
"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্॥
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ॥
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" [গীতা০, ৯।৭-৮]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" [গীতা০, ৯।১০]
"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" [গীতা০, ১৩।১৯]
"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" [গীতা০, ১৪।৩] ইতি॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে আশ্রিত থাকিয়া অনৈশ্বর্য্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে।' 'আরাধিত বা প্রীতিসম্পন্ন [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি॥

স্মৃতিতেও আছে, '[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টধা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি। হে মহাবাহো—অর্জ্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটী 'পরা' প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে)।' 'হে কুন্তিনন্দন! কল্প-ক্ষয়ে (সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ম্ম-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' 'প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও।' 'আমার অভিব্যক্তিস্থান যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্ব্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি। হে ভারত, তাহা হইতেই

(*) মহিমানমিতয়ো ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

জগদ্‌যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যৎ; তস্মিন্ চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি। ততো মৎকৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ দেবাদিস্থাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্‌স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মত্বমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঅন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য,—"য-আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য-আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তথা, "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য-(*) "যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

---

সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে।' ভগবান্ বলিতেছেন—'মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূতসূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গর্ভ সংযোজিত করি। আমার কৃত সেই চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-সমন্বিত সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫। চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য; এইপ্রকার ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সর্ব্বাবস্থায় একরূপে বর্ত্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ, যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়; তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই; এইকারণে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহার শরীর, অথচ আত্মা যাঁহাকে জানে না; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্যামিরূপে) আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন; সেই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা।' ইতি। আরও আছে,—'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানে না,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

---

(*) 'যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ' ইত্যংশঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

ভূতা(*)ন্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল০, ৭]।
অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্যামেবোপ-
নিষদি—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি বচনাৎ।
"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা," [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবেত্যাহুঃ;—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যারভ্য—"সন্মূলাঃ" সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি [ছান্দো০, ৬।২,১৮,৬]। তথা "সোঽকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু' শব্দে 'তমঃ'-শব্দবাচ্য ভূতসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই 'সুবাল' উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের] অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।'

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম্ম যখন ধর্ম্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্য্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। সেই সৎ-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—'আমি বহু হইব এবং জন্মিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে—'হে সোম্য! সৎ-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান।' এই সমস্ত জগৎই এই সৎস্বরূপ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মস্বরূপ।' আরও আছে,—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

(*) সর্ব্বভূতাত্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।

—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি। “স তপোঽতপ্যত ; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ।

অত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ। “হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি। “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬।৩২] ইতি চ। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্মশরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে। এবম্ভূতমেব নামরূপব্যাকরণং “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।১।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্। অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

---

জন্মিব, তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।' ইত্যাদি॥

অপরাপর শ্রুতিতে যে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে; তাহাই এই ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—'আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মরূপে এই ভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।' ইতি। এবং 'তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ (পরোক্ষ) ও ত্যৎ (অপরোক্ষ) হইলেন। বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ (মিথ্যা) হইলেন।' ইতি। এখানে 'তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৎ ও ত্যৎরূপ ধারণ এবং বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, 'এই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া—এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে; জীব ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র কারণ; নচেৎ উভয় শ্রুতির একার্থতা রক্ষা পায় না। আর, 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইল' এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্য্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষ এবেতি কারণাৎ (*) কার্যস্যানন্যত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্য বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্। (†) "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি, "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে; কাজেই কারণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান, যাহা অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। "অহম্ ইমাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি "তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি-পদ দ্বারা (‡) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বস্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্মবোধক শব্দের ('তৎ' প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক 'ত্বং' প্রভৃতি পদের) সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যাং কারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) (ক, খ) পুস্তকয়োঃ 'হস্তাহম্' ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়াম্ব নৈবমুপলভ্যতে; অতঃ (ঘ) পুস্তকসম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ছান্দোগ্যোপনিষদে "তিস্রঃ দেবতাঃ" কথার অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ভূতত্রয়। যদিও এখানে তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে। তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও 'তিস্রঃ' পদেরই 'পঞ্চ' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও 'দেবতা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতোত্র হ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করেঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা—শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথক্ (*) স্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ। এবং চ সতি, পরস্য ব্রহ্মণঃ

[এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘাত বা চেতনাচেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম্মগুলি) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র— শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রে নির্ম্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সর্ব্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না; তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সময় বিশেষে সংহত বা সম্মিলিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বাবস্থারই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম্মরূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহারা থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা চিরকালই 'সর্ব্ব'-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্ম্মের পরস্পরে সম্মিশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) 'পৃথক্প্রতীতিযোগ্যানাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) 'পুরুষেচ্ছয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যানুপ্রবেশেঽপি স্বরূপান্যথাভাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্। স্থূলাবস্থস্য নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্য চিদচিদ্বস্তুন আত্মতয়াবস্থানাৎ কার্য্যত্বমপ্যুপপন্নতরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা ॥১১৫॥

নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

---

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্য্যভূত জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, ঐরূপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের অন্যথাভাব বা বিকার ঘটে না। আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থাযুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগসম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্‌রূপে সঙ্গত হয়; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব। [পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং তাঁহাকে 'কার্য্য' বা 'কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট' বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব নিরসন।

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হয়। 'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত', এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—তাঁহাতে 'সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প' প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ববাদ' সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। [অতএব 'নির্গুণত্ব'-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না]।

ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা নিরসন।

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহারও কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত গুণের আশ্রয়; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও তেমনি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকাশের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপস্বেত্যভ্যুপগমাদুপপন্নতরঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; "সত্যং জ্ঞানম্" [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

"সোঽকাময়ত —বহু স্যাম্।" [তৈত্তি০, ৬।২]। "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্।" [ছান্দো০, ৬।২।৩]। "তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।" [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মক-বস্তুনানাত্বমতত্ত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" [কঠ০, ৪।১০—১১]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় ; কিন্তু 'তিনি জ্ঞানরূপী' বলিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় না। অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। কেননা, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা,' 'ইঁহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে। আর 'তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহার জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে]॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব।' 'তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন।' এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে। কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে' ইত্যাদি।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাক্ত্বেন নানাপ্রকারত্বমপি নিষিধ্যতে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি (†) নিষেধ-বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্। "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ।" [বৃহদা০ ৪।৪৬]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" [সুবাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-ভাবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

---

[কিন্তু] 'আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। 'যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের বিচার স্থলেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব্ব বস্তুই তাহাকে প্রতারিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।' 'এই যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অযত্নপ্রসূত।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে যদিও আপাততঃ বিরোধ প্রতীত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাক্ত্বেনেতি (খ) পাঠঃ।　　(†) ইত্যাদিনেতি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'অনন্যত্বং চ বদন্তীনাং' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ 'তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের সমস্ত পদার্থ। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নাহে। অতএব, জগতে বাচক বা অর্থ বোধক যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয় পরমাত্মাকে বুঝাইবে; কারণ, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং 'তৎ' পদটী যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মবাচক, তেমনি 'ত্বম্' পদটীও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাচক হইতেছে। বিশেষ এই যে, 'তৎ' পদটী ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর 'ত্বম্' পদটী জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; সুতরাং ঐ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই।

স্বয়ং পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য। এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা, অপরটী কারণাবস্থা। যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা। এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে 'কার্য্যাবস্থ' ও 'কারণাবস্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে 'উপাদান' কারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা।

(চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্ব্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্য্যদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে,) ইতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদস্যৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদস্যান্যস্যাপ্যপন্যায়মূলস্য (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো দৃশ্যতে।(চিদচিদীশ্বরাণাং পৃথক্স্বভাবতয়া তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্মভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োরৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হ্যবিরুদ্ধমিতি সিদ্ধম্ ॥)

(যথা —আগ্নেয়াদীন্ ষড় যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদিবাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ত্বমাপন্নান্ (‡) "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" [কাত্যায়ন শ্রৌত সূ॰, ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্ব্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাচেতন পদার্থসমূহের কারণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগ-যোগ্য স্থূলদশা-প্রাপ্তি, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারাই সেই বিরোধের পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মাজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদই হউক, অথবা অপর কোন বাদই হউক, (১) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্ব্বশ্রুতিবিরুদ্ধ ; সুতরাং কোনরূপেই সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায় এই যে,—চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বভাব যে বিভিন্নপ্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ ; এবং "ঈশ্বরই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর" এই প্রকার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ দ্বারাও উহা সমর্থিত ; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন এবং কার্য্যকারণের অভেদ নির্দ্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; ইহাই প্রমাণিত হয় ॥

'আগ্নেয়' প্রভৃতি ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটী বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শেষে পূর্ব্বপ্রক্রান্তবোধক "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-

(*) অন্যস্যাপ্যন্যায় ইতি (খ) পাঠঃ। (†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—যে মতে ব্রহ্মেতেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ' বলা হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র সেই মতকে 'ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এ সকলই শঙ্কর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মতভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", [শ্বেতাশ্ব০ ১।১০]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুর্ণেশঃ (*)।" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। আত্মা নারায়ণঃ পরঃ।" [নারায়০ ১১।৩।৪] ইত্যাদিবাক্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য-"যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ," [সুবাল০ ৭,] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈশ্চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্মশরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য— শরীরিভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্য্যাবস্থশ্চ পরমাত্মৈক এবেতি পৃথক্প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্ব্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।' '[ভগবান্ই] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি।' 'বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।' 'নারায়ণই পরমাত্মা।' ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ 'পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) যাঁহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক 'সৎ; ব্রহ্ম ও আত্মা' প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনাচেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে; 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইহঃ প্রভৃতিঃ (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) পৃথক্প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (ক,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আগ্নেয়াদি ছয়টী যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ,—(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশু, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগদ্বয়, (৬) ঐন্দ্রাগ্ন। এই ছয়টী যাগই বেদে "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি" ইত্যাদি ছয়টী উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক বিধিকে 'উৎপত্তিবিধি' বলে। ঐ ছয়টী যাগকে আবার "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে। য এবং বিদ্বান্ অমাবাস্যাং যজতে।" ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত একত্র একই স্বর্গফলের উদ্দেশে করণরূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ত্মকমিদং"। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যং প্রতিপদ্যতে। চিদচিদ্বস্তুশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি নাস্তি বিরোধঃ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্যাত্মবিশেষস্য 'অয়মাত্মা সুখী' ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তির্যুক্তেতি। তদযুক্তম্; বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কথমিব শক্যতে বক্তুম্। এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্রীত-পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। ভবদভিমতস্যৈক্যজ্ঞানস্য-

চেতনাচেতন বস্তু-চয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও [শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাঁহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ বা বাধা নাই; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও 'এই আত্মা সুখী' ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥১১৬॥

১১৭॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,— মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর বস্তুতই, পাপপুণ্যময় কর্ম্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুভূতিরূপ বন্ধ উপস্থিত হয় কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই লাভ করা যাইতে পারে; এ কথা

বুঝিতে হইবে. এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন. অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আর পরমাত্মা চেতনাচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাঁহাকে কেবল 'পরমাত্মা' বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না; তাহাও লোকব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে সুখী মনে করে, তখনও 'আত্মা সুখী' এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু 'শরীরী সুখী' এই রূপ প্রয়োগ করে না অথচ বিষয় সম্পর্কাধীন সেই সুখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধাধীন; এখানে যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি "মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ।" [বিষ্ণু পু০২।১৩।২০] ইতি শাস্ত্রাৎ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ।" [গীতা০ ১৫।১৭]। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইতি [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬]। জীবাত্ম-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্যাপি নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য নিবর্ত্তকান্তরং মৃগ্যম্। নিবর্ত্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্ব্বং ভেদজাতং (‡) বিনিবর্ত্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎপত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকান্তরমন্বেষণীয়ম্। তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ; তথা সতি নিবর্ত্তক-

---

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর তোমার অভিমত একত্বজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতবস্তুর বৈপরীত্য-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-বৃদ্ধিই উহার ফল হইতেপারে। কেন না, শাস্ত্রে আছে 'যেহেতু এক বস্তু কখনও অন্য বস্তুত্ব লাভ করিতে পারে না'; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য কথা নহে। বিশেষতঃ 'উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্।' ['জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—'ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি-বিজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না।) যদি বল, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়ান্তরের আবশ্যক হয় না;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত এবং তৎকল্পক অবিদ্যা-সমুচ্ছেদের জন্য অপর একটী নিবর্ত্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আর যদি বল, উক্ত অবিদ্যার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ভবদভিমতস্য নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) স্ববিরোধিসকলভেদজাতম্ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। (§) নিবর্ত্ত্য ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ। তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞানকর্ম্মত্বং তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণো নিবর্ত্তকজ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ; অয়মধ্যাসস্তন্মূলাবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্ত্তকজ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। নিবর্ত্তকজ্ঞানস্বরূপং স্বস্য (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্ত্যান্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না; কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্ত্তমান থাকিতে কখনই তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক) যে জ্ঞান হয়, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা অবিদ্যার চৈতন্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্ম ভিন্ন কখনই কর্ত্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃতা (জ্ঞানকর্তৃত্ব), উহা কি তাঁহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যস্ত রূপ (অবিদ্যা-কল্পিত)? যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটী অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবারক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিদ্যা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আর যদি তন্নিবারণার্থ অপর একটী নিবর্ত্তক জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনপ্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্ব্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকেই আবার পৃথক্‌ভাবে স্বনিবার্য্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক 'দেবত্ত পৃথিবী

(*) স্মাত্র ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ব্রহ্মস্বরূপম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) স্বস্য চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ। (§) স্বনিবর্ত্ত্যান্তর্গতম্ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন ছিন্নম্, ইত্যেকস্যামেব (*) ছেদনক্রিয়ায়ামস্য ছেত্তুরস্যাঃ ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদুপহাস্যম্। অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্ত্তকজ্ঞানে স্বয়ং কর্ত্তা চ ন ভবতি, স্বনাশস্যাপুরুষার্থত্বাৎ। তন্নাশস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ্দর্শন-(†) তন্মূলাবিদ্যাদীনাং (‡) কল্পনমেব ন স্যাৎ; ইত্যলমনেন দিষ্ট-হত-মুদ্গরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্য তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানাদেব। তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেষাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি-বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মলভ্যা। তত্র কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্, অনভিসংহিতফল-পরমপুরুষারাধনবেষাণাং কর্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন জ্ঞায়তে। কেবলাকারপরিত্যাগপূর্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকর্ম্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

---

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদন করিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব ও ছেদ্যত্ব—অর্থাৎ ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কথনের ন্যায় উপহাসজনক হয়। প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যস্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও (নিবর্ত্তকজ্ঞানের কর্ত্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না। আর সেই অধ্যস্তরূপের বিনাশকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়ের কল্পনাই হইতে পারে না। যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদ্গর-প্রহারের প্রয়োজন নাই। ॥১১৭॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মপ্রবাহ-প্রসূত, তখন পূর্ব্ব কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্ত্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপরিশোধিত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়; জ্ঞান-রহিত কর্ম্ম সমূহের ফল যে, অল্প ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে)। আর ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যানুভূতি-স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্যামেব ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ভেদদর্শন ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে নৈতদর্শন-তন্মূলাবিদ্যাদীনাম্' ইতি (গ) পাঠঃ। 'ভেদদর্শন-তন্মূল' ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ।

তীতি কর্ম্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি 'অথাতঃ' ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ সূত্রার্থ-যোজনারম্ভঃ]

তত্র (*) পূর্ব্বপক্ষবাদী মন্যতে, বৃদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নে পরে (†) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্তু-(‡) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতূনাং কালত্রয়বর্ত্তি-নামর্থানামানন্ত্যাৎ সুলগ্ন-সুখপ্রসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বিশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কখনই পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষারাধনাত্মক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; এই কারণেই কর্ম্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-বিচার করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে "অথ" ও "অতঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত সূত্রার্থযোজনারম্ভ।]

এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বৃদ্ধ-ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; এবং সেই বৃদ্ধ-ব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য; কেবল বস্তুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

ব্রহ্মবিচারের অনাবশ্যকত্ব শঙ্কা।

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে; তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি? বাধা এই যে, এখানেও পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে, হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত বা অসংখ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

---

(*) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'পরস্মিন্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'বস্তুবিষয়' ইতি (গ) পাঠঃ।

নাপি ব্যুৎপন্নেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন বা শব্দস্য সিদ্ধবস্ত্বভিধানশক্তিনিশ্চয়ঃ; জ্ঞাতকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্য তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্য 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা' ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (*) ভয়নিবৃত্তিদর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ। অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্দ্ধ-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐরূপ হর্ষের কারণ। আর, যে সকল শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের অর্থ নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্তু-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কার্য্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তির) অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [সুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, 'ইহা সর্প নহে— রজ্জু', এইবাক্য শ্রবণের পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) 'শব্দশ্রবণানন্তরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইয়াছিল যে, "পুত্রঃ তে জাতঃ," অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যটি কোন কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দ্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন শ্রোতার হৃদয়ে হর্ষ-সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়াবোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা বলা যায় না। তদুত্তরে কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়াবোধক বাক্য হইতে হর্ষ জন্মে নাই; পরন্তু, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন রাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হর্ষ জন্মিতে পারে; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারেন যে, শুভ সময়ে বিনা আয়াসে তাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে, এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অন্য প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবংবিধ বোধই উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় সাধনের যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন, আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন। এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপত্তিহীন, শব্দের ও তদ্গত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটা উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থনিশ্চয়; অপর বিভক্তি যাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয়। প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল— 'কঃ কূজতি'? (কে শব্দ করিতেছে?) অপরে উত্তর করিল—'পিকঃ' (কোকিল)। এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'পিক' অর্থ না জানিলেও নিকটেই 'কূজতি' পদ থাকায় 'পিক' শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল। দ্বিতীয় উদাহরণ— "কাষ্ঠৈঃ কটাহে ওদনং পচতি"। (কাষ্ঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে 'কাষ্ঠ' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; সুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, 'কটাহ' একপ্রকার পাকপাত্র এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে।

ষম্ (*) অচেতনমিদং বস্ত্বিত্যাদ্যর্থবোধেষু বহুষু ভয়নিবৃত্তিহেতুষু সৎস্থ বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্য্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্ত্তকার্থাববোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্ব্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্ব্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যস্যৈব বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাৎ কার্য্যান্বিতস্বার্থমাত্রে পদশক্তিনিশ্চয়ঃ। ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্তমানেষ্টোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ। 'ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন সিধ্যতি; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ' ইতি বুদ্ধির্যাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে। অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকস্যৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡) কার্য্যস্যৈব বেদবেদ্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

---

তাহা নহে নহে। কারণ, সে স্থলেও 'ইহা ক্রিয়াহীন, নির্ব্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু' ইত্যাদি বহুবিধ প্রতীতিরূপ কারণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটী যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। আর শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে) অর্থবোধকতা অবধারিত রহিয়াছে; তখন কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে, অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসারেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপর এবং সমস্ত পদই বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বদ্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক রহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয়; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, 'এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টী আমার যত্ন ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা আমারই যত্নসাধ্য; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা করা আবশ্যক,' যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-হেতু] সেই কার্য্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) 'নির্ব্বিশেষম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।　　(†) 'মুপগতমিতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'শব্দবাচ্যতয়া' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

প্রতিপাদ্যেঃ, (*) "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" [আপস্তম্ব-শ্রৌত সূ০, ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতিপাদনাচ্চ কর্ম্মফলাল্পাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকো ব্রহ্মবিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারঃ পরিত্যজ্য সর্ব্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থাববোধিত্বাবধারণং (†) প্রামাণিকা ন বহু মন্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্ব-তাত-মাতুলাদীন্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) 'এনমবেহি, ইমং চ অবধারয়' ইত্যভিপ্রায়েণাঙ্গুল্যা নির্দিশ্য (§) তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'যিনি চাতুর্মাস্য' নামক যজ্ঞ করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মেরই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনের ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—সর্ব্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব) অবধারণের জন্য যে প্রণালী পরিজ্ঞাত আছে; সর্বজনবিদিত সেই প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত শব্দেরই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোক-প্রসিদ্ধ নহে, সেই কার্য্যপরত্বরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রামাণিক লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মবিচারের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদন।

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি) এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে 'ইহা জান, ইহা অবধারণ কর (স্মরণ রাখ),' ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা 'অম্ব' (মাতা), 'তাত' (পিতা) ও 'মাতুল' প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপ শিক্ষিত বালকগণ নিজেরাই ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, [illegible] অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট 'অম্বা' প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, [illegible]

(*) 'ফলাপাত্রা প্রতিপাদ্যেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) বধারণং চ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) নির্দ্দিশ্য নির্দিশ্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।

স্বাত্মনা বৃদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাৎ সঙ্কেতয়িতৃপুরুষাজ্ঞানাচ্চ তেষ্বর্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি নিশ্চিন্বন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নেতরশব্দেষু 'অস্য শব্দস্যায়মর্থঃ' ইতি পূর্ব্ববৃদ্ধৈঃ শিক্ষিতাঃ সর্ব্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যায়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং প্রযুঞ্জতে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ হস্তচেষ্টাদিনা 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়' ইতি প্রেষিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি শব্দং প্রযুঙ্ক্তে। পার্শ্বস্থোঽন্যো ব্যুৎপিৎসুর্মূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং জ্ঞাত্বানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা 'অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ' ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্ব্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপরিমিতফলং বোধয়ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

করে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপর অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং সংকেতকারী (অন্যার্থে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না; তখন ঐ সকল শব্দে ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয় না, সেই সকল অব্যুৎপন্ন শব্দের মধ্যেও 'এই শব্দের ইহা অর্থ' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বতন বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও সেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে॥

অন্য প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া] 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক মূকের ন্যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্ত্তা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বকথিত শব্দের প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব, কার্য্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থ সম্বন্ধ গ্রহণ হইবে, এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্য্যার্থত্বেঽপি বেদস্য ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য এব। কথম্ ? "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা°, ৪।৪।৫]। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" [ছান্দো°, ৮।৭।১]। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত।" [বৃহদা°, ৬।৪।২১]। "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" [ছান্দো°, ৮।১।১]। "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।" [তৈত্তি°, নারায়ণ, ১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি°, আন, ১।১]। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(†) বিশেষরূপ-স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক। কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আর যদি বা বেদের কার্যাপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত আবশ্যক। যদি বল কেন ? [উত্তর—] 'অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে।' 'তাহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে।' '[এই যে, হৃৎপদ্মরূপ একটী ক্ষুদ্র গৃহ] ইহার অভ্যন্তরে দহর (স্বল্প) আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।' 'সেখানেও (হৃৎপদ্ম মধ্যেও) সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে। [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয়, 'রাত্রি-সত্র' যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের

(*) 'প্রতিপন্নোপাসনবিষয়' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'দুঃখবিভিন্ন' ইতি (ক) পাঠঃ।
(‡) 'অবগোরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

'গামানয়' ইত্যাদিষ্বপি বাক্যেষু ন কার্য্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ; ভবদভিমত-কার্যস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্। কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্। কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বম্। ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্ত্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (†)। তত্রেষ্টসুখাদ্যর্থিনা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্য্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক, এই কারণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় (‡)।

আর 'গাং আনয়' (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না; কারণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। কেন না, পুরুষচেষ্টার সদ্ভাবে যাহার সদ্ভাব এবং পুরুষচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ। চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টার কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে অভিলষিত বা ইষ্টতম। সুখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (†) দুঃখস্য তন্নিবৃত্তির্ব্বা' ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদ-বিধিতে আছে—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস আছে, সে লোক 'অশ্বমেধ'নামক যজ্ঞ করিবে। এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেই স্বর্গ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই; কিন্তু "যস্মিন্ নোষ্ণং ন শীতং, নার্ত্তিঃ," ইত্যাদি অর্থ-বাদ বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে। এই সকল অর্থবাদ বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয়।

"রাত্রীরুপেয়াৎ, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এতে, যে এতা রাত্রীরুপযন্তি," অর্থাৎ, লোকে 'রাত্রী'সমূহ অবলম্বন করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রিকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে।' 'রাত্রি' একটী যজ্ঞের নাম এই বাক্যে প্রথমে 'রাত্রীঃ উপেয়াৎ' বলিয়া রাত্রিসত্রের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই। তাহার পর "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি অর্থবাদাংশে 'প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে। এস্থলে বিধিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

আর 'অপগোরণ' সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণায় নাপগুরেৎ, তৎ যোঽপগুরতে, তং শতেন যাতয়াৎ," অর্থাৎ 'অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না; যে লোক অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুদ্রা দণ্ড করিবে।' এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

স্বপ্রযত্নাদ্ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ, ইতি ন ক্বচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে। ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, তত এব প্রবৃত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ (*)। নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্। পুরুষানুকূলং সুখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ। দুঃখস্য প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া। অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ। অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদেরনুকূলত্বং ন সম্ভবতি। নচ, সুখার্থতয়া তস্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। সুখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না; তাহা হইলেই প্রযত্নের ইচ্ছায় তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব, ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থটীকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধ না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না। 'এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নাধীন' এইরূপ জ্ঞানের পরেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয়; তখন কৃতির উদ্দেশ্যকে (চেষ্টার বিষয়কে) পুরুষের অনুকূল বলা যাইতে পারে না। আর দুঃখ নিবৃত্তিও পুরুষের অনুকূল নহে; কেন না, পুরুষের যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ, আর পুরুষের যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহার নাম দুঃখ; ইহাই সুখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (‡)। দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখনিবৃত্তি লোকের অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে। [পুরুষের যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি। এই কারণেই সুখাতিরিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুকূলতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন সুখেরই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক। কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকর, কেবল সুখের ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে।

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলত্বাদ্বয় ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সুখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সুখ-দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, "অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্", আর, "প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্"। অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আত্মতৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই সুখ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ; সুতরাং একের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে। দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্যানিরূপণাৎ। নচ, পরোদ্দেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-গম্যতে; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্য শেষিত্বা-ভাবাৎ (*)। নচ পরোদ্দেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী; উদ্দেশ্যত্বৈস্যেব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্যাপি ভৃত্যোদ্দেশপ্রবৃত্ত্যর্হত্বদর্শনাচ্চ। প্রধানস্তু ভৃত্যপোষেঽপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ; ন, ভৃত্যোঽপি হি প্রধানপোষে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ত্ততে। কার্য্যস্বরূপস্যৈবানিরূপণাৎ 'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(+) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আর কৃতিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গকেও কৃতির উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে শেষিত্ব পদার্থটা ত অনিরূপণীয়। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশে আরব্ধ কৃতি বা প্রযত্নের ব্যাপ্তিযোগ্য বা অনুগত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টা শেষী হইবে, ইহা ত বলা যায় না। কারণ, কৃতি বা প্রযত্ন স্বয়ংই যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য বিষয়টি ত আর কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আর পরোদ্দেশে প্রবৃত্তির যোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই যে, 'পর'টী 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে; কারণ [ঐ লক্ষণানুসারে] 'পর' বস্তুটীর কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং 'পর'কে আর 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভৃত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্ত্তারও) প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে; [প্রধানকে ত আর ভৃত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে না]। যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) যে, ভৃত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজের উপকার সাধনের উদ্দেশেই হন; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই; কাজেই শেষত্বেরও সম্ভাবনা নাই]। না, তাহা হইলে ভৃত্যও ত নিজের উপকারোদ্দেশেই প্রভুসেবায় প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত—কার্য্যেরই স্বরূপেরই যখন স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্য্যের প্রতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহার প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতে পারে না (‡)।

---

* তথা সতি শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। প্রমাদাৎ পতিত ইতি মন্যে।

(+) কার্য্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য্য-শক্তিবাদী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে 'কার্য্যে'র পরিচায়ক একটী লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন,—[মতানুসারে] কৃতি বা প্রযত্ন সত্ত্বে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে সেই চেষ্টা হয়; তাহার নাম 'কার্য্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য্য,—অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, জগতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটী প্রকৃত কার্য্যের পরিচায়ক না হইয়া কেবল সুখেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য্য লক্ষণটী কিছুতেই ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারে না। কাজেই কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, সহজ-সাধ্য নহে।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ। তস্মাদিষ্টত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপং(*)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্যাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(†) বিষয়ভূতসুখদুঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ তৎসাধনতয়ৈবেষ্টত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ। অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ; অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ। স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

---

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে না। কারণ, পুরুষের কার্য্যারম্ভের যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব) ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য কৃতির প্রধান বিষয়কেও আর 'কার্য্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদুভয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-গত] নিয়োগ যখন সেই সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে, সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া বোধ হয়,—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনীভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে]। এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য রক্ষিত হয়। নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ হইতে পারে। কেন না, [বিধিবাক্যস্থ] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্বয় বা সম্বন্ধ বশতঃ [বিধিবোধক] 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিরিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর ; অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা 'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না। কারণ, এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব। কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক ; 'শেষ' কিনা—পরোদ্দেশে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরব্ধ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার 'যোগ্য'। ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ', এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী'। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে এই বোধ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ' হইতে পারে না। আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটী অন্যের প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষ', আর যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ভৃত্যের পোষণের জন্যও রাজার প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্যও ভৃত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার 'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, যেরূপেই হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনমপূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লেখেনৈব হ্যপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ। অতঃ প্রথমমনন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্য্যস্যানন্যার্থত্বনির্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্যম্ ; স্বর্গকামপদান্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথমমপ্যনন্যার্থতানভিধানাৎ; সুখদুঃখনিবৃত্তি-তৎসাধনেভ্যোঽন্যস্যানন্যার্থস্য কৃতিসাধ্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ (*)॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্? সুখবৎ নিয়োগস্যাপ্যনুকূলত্বমেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব হ্যনুকূলম্। সুখবিশেষবৎ নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গুর যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আর কার্য্য, একই পদার্থ; সুতরাং 'স্বর্গ-সাধনরূপেই 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,] 'অপূর্ব্ব' ও 'কার্য্য' যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে 'অপূর্ব্ব'রূপে প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধের পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ (‡)। কেন না, 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ কার্য্য-বোধক পদটী প্রথমেও অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব অর্থ প্রতিপাদন করে না ; কারণ, সুখ, দুঃখনিবৃত্তি ও তদুভয়ের সাধন ভিন্ন 'অনন্যত্ব'-অর্থ কখনই 'কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান' হইতে উপপন্ন হইতে পারে না॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, —বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ কি?—যদি বল, সুখের ন্যায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ? যদি বল, সুখবিশেষের ন্যায় নিয়োগও একপ্রকার সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যনুপপত্তেশ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নিয়োগঃ সুখমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—"স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত," এই বিধিবাক্য প্রথমতঃ 'লিঙ্' (ইত) বিভক্তিটী যাগের কর্ত্তব্যতামাত্র বুঝায়, অনন্তর 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে। যাগ একটী ক্রিয়া—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে যাগের অতিরিক্ত একটী 'অপূর্ব্ব'নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, 'অপূর্ব্ব ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয়' ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবসুখবৎ 'নিয়োগানুভব-সুখমিদম্' ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ব-প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) সুখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ। নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্য প্রতিপাদনাৎ। নাপি নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্যাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্থাপূর্ব্বব্যুৎ-পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (†) তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-বর্জ্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-মানান্নাদ্যারোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলব্ধেশ্চ নিয়োগঃ 'সুখম্' ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন সুখ প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন 'ইহা নিয়োগ-সুখ' বলিয়া কিছু অনুভব করিয়া থাক না। যদি বল, বিধিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা সুখাত্মকতাও বুঝিতে হইবে। [বেশ কথা,] সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (ব্যবহারিক) বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কারণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার একমাত্র বিষয় ; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল সুখ-সাধনরূপেই উহার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, [সুখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার সুখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক প্রমাণও নাই ; কেন না, তাহা দ্বারাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (যাগজনিত অপূর্ব্বের) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তৃতীয় নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার সুখাত্মকতা প্রতিপাদিত হয় নাই]। কারণ, "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ব্ব অদৃষ্ট পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থবোধকত্ব কল্পিত হয় ; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন, সুখরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কর্ম্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত ; সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগাই অন্নাদির প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন তৎকালে 'নিয়োগ'-জনিত স্বতন্ত্র কোন সুখের উপলব্ধিও হয় না (‡)। অতএব, [বিধি-বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, সুখস্বরূপ ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না

(*) সুখসাধন'—ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নীত্যা ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মেও বিঘ্ন থাকিতে পারে ; সেই বিঘ্নাধীন কর্ম্মে কেবল শস্যাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু, তদ্ভিন্ন নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষ্বপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীর্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-কীর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্। অতো বিধিবাক্যেষ্বপি ধাত্বর্থস্য কর্ত্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদের্বাচ্যমিত্যধ্যবসীয়তে (*)। ধাত্বর্থস্য যাগাদেরগ্ন্যাদিদেবতান্তর্যামি-পরমপুরুষ-সমারাধনরূপত্বং, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, "ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্। চাতুর্ম্মাস্যাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং মন্তব্যম্॥

যেমন [বিধির স্তুতিপর] অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি সুখের যেরূপ বিশেষণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখের বিশেষণভাবে সমুল্লেখ তুমিও পূর্ব্বে কোথাও দর্শন কর নাই। অতএব, "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, 'যজ'-প্রভৃতি ধাতুর কর্ত্তৃব্যাপার-সাধ্যতা; অর্থাৎ "যজেত" বলিলেই বুঝা যায় যে, 'যজ' ধাতুর অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী কর্ত্তার ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এই অর্থই বিধিগত 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিরিক্ত কোন অর্থ নাই; ইহাই অবধারিত হইতেছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ও অন্তর্যামী পরমপুরুষ ভগবানের সম্যক্ আরাধনা এবং সম্যক্ আরাধিত পরমপুরুষ ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই 'যজ' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য। 'ইহাঁ হইতে (ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই সূত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইবে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে; তখন তাহার অনন্ত, স্থিরতর ফলদান শক্তিও অনুমিত হয়। আর চাতুর্মাস্যাদি যাগের স্থলেও কথা এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধরহিত-] কেবল কর্ম্মের ফলকে 'ক্ষয়শীল' (বিনাশী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তখন বুঝিতে হইবে যে, 'বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-রহিত)', এই স্থলে 'অমৃতত্ব' অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাস্য যাগফলের 'অক্ষয়ত্ব'ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু নিত্য নহে

---

* অবসীয়তে ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ভিন্ন অন্য কোনরূপ সুখেরই প্রতীতি হয় না। এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত সুখ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ সুখ থাকিতে পারে না; সুতরাং নিয়োগের সুখাত্মকতা কথা অপ্রামাণিক।

অতঃ কেবলানাং কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তস্থিরফলত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে, আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*।

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপর্য্য,--'অধিকরণ' মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটী অবয়ব বা অংশ আছে ; যথা—"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গপঞ্চকম্।"

অর্থাৎ (১) বিষয়=বিচারার্হ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা। (৩) বিচার=সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন=সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ।

এই প্রথমাধিকরণের বিচার্য্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না? বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শব্দের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয়=না—শব্দের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রমাণ্য আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন। এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজনা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্যমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ —

[জন্মাদ্যধিকরণম্ ।] **জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তিপ্রভৃতি), অস্য (ইহার—জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সরলার্থঃ —অস্য বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্য ব্যবস্থিতসুখ-দুঃখভোগবিভাগস্য জগতঃ, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,…তৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ প্রমাণম্। সূত্রে "যতঃ" ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গম্যতে। 'অস্য' ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ সৃজ্যমানত্বাৎ শ্রুত্যনুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জন্মের পরও যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে 'যতঃ' পদে হেত্বর্থে পঞ্চমী, আর 'অস্য' পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্য বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য।—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ?। বিচার- উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-বহুত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়— একই ব্যক্তির 'শ্যামত্ব, সুজনত্ব ও পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি বহু বিশেষণ সত্ত্বেও যেমন একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি।

'জন্মাদি' ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্; তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। 'অস্য' (*) অচিন্ত্য-বিবিধবিচিত্ররচনস্য নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত-ক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ 'যতঃ' যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়-প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

"ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম", ইত্যারভ্য "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

---

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] 'তদ্গুণসংবিজ্ঞান' নামক বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে (†)। চিন্তার অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-রচনাত্মক এবং নিয়মিত-ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত জীবসমন্বিত এই জগতের [যতঃ—] যাহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধ হেয়গুণবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও পরমকারুণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংপন্ন হইয়া থাকে; তিনি ব্রহ্ম। ইহাই সূত্রের স্থূলার্থ ॥১॥

ব্রহ্মের জন্মাদিলক্ষণ সম্বন্ধে আপত্তি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শোনা যায়—'পুরাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যাপনা করান'। এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা জীবিত

(*) অচিন্ত্যাস্য ইতি (খ) পাঠঃ। /

(†) তাৎপর্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে; যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যর ব্যবহার কালে সমাসোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধর্ম্মটির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে, তাহাকে 'তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা—'লম্বকর্ণ মানয়' অর্থাৎ লম্বমান কর্ণযুক্ত ব্যক্তিকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদ্গুণ—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যর ব্যবহার স্থলে বাক্যোক্ত গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা—'দৃষ্টসাগরমানয়' অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন কালে আর তদ্গুণ সাগরের আনয়ন করা হয় না। আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, 'জন্ম আদি যস্য, তৎ জন্মাদি'। এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা 'তদ্গুণসংবিজ্ঞান'? কিংবা, অতদ্গুণসংবিজ্ঞান? 'অতদ্গুণসংবিজ্ঞান' হইলে বাক্যোক্ত 'জন্ম' অর্থটী ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল 'স্থিতি' ও প্রলয়' মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয় অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটী 'তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি; সুতরাং 'জন্মাদি' পদে জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে

বং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তিং, ভৃগুং ১।] ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং? ন শক্যমিতি। ন তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোঽনেকত্ব-প্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ॥

নন্বু 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ' ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বেঽপ্যেক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্; তত্র প্রমাণান্তরৈরৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্য্যম্। অত্র ত্বনেনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রয়াণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পারা যায় কি না? অর্থাৎ উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? না,—জানিতে পারা যায় না। কেন না, জন্মাদি ধর্ম্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থই ব্যাবর্ত্তক বা অন্য হইতে পার্থক্য-সাধক ॥ ২ ॥

ভাল, 'দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণযুক্ত', এ স্থলে যেরূপ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পারে? না—সেরূপ হইতে পারে না; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সমন্বয় করিতে হয়; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবৃত্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

---

* তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীপ্সা (এক সঙ্গে বারবার) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, না, এরূপ যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে; তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, 'ষাঁড়, শৃঙ্গরহিত ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো।' এখানে যদিও একটী মাত্র 'গো' পদ একবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ ষাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাঁহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িষিতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, (*) প্রমাণান্তরেণৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্ত্তক-ভেদেন ব্রহ্মবহুত্বমবর্জ্জনীয়ম্। ব্রহ্মশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যৈক্যং প্রতীয়ত ইতি চেৎ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তেজ্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'খণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো গৌঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেঽপি খণ্ডত্বাদিব্যাবর্ত্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-প্রতীতের্ব্রহ্মব্যক্ত্যোঽপি বহুত্বং স্যাৎ। অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুন্যেষাং বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণত্বমপি (†) অনুপপন্নম্। নাপ্যুপলক্ষণত্বেন লক্ষয়ন্তি; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ। উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡) প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত। কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্য প্রমাণে যখন ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন ব্যাবর্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শব্দের এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে; তাহার নিকট 'খণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণশৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও খণ্ডত্ব প্রভৃতি ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। এই নিমিত্তই 'লিলক্ষয়িষিত' অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-বস্তুর 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না। আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (•)। 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে, তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

---

(*) প্রকরণান্তরেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) লক্ষণত্বমনুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(§) যথা অয়ম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(•) তাৎপর্য্য।—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ। তন্মধ্যে বিশিষ্ট বিশেষণটী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটী সেরূপ থাকে না। অধিকন্তু উপলক্ষণরূপে যে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্য কেবল সেই বিশেষণ-সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটীর প্রথমে যেরূপ আকার বা স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেরূপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না। উদাহরণ—একজন বলিল 'দেবদত্তের জমি কোনটা?' উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে।' এখানে বুঝিতে হইবে, সংপ্রতি জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অতএব, এই সারস পদটী জমির উপলক্ষণ বিশেষণ।

নমু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষত্বেন (*) উভয়োর্লক্ষণবাক্যয়োরন্যোন্যাশ্রয়ণাৎ। অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে। ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তের্ব্রহ্মণোঽপ্রতিপত্তিঃ।

সিদ্ধান্তপক্ষঃ। উপলক্ষ্যং হ্যনবধিকাতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ (†); বৃহতের্ধাতোস্তদর্থত্বাৎ। তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ। 'যতো' 'যেন,' 'যৎ' ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনূদ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত।" [ছান্দো০ ৬।২।১-৩]

নান বস্তুর অন্য কোনও আকারে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। [এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না]॥ ৩॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহারই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎজন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপলক্ষণের যাহা বিশেষ্য), এতদুভয়ের আকার হইতে পৃথক্ আকারের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমারহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত; কারণ, 'বৃহ'ধাতুর ঐরূপই অর্থ। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহারই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক। ["যতো বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে] 'যতঃ', 'যেন' ও 'যৎ' এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ করায় [বুঝিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। 'হে সোম্য! এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশেন' ইতি (ঘ) পাঠ।

ইত্যেকস্যৈব সচ্ছব্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন। তদপি 'সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ' ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যধিষ্ঠাত্রন্তরং প্রতিসিধ্য "তদৈক্ষত, বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেকস্যৈব প্রতিপাদনাৎ। তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, 'তৎ ব্রহ্ম', ইতি জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নিমিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্ব্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিত্বাদ্যাকার-বৃহত্ত্বেন প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ। জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকারান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেঽপি ন কশ্চিৎ দোষঃ। লক্ষণভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(†)লক্ষয়ন্তি। অজ্ঞাতস্বরূপে বস্তুন্যেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেঽপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতি অনুসারে 'সৎ'পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। 'এই জগৎ অগ্রে এক সৎস্বরূপ ছিল,' এই কথায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া---'অদ্বিতীয়'পদে অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের প্রত্যাখ্যান করিয়া 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল, তিনি ব্রহ্ম। এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতানুযায়ী লক্ষণ হইলে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না। [দেখা যায়.] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিরোধী ধর্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া থাকে। আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটী মাত্র বস্তুর আকার তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

(*) লক্ষকত্বেন ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ।

ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ। খণ্ডত্বাদয়স্তু বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*)। ৫।

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্য(+)জগজ্জন্মাদি-কারণস্য ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র (‡) 'সত্য'পদং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ। তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টশ্চেতনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরুপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। 'জ্ঞান'পদং নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা ব্যাবৃত্তাঃ। 'অনন্ত'পদং দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্য, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

---

লক্ষণও সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত 'খণ্ডত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কিন্তু পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু বিভিন্ন কালবর্ত্তী জন্মাদি ধর্ম্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিরোধ নাই, [সুতরাং বহু বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না]॥ ৫॥

কারণত্ব-বোধক "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি-কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", 'এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটী অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সত্য'পদটী নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহার ফলে বিকারের আস্পদ অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মত্ব প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয় পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায় নিরুপাধিক (অহৈতুক) সত্তার যোগ নাই। আর (ঐ শ্রুতির) 'জ্ঞান' পদে ব্রহ্মের নিত্য অব্যাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ, মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আর 'অনন্ত' পদটী দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে। তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'সত্য'

---

* বিশেষঃ ইতি (ক) পাঠঃ।   (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নস্য জগজ্জন্মাদি' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ।   (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকয়োরুপলভ্যতে।

(¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তর ইতি (গ) পাঠঃ।   (||) ইতরয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্যা ব্যাবৃত্তাঃ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ। ততঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবদ্যং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, 'নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্যম্' ইতি বদন্তি। তন্মতে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ। এবমুত্তরেষ্বপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাদ্যন্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃতাঃ

ও 'জ্ঞান' পদে যে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অন্য প্রকার) যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) অথচ নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে; [সুতরাং 'সত্য' প্রভৃতি পদেও অপরাপর বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে হয় যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে জগৎ-জন্মাদি কার্য্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটী লক্ষিত হইয়াছে; কাজেই আর পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মাদি-কারণ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার পর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এইরূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—বৃংহণ; তিনিই ব্রহ্ম; ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ; সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কারণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (+)। এই প্রকার পরবর্ত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্পং' ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য।—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, 'তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত জগতের বৃদ্ধির নিদান; অতএব, এখানে যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম' এইরূপ তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশে তাঁহার সবিশেষভাবই আসিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য হন তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিতবস্তু-বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্। জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি স্বোৎপ্রেক্ষাপক্ষেঽপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ। সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-সতয়োচ্যতে। প্রকাশত্বং তু জড়াদ্ব্যাবর্ত্তকং স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্য-তাপাদনস্বভাবেন ভবতি। তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশতৈব ন স্যাৎ ; তুচ্ছতৈব স্যাৎ ॥২॥৮ [জন্মাদ্যধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সবিশেষভাবের সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে পারে না। যে সাধনটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, এরূপ সাধন (যাহা দ্বারা সাধ্যপদার্থ নির্নীত হয়) ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ হইয়া থাকে ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে না। আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম যাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ; পরন্তু, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র ; ব্রহ্মই ঐরূপ ভ্রমের উৎপাদক। এই প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ; কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে] ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রকাশ বা অজ্ঞানা-ভাবই যাহার একমাত্র সার, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ করিয়া রাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপরকে [অন্যের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের) সবিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—তুচ্ছত্ব (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পারে ॥২॥৮। [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত]॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিত' ইতি (গ) পাঠস্তু নাস্মভ্যং রোচতে।

(†) ভ্রমাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।　　(‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক ; তাহাকে সাধ্য বলে। আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম তাহার সাধন। সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্মটী ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্ম্মটী তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্ত্তী হয়। ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটী চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অব্যভিচারী বা অবহিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাধ্য-ধর্ম্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্ম্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটী 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্ম্মই যদি তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্ম্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই কারণেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। তদযুক্তম্, ব্রহ্ম ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্]। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥**

[পদচ্ছেদ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)
(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ)।]

[সরলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—শাস্ত্রং বেদাদিকম্ এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যস্য, তস্য ভাবঃ—তত্ত্বম্, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তচ্চ শাস্ত্রং—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ।

[পূর্ব্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই বাক্য-গম্য হইতে পারেন না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রেই পাঁচটী অংশ থাকে। সেই পাঁচটী অংশ এইরূপ—১। বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য। ২। সংশয়—ঐ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না? ৩। পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। ৪। বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রেই এক একটি কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না: জগৎও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন উহারও একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে। ৫। সিদ্ধান্ত—না—ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না; অতএব উক্ত শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বম্' ; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্‌যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ। উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ]

ননু 'শাস্ত্রযোনিত্বং' ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি দ্বিবিধম্—ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভবঞ্চেতি দ্বিধা। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসন্নিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি ন সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি। নাপ্যান্তরম্ ; (†) আন্তর-সুখদুঃখাদিব্যতিরিক্তবহির্ব্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

---

শাস্ত্র যাহার (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি 'শাস্ত্রযোনি', তাহার ভাব বা ধর্ম্মকে 'শাস্ত্রযোনিত্ব' [বলা হয়]। অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক, তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়]। ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ উহার স্বরূপজ্ঞাপক। এই কারণেই 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই উক্তপ্রকার (জগৎ-জন্মাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ। ১।

ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বে সংশয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাই যখন শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অন্য প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন, তখন ব্রহ্মের 'শাস্ত্রযোনিত্ব' অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না? [কেন না,] প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত। ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—বহিরিন্দ্রিয়-(চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তরিন্দ্রিয়-(অন্তঃকরণ) সম্ভূত। তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহারা কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) বোধয়েদেব ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) আন্তরসুখাদি ইতি (খ) পাঠঃ।

য়ানাপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি যোগজন্যম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনস্তস্য বিশদাবভাসত্বেঽপি পূর্ব্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ। তথা সতি তস্য ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্—'বিশেষতোদৃষ্টং', 'সামান্যতোদৃষ্টং' বা। অতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন 'বিশেষতোদৃষ্টম্'। সমস্তবস্তুসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং 'সামান্যতোদৃষ্টম্' অপি ন লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন করিতে পারে না. কারণ, বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত সুখাদি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না। আর যোগজন্য প্রত্যক্ষও হইতে পারে না ; কারণ, ভাবনার চিন্তার চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহার উৎপত্তি, তখন উহার বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিক প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তখন উহার প্রামাণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে] পূর্ব্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার করিবারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পরন্তু, ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে সেই প্রত্যক্ষটা প্রমাণ না হইয়া 'ভ্রম'রূপে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ২ ॥

'বিশেষতোদৃষ্ট' কিংবা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে পারে না ; তখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান হইতে পারে না। আর সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ সর্ব্বোত্তম পুরুষবিশেষ-(ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অব্যভিচারী 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট হয় না (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; 'হেতু' ও 'লিঙ্গ' ইহার নামান্তর মাত্র। কে কাহার ব্যাপ্য এবং কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয়। ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না। সেই ব্যাপ্য দর্শনের বলে যেখানে ব্যাপকের সত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয়। ঐ যে ব্যাপ্যদর্শনজ ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম 'অনুমিতি' বা অনুমান। অনুমান তিন প্রকার, (১) 'পূর্ব্ববৎ' (২) 'শেষবৎ' ও (৩) 'সামান্যতোদৃষ্ট'। কারণ দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান। কার্য্যদর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহার নাম—'শেষবৎ'। যেমন পঙ্কিল নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ব্বতে অতীত বৃষ্টির অনুমান। প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধক

নমু চ, জগতঃ কার্য্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাপ্তম্। অচেতনারব্ধত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্ব্বং হি ঘটাদি কার্য্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্ত্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারব্ধমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্য্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? —ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

---

ভাল, জগতের কার্য্যত্ব বা জন্যত্বমাত্রই ত তদীয় উপাদান কারণ, উপকরণ (সহকারী কারণ) এবং যাহার উদ্দেশে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্য্যের সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; অর্থাৎ কার্য্যের উপাদান কারণ, সহকারী কারণ এবং সম্প্রদান (যাহার উদ্দেশে কার্য্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বারা জগতে কোন কার্য্য নিষ্পাদিত হয় না। [পক্ষান্তরে] অচেতনারব্ধ জাগতিক কার্য্যমাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীনতা দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসমুৎপাদিত কার্য্য মাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীন হইয়া থাকে। ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আর অচেতনারব্ধ (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বীয় শরীরকে একটী মাত্র চেতন—আত্মার অধীন থাকিতে দেখা যায়। এই জগৎ যে, কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহার সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান করা হইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—এই 'একচেতনাধীনত্ব' কথার অর্থ কি ?—একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্বীয় সুস্থশরীরের

কার্য্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কার্য্য বা ধর্ম্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম সামান্যতো দৃষ্ট। যেমন—কার্য্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক। এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সজাতীয় অপর পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না। তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ বুঝিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি-গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না। এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান-গ্রাহক এমন কোন 'লিঙ্গ' বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান প্রবৃক্ত হইতে পারে। আর যখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে 'বিশেষতোদৃষ্ট' অনুমান ত হইতেই পারে না।

(*) অচেতনারব্ধস্বমিত্যাদির্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিতইবাভাতি।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্য ভোক্তৄণাং ভার্য্যাদিসর্ব্বচেতনানামদৃষ্টজন্যত্বাৎ তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ। কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতিরবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে। প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে। তদায়ত্তপ্রবৃত্তিত্বং তদধীনত্বমিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ। চেতনমাত্রাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে। সেই শরীরের উপভোক্তা ভার্য্যা প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। আরও এক কথা, শরীররূপ অবয়বীর যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অন্য কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না (‡)। ক্ষিতি, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূর্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্থিতিত্বরূপ সাধ্যের আশ্রয় বলিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও, সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই। অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল (§) সর্ব্বত্র একরূপে অনুগত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না। আর 'একচেতনাধীনত্ব' শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক চেতনসম্পাদ্য যে, গুরুতর ভারসম্পন্ন রথ, পাষাণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহার ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে। আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও ত 'সিদ্ধসাধ্যতা'নামক দোষ উপস্থিত হয় (¶) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　　(†) মহীধরাদিকে ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলনই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধ অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি। একটী ঘটের সহিত যে, অপর ঘটের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ; আবার সেই অবয়বী ঘটটী অর্থাৎ সমস্তটী ঘট স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ। বস্তু অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়।

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে। আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয়।

(¶) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা' এক প্রকার দোষ। যাহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে।

কিন্তু, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানামেব লাঘবন্যায়েন (*) কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ। নচ, জীবানামুপাদানাদ্যনভিজ্ঞতয়া কর্ত্তৃত্বাসম্ভবঃ; সর্ব্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাদ্যুপাদান-(†) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ; যথেদানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। উপকরণভূত যাগাদিশক্তিরূপাপূর্ব্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেঽপি চেতনানাং ন কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্য। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব হি কার্য্যারম্ভোপযোগী। শক্তেস্তু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুজ্যতে, ন সাক্ষাৎকারঃ। নহি কুলালাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে। ইহ তু, চেতনানাং (‡)আগমাবগত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ॥ ৬॥

যদিও, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহারো অসম্মতি নাই; অতএব লাঘবতঃ উভয়বাদিসম্মত জীবগণেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত, (নচেৎ জীব ও ঈশ্বর, উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কল্পনা-গৌরব দোষ ঘটে)। জগতের উপাদানাদি কারণবিষয়ে জীবগণের অভিজ্ঞতা নাই; সেই কারণেই যে, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না; এ কথাও বলা যায় না; কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কারণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমস্ত চেতনেরই সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, [তেমন]। যদিও উপকরণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়ার শক্তিরূপ 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহের কর্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্যারম্ভে যাগজনিত অদৃষ্ট-সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পরন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তির সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপযোগী ও আবশ্যক। সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেরই কেবল উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা কার্য্যের উপকরণ (সহকারী কারণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুর ন্যায় দণ্ডাদির শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ করিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। অধিকন্তু, এখানে চেতনাবান্ পুরুষেরা আগম বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ অবগত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের পক্ষে কার্য্যারম্ভ করা অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হইতে পারে না। ৬

---

* লাঘবেন ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) যোগাদ্যুপকরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জনানাম্ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্। (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্। অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্পজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নির্ম্মিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। নচৈতাবতা সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান শক্তি-সাধ্য হয় এবং যাহার উপাদানাদি-কারণবিষয়ে শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে ; তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায়। [অতএব, বলিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থগুলির নির্ম্মাণ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধ্য নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই ; সুতরাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্য পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যের ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে যাহার শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কারণও পরিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব ধর্ম্মই সেই বুদ্ধিমান্ বা চেতন কর্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭

আরও এক কথা,—ঘটাদি কার্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্নও অল্পজ্ঞানশালী (অসর্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণকাম পুরুষকর্তৃক নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কারণানুমাপক] 'কার্য্যত্ব' হেতুটীও তথাবিধ (ঘটাদি-নির্ম্মাতার অনুরূপ কারণেরই অস্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতরাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ; সেই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদির বিপরীত (অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মের সাধন করায় উক্ত 'কার্য্যত্ব' হেতুটী সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পারে আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অন্যান্য বহুস্থলে অনুমানের আবশ্যকতা আছে)। পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটী অনুমান ভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে যেরূপ জানা যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম

(*) মহীমহীধর ইতি (খ, গ) পাঠঃ।　　　　　(†) সকাবে ইতি (গ) পাঠঃ।

হি নিবর্ত্তন্তে। ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-চতুরে অন্বয়ব্যতিরেকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ প্রসজ্যন্তে; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে। অত আগমাদৃতে কথমীশ্বরঃ সেৎস্যতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহুঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে। ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তনু-ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি মূর্ত্তত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি। সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরৎ, ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে।

প্রসক্তি করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটী ঈশ্বর, কিন্তু অপর কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে; সুতরাং নিখিলবস্তু-নির্ম্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়, (অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ তদবস্থই অবস্থান করিতে পারে। (সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না)। অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের 'কার্য্যত্ব' ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না, এইরূপ] বিবাদগ্রস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জন্য বা উৎপত্তিশীল; যেহেতু উহারা সাবয়ব; যেমন—ঘটাদি। সেইরূপ,—পূর্ব্বের ন্যায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বত প্রভৃতি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল; যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; যেমন—ঘটাদি। দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পরিচ্ছিন্ন আকার) উহাতে রহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি। আর সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে 'এটা কৃত বা উৎপাদিত, অন্যটী নহে', এইরূপে 'কার্য্যত্ব' নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

---

* তাৎপর্য্য—অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয়। তন্মধ্যে, "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা—অন্বয়ঃ।" অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম 'অন্বয়'। আর "তদসত্ত্বে তদসত্ত্ব—ব্যতিরেকঃ।" অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক। যেমন—মৃত্তিকার সত্তায় ঘটের সত্তা; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে, মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য। কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কার্য্যত্ব প্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তী কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অন্যত্রাপি সাবয়ত্বাদিনা কার্য্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নে এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্য্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্ত্তৃগত-তন্নির্ম্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোঽদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্য কার্য্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্ত্তুস্তজ্জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্য্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেঽপি সুখদুঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্ম্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নির্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণটি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে ? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টী কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টীকে কার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টীতেও যে, কর্ত্তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অন্যত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী পরিজ্ঞাত হইয়াছে ; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে। অতএব, (এখানে) তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুম্ভকারকৃত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তার সেই সকল কার্য্যনির্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত রাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তার অর্থাৎ রাজভবননির্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসদ্ভাবও অনুমান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীরও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পর সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই সুখদুঃখভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই সুখ-দুঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।　　(†) বিরোধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ

(‡) কৃতেষু' ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।　　(§) পুরুষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তয়োরিতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।　　(||) ধর্ম্মানুগুণ' ইতি (গ) পুস্তকে

সর্ব্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*)। বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য বাস্যাদেরচেতনস্য দেশকালাদ্যনেকপরিকর-সন্নিধানেঽপি যূপাদিনির্ম্মাণ-সাধনত্বাদর্শনাৎ। বীজাঙ্কুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্ব্যভিচারাপাদনং শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্ভিতম্। তত এব সুখাদিভির্ব্যভিচার-দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনং যুক্তম্। তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ।

সাধ্য হইতে পারে না ; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়ার অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন একটী চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে। [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে পারে না।] এই কারণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্র-ধরের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যূপাদি নির্ম্মাণে অসাধনত্ব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। আর বীজাঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়-(বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতারই ফল মাত্র। [পিশাচাদির ন্যায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ]। অতএব সুখাদি দ্বারা (উক্ত নিয়মের) ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (†) ॥ ১০ ॥

আর কেবল লাঘবতর্কের (‡) অনুরোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমূহেরই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

---

* আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা নহে। দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অঙ্কুর উৎপাদন করে। সুখ স্বয়ং অচেতন ; কিন্তু সেই সুখও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব এই জগৎ-কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে 'চেতনাধিষ্ঠিতত্ব' নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে না ; কারণ বীজাঙ্কুর ও সুখাদিস্থলগুলিও যখন আমার বিবাদবহির্ভূত নহে ; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ; তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, আমার মতে উৎকৃষ্ট বহুস্থলে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; তখন বীজ-সুখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

‡ তাৎপর্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় ; কিন্তু যেখানে যদি অনুকূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয় তর্কের মধ্যে যে তর্কটীতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটী ত্যাগ করিতে হয় ; আর যে তর্কটীতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ করিতে হয়। বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ। আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুগুণ্যৈব হি সর্ব্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরস্য-শক্তিনিশ্চয়োঽস্তি। অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যনুপপত্তিঃ সমর্থকর্ত্তৃপূর্ব্বিকত্ব-নিয়তকার্য্যত্বহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্তু, অনৈশ্বর্য্যাপাদনেন ধর্ম্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং ; তদনুমান-বৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যস্যাহেতুভূত-নাঞ্চ ধর্ম্মাণাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্যই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অতএব অন্য ব্যবহিত (অন্য বস্তু দ্বারা অন্তরিত) ও দূরবর্ত্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা দোষ নাই। [তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তৃ-রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাঁহাকে সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিবার স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত করা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্ত্তা] অনৈশ্বর্য্যাদি সম্ভাবনা দ্বারা [কার্য্যত্ব হেতুটীকে] অভীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম-সাধক (অতএব 'বিরুদ্ধ') বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কারণ, সপক্ষে অর্থাৎ কর্ত্তৃ-সাধ্যরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে তাহাদের প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (+) ॥ ১২ ॥

(*) সর্ব্বত্র কল্পনা ইতি (ঘ) পাঠঃ।

সুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তদপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ নির্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎ-নির্ম্মাতা ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না।

(+) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই 'সপক্ষ' বলে। নিয়ম হইল এই যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই সাধ্য করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ; এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়ই এক হইয়া পড়ে। এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য্য, ইহার স্রষ্টা একটী কর্ত্তা-ঈশ্বর আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত অনুমিত অর্থের প্রামাণ্য হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, জগৎ-কর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কার্য্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমূহ আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈশ্বর্য্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা, তাহা যুক্তিসঙ্গত বা সমীচীন বা সুবিবেচিত হয় না।

এতদুক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বোৎপত্তয়ে কর্ত্তুঃ স্বনির্ম্মাণসামর্থ্যং স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানঞ্চাপেক্ষতে ; নত্বন্যাসামর্থ্যমন্যাজ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ। স্বনির্ম্মাণসামর্থ্য-স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব স্বোৎপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিঞ্চিৎকরস্যার্থান্তরাজ্ঞানাদের্হেতুত্বকল্পনাঽযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থাজ্ঞানাদিকং কিং সর্ব্ববিষয়ং ক্রিয়োপযোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ব্ববিষয়ম্ ; নহি কুলালাদিঃ ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (†) বিজানাতি। নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ; সর্ব্বেষু কর্ত্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্ব্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ কার্য্যই নিজের উৎপত্তির জন্য কর্ত্তার কেবল স্ব-নির্ম্মাণে সামর্থ্য এবং আপনার উপাদান-কারণ ও সহকারী কারণবিষয়ে জ্ঞানসত্তার অপেক্ষা করে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যের নির্ম্মাণে শক্তি এবং তাহার উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞান থাকিলেই কার্য্যটী উৎপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু, কর্ত্তার অন্য বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অন্য বিষয় জানে কি না, এ সকলের অপেক্ষা করে না ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে। কেন না, কর্ত্তার নিজের কার্য্য-নির্ম্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই যখন নিজের (কার্য্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যে, কার্য্যানুপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিরও হেতুত্ব কল্পনা করা, তাহা হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞানাভাবকেও যে, ক্রিয়ার উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ব্ববিষয়ক ? অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে ? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে ? তন্মধ্যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কারণ, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা যে, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে। আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায় না ; কারণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন্ অশক্তি বা অজ্ঞানটী যে, কার্য্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে। অতএব, কার্য্যত্বের

(*) হেতুত্বকল্পনাযোগাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) জানাতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

অতঃ কার্য্যত্বস্যাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপরীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলালাদীনাং দণ্ডচক্রাদ্যধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপাদানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্যাশরীরস্যানুপপন্নমিতি চেৎ; ন, সংকল্পমাত্রেণৈব পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাদ্যপগম-বিনাশদর্শনাৎ। কথমশরীরস্যেশ্বরস্য পরপ্রবর্ত্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ। মন এব হি সংকল্পহেতুঃ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেঽপি, কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোঽপি প্রাপ্তত্বাৎ। মানসঃ সংকল্পঃ সশরীরস্যৈব, শরীরস্যৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপগমেঽপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ। অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশবিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নির্ম্মাণচতুরোঽচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞানশক্ত্যৈশ্বর্য্যোঽশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

---

ব্যপস্থাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটী বিপরীত ধর্ম্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না। ১৪।

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি কর্ত্তারা শরীর দ্বারাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক হন; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতের উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সরিয়া যায়), এবং গরল বা বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবার পরপ্রবর্ত্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে? না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে; কারণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরের হেতুত্বই নাই; মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয়; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, শরীরই যখন সমস্ক বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজন্য) সংকল্প ধর্ম্মটীও সশরীরের পক্ষেই সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে); এ কথা বলা যায় না; কারণ, মন যখন নিত্য [অথচ শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে; সুতরাং মনের সশরীরত্ব নিয়মটী ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে। অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও ভুবনাদি কার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব কখনই সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নির্ম্মাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোঽনুমানেনৈব সিধ্যতি। অতঃ প্রমাণান্তরাব-গম্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদ্দ্রব্য-কুলালয়োর্নিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন আকাশাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎস্নস্য জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতীতি ॥১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-ত্যেব। কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। যদুক্তং—সাব-য়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি। তদ-যুক্তম্ ; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেঽপি একদৈবৈকেন নির্ম্মিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-প্রপঞ্চ যাহার একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন। অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারাই) সিদ্ধ হন ; তখন এই বাক্য ("যতো বা ইমানি ভূতানি" বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে পারে না। ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুম্ভকারের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অত্যন্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না,—অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত—]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক ('যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থ টী একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা উৎপত্তিশীল, কার্য্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনির্ম্মাণে নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সুচতুর, এমন কোন একটী কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্য হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

---

* 'মহীমহীধরাদীনাম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্য ঘটস্যেব সর্ব্বেষামেকং কার্য্যত্বং, যেনৈকস্যৈব একঃ কর্ত্তা স্যাৎ। পৃথগ্‌ভূতেষু কার্য্যেষু কালভেদ-কর্ত্তৃভেদদর্শনেন কর্ত্তৃকালৈক্যনিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্ম্মাণাশক্ত্যা কার্য্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তেশ্চৈক এব কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্তদ্বিলক্ষণকার্য্যহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তেশ্চ। নচ যুগপৎ সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ সর্ব্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্য্যত্বেন সর্ব্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োর্দর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককর্ত্তৃকত্বে সাধ্যে,

---

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের ন্যায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্য্যত্ব ধর্ম্ম এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপরাপর সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কার্য্যে একই কর্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং কর্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্ম্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্য্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কর্ত্তার কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কর্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্পাধিকভাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয়; তদ্দর্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান্ জীবেরই এই বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কর্ত্তা' বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্ব্বোৎপত্তি ও সর্ব্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্ব্বোৎপত্তি বা সর্ব্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকত্বই দৃষ্ট হয়। আর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টানুসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষের

(*) নিয়মাদর্শনাৎ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। (†) বিশেষাণামপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) তদতিরিক্তাদৃষ্ট' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যত্বস্য অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্য; সর্ব্বনির্ম্মাণচতুরস্যৈকস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*)। সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য কস্যচিদেকস্য সাধকমিদং কার্য্যত্বং কিং যুগপদুৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতম্? যুগপদুৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতত্বে কার্য্যত্বস্যাসিদ্ধিতা। ক্রমেণোৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতত্বে অনেককর্ত্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা। অত্রাপ্যেককর্ত্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ; 'কুম্ভকারো জায়তে, রথকারশ্চ' (†) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃত্ব সাধন করিতে হইলে কার্য্যত্ব হেতুটীর অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচার দোষ ঘটে, [সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণের অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল (সাধ্যের প্রতিকূল) হইয়া পড়ে। হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণে নিপুণ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই। আর কেবলই যদি বুদ্ধিমান কর্ত্তার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও 'সিদ্ধ-সাধনতা' দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান্ না হইলে যে, কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না)। তাহার পর এক কথা; সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন কর্ত্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই 'কার্য্যত্ব' হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-বস্তুগত? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত? তন্মধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপদ্যমান সর্ব্ববস্তুগত বলিলে কার্য্যত্বের অসিদ্ধতা হয়; (কারণ, একসঙ্গে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই); আর ক্রমশ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকার করিলেও কর্ত্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয়; সুতরাং 'কার্য্যত্ব' হেতুটীর 'বিরুদ্ধতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (‡)। একই কর্ত্তার সাধন করিতে হইলে [পূর্ব্বের ন্যায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে 'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে', এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয়; (কুম্ভ ও রথ, উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে, ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধ্যতা' ইতি (খ, পাঠঃ।   (†) রথকারো জায়তে ইত্যাদি' ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ানুযায়িরূপে প্রসিদ্ধ না থাকে; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়। এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না। 'বিরুদ্ধতা'ও হেতুর অপর একটী দোষ; যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয়; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'বিরুদ্ধ' বলা হয়। ইহা দ্বারাও কোন সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং 'সর্ব্বকার্য্যে এক কর্ত্তা' বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন কর্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য-ভেদে কর্ত্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব্ব কার্য্যে

অপি চ, সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাদ্যন্বয়-দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্। কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগত-বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-করণবিকারদ্বারেণ। পুরুষস্য চ তদ্যোগঃ কর্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভা-য়ৈব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কর্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যস্য কর্ম্মমূলত্বাৎ। ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেঽপি বিষয়বিশেষ-বিশেষিতায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কর্ম্মসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের পরিণাম সুখাদির অন্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট; অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কর্ম্ম-সম্বন্ধও তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যেও কর্ম্মই মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে, ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং ইচ্ছাতেও কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ প্রভৃতি) বস্তুর কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না. হেতু—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না.

এক কর্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তানুসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—'কুম্ভকার জন্মিয়াছে', এবং 'রথকার জন্মিয়াছে'। এখন সকল কার্য্য যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে কুম্ভ ও রথ, উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে 'কুম্ভকার' ও 'রথকার' বলিয়া উভয়ের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হইত। এককর্তৃকত্ব পক্ষে এইরূপ শাস্ত্রবিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে।

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব। নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরাধিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবাৎ। বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্ত্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোঽশরীরো বা কার্য্যং করোতিঃ? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্য কর্তৃত্বানুপলব্ধেঃ (*)। মানসান্যপি কার্য্যাণি সশরীরস্যৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেঽপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ। নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং? উতানিত্যং? ন তাবন্নিত্যং, সাবয়বস্য তস্য নিত্যত্বে জগতোঽপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মুক্তাত্মাই উহার দৃষ্টান্ত। আর ক্ষেত্রজ্ঞগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না); হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্ত্তমান কাল, (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়; (অশরীরের হয় না); কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর রহিত] মুক্তপুরুষগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না। [তর্ক এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পারে না; সাবয়ব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। [তাঁহার শরীর]

(*) তস্য কর্তৃত্বানুপলব্ধেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। অশরীরকার্য্যানুপলব্ধেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ স্থলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম রহিল না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয় শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থূল শরীর থাকে না। কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—স্থূল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ; ন, অশরীরস্য তদযোগাৎ। অন্যেন শরীরেণ সশরীর ইতি চেৎ; ন, অনবস্থানাৎ। স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো বা? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ। নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং করোতি, মুক্তাত্মবৎ (*)। কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যমানে পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্য চ সাধ্যহীনতা। অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ (†) পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্তু-বিসজাতীয়ং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡) নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না; কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার সেই শরীরের উৎপাদক হইতে পারে। নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, অশরীরের হেতুত্বই হইতে পারে না। যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, তদ্ভিন্ন আর একটী শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কার্য্য করেন; তাহা হইলে 'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্য আবার আর একটী শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটী শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আর শেষ হইতে পারে না। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার? (চেষ্টাশালী?) অথবা নির্ব্যাপার? তাঁহার যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না; আর নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত। আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয়; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে। অতএব, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম (বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে। বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন অপর সর্ব্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ হেয় বা নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রমাণান্তর-নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

(*) 'মুক্তবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) 'অখিল গুণসাগরম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদের্নিরবয়বস্য দ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপলব্ধমশক্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৪।২৩], "ন বিয়দশ্রুতেঃ।" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্।]

যদ্যপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবেন সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—

আরও যে, বলা হইয়াছে ; একেরই নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণা, এবং আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কারণের একত্ব ও আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না ; ইহা 'প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও বটে।' '[আকাশের উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়] না।' এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই ব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; এই কারণেই "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জন্মাদি কারণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন ; ইহাও সিদ্ধ বা নির্ণীত হইল। ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না ; কারণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে, পুরুষকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কারণ। সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র তাৎপর্য্যহীন—অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"তত্তু সমন্বয়াৎ।" (§)

(*) 'অবিরুদ্ধম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। 'ঘট' কার্য্যের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা কখনই এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে আপত্তি হইয়াছিল—একই ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে? "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্য্য,—এই সূত্রের অধিকরণ এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনির তত্ত্বপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াধিকরণম্।] **তত্তু সমন্বয়াৎ। ১।১।৪॥**

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ 'তু'-শব্দঃ। 'তৎ' শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব। কুতঃ ? 'সমন্বয়াৎ'—পরমপুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়াম্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতো হ্যৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি; তত্তেজোঽসৃজত।" "ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে 'তু' শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বং সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? সমন্বয়াৎ=সম্যক্ পুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ=সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ। পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে 'তু'-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্ বা নিয়তভাবে অন্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আরোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে 'তু' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয়। হেতু কি ? – না—'সমন্বয়াৎ' (সমন্বয়হেতু) ; 'সমন্বয়' অর্থ—পুরুষার্থরূপে অন্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অন্বিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব 'সৎ' হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অন্বিত বা সম্বদ্ধ রহিয়াছে, যথা—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়।' 'হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে ছিল।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টাদেরও সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তদ্বোধক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই। ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বও সিদ্ধ হয় না। (৪) সিদ্ধ স্থ—না পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুখবিকাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বতঃ পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

(*) 'এবমিব' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।" [বৃহদা০, ৩।২।১১]। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" [ঐত০ ১।১।১]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" [তৈত্তিরী০ আন০ ১]। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।" [মহোপ০ ১।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" [তৈত্তিরী০, আন০ ১।] "আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তিরী০ ভৃগু০ ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পরিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানামখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-গুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-প্রয়োজনবিরহাদন্যপরত্বং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। ন চ প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ। তথা, স্বরূপপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ,' 'নায়ং সর্পঃ', ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-রূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।' 'এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।' 'সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।' '[সৃষ্টির অগ্রে] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।' 'ব্রহ্ম— সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম— আনন্দস্বরূপ।' ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিরবধি সর্ব্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত, পূর্ব্বোক্ত পদসমূহের যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্যপরত্ব, অর্থাৎ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণসমূহের যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে, নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ— মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।' 'ইহা সর্প নহে', ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রের ক্রিয়াপরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—"প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত, তৎ 'শাস্ত্র'মভিধীয়তে।" যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম্ম (কাম্য-কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ — ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিদ্বয়-বিরহিণঃ শাস্ত্রস্যানর্থক্যাৎ। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে পর্য্যবস্যন্তি; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্য্যবসায্যেব। নহি লোক-বেদয়োঃ প্রয়োজনরহিতস্য কস্যচিদপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধচরঃ। ন চ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি। তচ্চ প্রয়োজনং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, 'অর্থার্থী রাজকুলং গচ্ছেৎ।' 'মন্দাগ্নির্নাম্বু পিবেৎ।' 'স্বর্গকামো যজেত।' [যজুঃ।২।৩।৫]; 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ', ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না; কারণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন; (সুতরাং) অপ্রমাণ। যদিও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল প্রয়োজনবোধনেই পর্যবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না) কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ— কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই; কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না। 'অর্থাভিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে।' 'যাহার অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান করিবে না।' 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে।' 'কলঞ্জ (•) ভক্ষণ করিবে না।' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়। অভিপ্রায় এই যে,— পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে বাক্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্রের বর্ণনা; সেই বাক্য অপ্রমাণ। ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও শ্রোতৃবর্গের কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই; কারণ অনিষ্পন্ন বা সাধ্য বিষয়েই কর্তব্য বুদ্ধি ও পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আবশ্যক হয়। স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বোধক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তবাদীর মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয়। প্রথম কারণ—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'এটি সর্প নহে—রজ্জু'; ইত্যাদি সিদ্ধার্থবোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বোধক না থাকিলেও হর্ষ ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই,— প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে; পরন্তু পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সাধকই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের কারণ। যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন; এবং সেই আনন্দময় ব্রহ্মপ্রাপ্তি যখন জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয়; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বোধক বিরহিত হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না।

(•) তাৎপর্য,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতো যৌ মৃগপক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং 'কলঞ্জং' স্যাৎ শুষ্কমাংসং যথাপি বা।" অর্থাৎ বিষদিগ্ধ বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয়, তাহাদের মাংস এবং শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলা হয়। কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ—পাদকর।

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ', 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্। তত্র কিং পুত্রজন্মাদ্যর্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্। সতোঽপ্যর্থস্যাজ্ঞাতস্য (*) আপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তর্হ্যসত্যপ্যর্থে জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্য্যবসায়িনোঽপি শাস্ত্রস্য নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্য্যবসানমিতি কস্যাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরতয়ৈব ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি। কথং? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি। কোঽসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

---

আর যে, পরিনিষ্পন্নার্থবোধক—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু.' ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনই প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয়। ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সদ্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উহার প্রামাণ্য নাই। অতএব, সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনের দ্বারাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে; সুতরাং শুদ্ধ পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেরই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন দ্বারাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে। কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হন, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত 'নিষ্প্রপঞ্চীকরণ' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ক্রিয়াবিধিরই বিষয় করা হইয়াছে। ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

(*) সতোঽপ্যজ্ঞাতস্যার্থস্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।